দেবী

[পঞ্চাঙ্ক সামাজিক নাটক]

প্রাণাচার্য্য

শ্রীসু[illegible], এস্-সি,

প্রণীত।

সুনীতি সংসদের সম্পাদক

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, কর্ত্তৃক

২২৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

১লা জানুয়ারী, ১৯৪১।

মূল্য—এক টাকা।

Printed by S. K. Sen, M. Sc.
at the
KALPATARU PRESS,
223, Chittaranjan Avenue, Calcutta.

উৎসর্গপত্র।

জগতের আলো দেখেছি যাঁর কৃপায়—
জ্ঞানের উন্মেষ হ'য়েছে যাঁর আশীর্ব্বাদে,
মানুষ ব'লে পরিচয় দেবার স্পর্দ্ধা করি
যাঁর অনুকম্পায়—
আমার সেই মর্ত্ত্যের দেবতা
পরমারাধ্য পিতৃদেব
মহামহোপাধ্যায়
কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন, সরস্বতী,
বিদ্যাসাগর, এম্-এ, এল্-এম্-এস্
মহোদয়ের চরণকমলে
আমার মানস-কন্যা
—দেবী—
অর্পণ ক'র্‌লাম।

ভূমিকা

দেবী-কে আজ পুস্তকাকারে দেখে আমি যে কত খুশী হ'য়েছি, তা পাঠকদের ঠিক বুঝিয়ে উঠ্‌তে পার্‌বো না, কারণ এই নাটকখানি অশরীরী অবস্থায় যখন নাট্যকারের মনের চিন্তারাজ্যে বিচরণ ক'র্‌ছিল, তখন আকস্মিক একদিন এ-তথ্য জানার সৌভাগ্য আমার হয়, তাই আমারই একান্ত অনুরোধে বাতায়নের পৃষ্ঠায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ যখন এ মুদ্রণের রূপ-সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে প্রকাশিত হ'তে লাগ্‌ল, তখন বাতায়নের পাঠক-পাঠিকারা যে অভিনন্দনের মধ্যে একে গ্রহণ ক'রেছিল তা আমি বিস্মৃত হইনি। সেদিন এ-অভিনন্দনের মধ্যে নিজের অংশের কথা স্মরণ ক'রে একটু যে গর্ব্ব অনুভব করিনি তা অস্বীকার ক'রে সত্যের অপলাপ ক'র্‌তে চাই না।

এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার সম্বন্ধে বেশী কথা বলা বাহুল্য মনে করি, কারণ সাহিত্যের প্রাঙ্গণে তিনি যদিও নবাগত কিন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠায় তিনি আজ এতটা সুপরিচিত যে, তাঁর অধিক পরিচয় জ্ঞাপনের প্রচেষ্টা আমার পরিমিতি-জ্ঞানেরই অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াবে।

সর্ব্বশেষে এই কথা ব'লেই এ প্রসঙ্গের শেষ ক'র্‌তে চাই, দেহের অসুস্থতা অপসারণে যাঁর চিকিৎসা-জ্ঞান আজ দেশের লোকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছে মনের সুস্থতার উৎকর্ষ সাধনে, তাঁর রস-জ্ঞানও যে পাঠক-পাঠিকাদের তেমনি শ্রদ্ধা দাবী ক'র্‌বে, সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। **দেবী** শুধু নাট্যকারেরই মানস-কন্যা নয়, সংসার-নাট্যানুরাগীদেরও সুপ্ত ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ব'লে আমি মনে করি।

৯ই পৌষ, ১৩৪৮।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল
সম্পাদক, বাতায়ন।

পূর্বাভাষ

······রাজনগর পশ্চিম বঙ্গের একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ; তার জমিদার—দেবনাথ রায়। অগাধ সম্পত্তি—প্রাসাদের ন্যায় বাটী—অসংখ্য দাসদাসী—কোন অভাবই ছিল না তাঁর। * * * *

পুত্র ইন্দ্রনাথ কলিকাতায় ব্যবসা করিয়া কলিকাতাতেও যথেষ্ট সম্পত্তি করিয়াছিলেন। জমিদার দেবনাথ ও পুত্র ইন্দ্রনাথ উভয়েই উদার, মিষ্টভাষী—প্রজা ও আশ্রিত বৎসল। কিন্তু ভগবান সর্ব্বসুখ কাহাকেও বেশী দিন দেন না—তাই তাঁর একমাত্র পুত্র ইন্দ্রনাথ তিনদিনের জ্বরে ইহলোক ত্যাগ করিল ; বৃদ্ধ পিতার উপর দিয়া গেল তিন বৎসরের পিতৃমাতৃহীনা শিশুকন্যা পূর্ণিমার ভার।

······বিপত্নীক দেবনাথ পূর্ণিমাকে লইয়া বিপদেই পড়িলেন ; কিন্তু তাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল অসাধারণ, স্বয়ং পৌত্রীকে পালন করিতে লাগিলেন।······

পূর্ণিমার বয়স যখন নয় বৎসর, তখন তিনি এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পুত্র সুরোজের হস্তে পূর্ণিমাকে দান করিয়া গৌরীদানের পুণ্য অর্জ্জন করিলেন। যদিও পূর্ণিমার বয়স নয় বৎসর, তথাপি বিংশ বর্ষীয় যুবা সরোজের হস্তে তাহাকে দান করিলেন—কারণ সরোজ তখন কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ও সুপুরুষ। বয়সের তারতম্য দেবনাথ দেখিলেন না ; বুঝিলেন না এই তারতম্য ভবিষ্যতে তাহাকে কত দুঃখ দিবে। বিবাহের পরই সরোজ বাটী হইতে পলায়ন করিল, বলিল—'বৌ তাহার পছন্দ হয় নাই'। নিরুপায় দেবনাথ বাধ্য হইয়া সরোজকে বিলাত পাঠাইবার সমস্ত ব্যয় বহন করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ঘরে ফিরাইয়া আনিলেন এবং কুশণ্ডিকা প্রভৃতি শুভকার্য্য সম্পন্ন করাইলেন।

······দেবনাথ তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন। সরোজ বিলাত গেল। সাত বৎসর রহিল সেখানে, কিন্তু ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিতে পারিল না—ফিরিল একটি পশু হইয়া।

……এদিকে পূর্ণিমার দেহে যৌবন চিহ্ন দিন দিন পরিস্ফুট হইতে লাগিল; রূপে গুণে সত্যই সে হইয়া উঠিল অনুপমা। কিন্তু অদৃষ্ট তাহার মন্দ; স্বামী আসিল, তাহার সহিত দেখাও করিল, কিন্তু সরোজ তাহাকে দিয়া গেল অমানুষিক অত্যাচার আর লাঞ্ছনা।

……পুত্রের মৃত্যুর পর ব্যবসাটী বজায় রাখিবার জন্য দেবনাথ পৌত্রীকে লইয়া কলিকাতাতেই থাকেন। পৌত্রীর সঙ্গিনী নাই, তাই তিনি দুর-আত্মীয়া বাল-বিধবা মাধবী ও তাহার শিশুপুত্র আলোককে গৃহে স্থান দিয়াছেন। পূর্ণিমার যত্নে আলোক আজ ভুলিয়া গিয়াছে যে, সে অনাথ—পিতৃহীন; তাই হইয়া উঠিয়াছে দুরন্ত ও আবদার প্রিয়।

……পূর্ণিমাকে যে দেখে, সে-ই তাহাকে ভালবাসে—কারণ রূপ ও গুণ একাধারে তার শরীরে বর্ত্তমান। কলিকাতায় তার শৈশবের খেলার সাথী ছিল—রমেন্দ্রনাথের পুত্র উৎপল। সে-ও আজ বড় হইয়া উঠিয়াছে, সে-ও আজ সুন্দর যুবা; মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। দেবনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া আসার পর উৎপল প্রায়ই দেবনাথবাবুর বাটীতে যায়। পূর্ণিমার রূপগুণের সে পক্ষপাতী। সে জানিত যে পূর্ণিমা বিবাহিতা, তাহার ধারণা ছিল—তাহার স্বামী নিরুদ্দিষ্ট। হয়তো সেই হইতে পারে তার জীবনের চিরসাথী—অঙ্ক-লক্ষ্মী। উৎপল মনে প্রাণে আজ পূর্ণিমাকে চায়—তজ্জন্য সে সবই করিতে পারে—লোকনিন্দা সে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু লোকের চক্ষে—দেবনাথবাবুর গৃহে যাতায়াতটা কেমন দৃষ্টিকটু হইয়া উঠিয়াছিল—তাই তাহাদের এই মেলামেশাটা হইয়া উঠিয়াছিল—সাধারণের মুখরোচক শ্রুতিমধুর আলোচনার বিষয়।

* * * * *

দেহ ও মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া কে জয়লাভ করিল—সেই পরিচয় দিতেই এই 'দেবী' নাটকের সৃষ্টি।

পরিচয়।

পুরুষগণ।

দেবনাথ	...	কলিকাতা প্রবাসী জমিদার (রাজনগর)।
রমেন্দ্রনাথ	...	ঐ ধনাঢ্য ডাক্তার প্রতিবেশী।
উৎপল	...	রমেন্দ্রনাথের পুত্র (মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র)।
নির্ম্মল	...	উৎপলের বন্ধু।
শৈলজা	...	রমেন্দ্রনাথের ভাগিনেয়।
হরিহর	...	দেবনাথের পুরাতন কর্ম্মচারী।
সরোজ	...	ঐ জামাতা (উচ্ছৃঙ্খল যুবক)।
গজেন্দ্র	...	সরোজের সহকর্ম্মী।
রামরূপ	...	রমেন্দ্রনাথের ভৃত্য।
আলোক	...	মাধবীর পুত্র।

এটর্নী, ডাক্তার, পুলিশ প্রভৃতি।

স্ত্রীগণ।

পূর্ণিমা	...	দেবনাথের পৌত্রী।
উমা	...	উৎপলের মাতা।
মাধবী	...	পূর্ণিমার দূরসম্পর্কীয়া ভগ্নী।
শোভনা	...	নির্ম্মলের ভগ্নী (পরে উৎপলের স্ত্রী)
মিসেস্ বেল্	...	সরোজের বিদেশিনী প্রিয়া।

ভিখারিণী বালিকা।
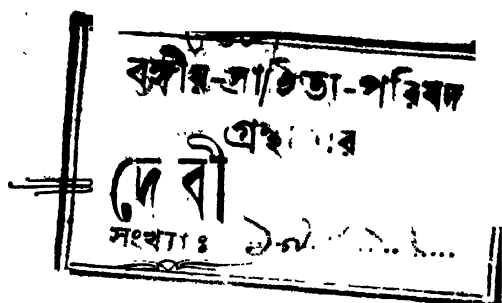
প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[মারাঠা ডিচের পার্শ্বস্থ একটা বৃক্ষতল। সময়—সন্ধ্যার প্রাক্কাল]

[আলো ও আঁধারের তখনও দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। ছিন্ন মলিন বসন পরিহিত একটা যুবক কাহার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান। যুবককে দেখিলে মনে হয়, কোন ভদ্র ঘরের সন্তান, কিন্তু মুখে পাপের ছায়া পরিস্ফুট। যুবক পকেট হইতে একটা শিশি বাহির করিয়া মুখে ঢালিল এবং উহা পকেটে রাখিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া আপন মনে বলিতে লাগিল]

সরোজ। দূর্‌ হোক্‌ ছাই—আপদ গ্যাছে। দিবারাত্র ভ্যান্‌ ভ্যান্‌—আমার বাবা ভালও লাগত' না। যাক্‌—দাদাশ্বশুর ব্যাটা বউকে দিয়ে শেষ কাজটা করিয়েছে। ওঃ—পেটে ধ'রেছিলো—তাতে হ'য়েছে কি? আমার মত রত্নকে যে পেটে ধরে—তার পেটে আগুন জ্বেলে দিতে হয়। আমি বাবা ওসব বুঝিনা—সোজা Eat, Drink and be merry। কিন্তু বাবা—এ সবে যে টাকা চাই—পাই কোথা? মা'র কখানা গয়না ছিল—সেতো বেচে মেরে দেওয়া গেল। বাপ্‌ একটা বাড়ী রেখে গেছলো—তাও পঞ্চ মকারে ফুঁকে দিয়েছি। এখন উপায়? মাঝে মাঝে বউএর গা থেকে দু' একখানা গয়না কেড়ে নিয়ে আসি—তাই মদ আর

Bell এর খরচ চলে কিন্তু বুড়ো দাদাশ্বশুর দারোয়ানদের হুকুম দিয়েছে—সেখানেও গেট closed। কি করা যায়?

[পুনরায় মদ্য পান করিল]

(গজেন্দ্রের প্রবেশ)

গজেন্দ্র। না বাবা—আজ আর কিছু হোলোনা।

সরোজ। না—হোলোনা বৈ কি—ন্যাকাপনা কত্তে হবে না। দে দে বখরা দে—

গজেন্দ্র। বটে, এক পয়সা বাগাতে পারলাম না সারাদিন খেটে—আর তুমি নেবে Share? মামার বাড়ীর আবদার?

সরোজ। তুমি বাবা ওস্তাদ লোক। তুমি কিছু না নিয়ে ফিরেছ, এ কথা আমি বিশ্বাসই করি না।

গজেন্দ্র। যাঃ যাঃ—তুই ফূর্ত্তি করবি, আর আমি ব্যাটা খরচ যোগাব! তোর সঙ্গে আমার কি কথা ছিল? আধা আধি বখরা না? তুই শালা এই ক'দিন আমায় একটা আধলাও দিস্‌নি। যাও না বাবা অত বড়লোক দাদাশ্বশুর—কিছু লুটে আনো না মাণিক।

সরোজ। ভাই, সে ব্যাটার কাছে এক আধলা পাওয়ার উপায় নেই। আগে আগে অনেক লুটেছি, এখন সে ব্যাটা এক Penny ও দেবেনা।

গজেন্দ্র। আগে যেমন ক'রে আদায় করতিস্ এখনও তেম্নি ক'রে কর।

সরোজ। সে আর হ'বার উপায় নেই। তখন তো, বুড়ো আমাকে Jewel ব'লে জান্‌তে পারেনি। তখন কি ক'রে আদায় ক'রেছি শুনবি?

গজেন্দ্র। শুনি—

সরোজ। বউ বাড়ী নিয়ে গিয়েই কুশণ্ডিকা হবার আগেই দিলাম চম্পট। চারিদিকে রেধে গেল হৈ হৈ গোলমাল। কারণ দেখালুম—বউ পছন্দ হয়নি। বুড়ো ব্যাটা এসে আমায় খোসামোদ আরম্ভ

ক'রলে—কড়ার হ'লো এই, যে—আমাকে বিলেত যাওয়া আসা ও তিন বচ্ছর ব্যারিষ্টারী পড়বার সমস্ত খরচ দেবে—তবে আমি বৌ ঘরে নেবো।

গজেন্দ্র। সোণার চাঁদ, তারপর ?

সরোজ। তারপর—আগে পাশপোর্ট এনে—তবে বাড়ী ফিরলাম। | মন্ত্রপাঠ | ফুলশয্যে, নোলকপরা একটা বাচ্চা বউ,—তার সঙ্গে কি পিরীত করা চলে বাবা ? বল্লাম—'খাট থেকে নেমে ব'স্'—সে তাই করলে। আমিও দিব্যি ঘুমুলুম। সকাল বেলা দাদাশ্বশুর এলেন—বৌকে বিদেয় ক'রে বিলেতের ব্যবস্থা করলুম।

গজেন্দ্র। ক'দিন পরে বিলেত গেলি ?

সরোজ। ক'দিন পরেই যাত্রা। বিলেত গিয়ে admission নিলাম Middle Temple এ।

গজেন্দ্র। প্রাক্‌টিস্ কোথায় ?

সরোজ। একজনের Paying Guest হ'য়ে, কিছুদিনের মধ্যে প'ড়লাম এক ধোপানীর প্রেমে। 'অফুরন্ত আনন্দ, খাসা আনন্দ। মাসের মাস টাকা,—চিন্তা নেই, ভাবনা নেই। মদ খাও, প্রেম কর, মজা মার। বার বার ফেল্ ক'রলাম। বুড়ো 'তার' ক'রলে—ফিরে আস্তে—নৈলে টাকা বন্ধ।

গজেন্দ্র। বটে, এমন গুণ তোর—ব্যাটা বুঝলেনা ?

সরোজ। বেল্লিক আর কাকে বলে ! ফিরে এলাম। বুড়ো তার কাছে থাক্‌তে অনুরোধ ক'রলো ; আমি সাফ্ ব'ল্‌লাম—'ঘরজামাই হ'য়ে থাকা পোষাবেনা আমার। তা ছাড়া—বেলকে ফেলি কোথা ! তারপর বুড়ো যেদিন আমায় নেমন্তন্ন ক'রলে—সেদিন একটা বুড় দাও মারলাম।

গজেন্দ্র। অর্থাৎ বুড়ো ঘুমুলে জোর ক'রে স্ত্রীর গা থেকে গয়না খুলে পগার পার, কেমন?

সরোজ। তুই জান্‌লি কি ক'রে মাইরি?

গজেন্দ্র। আমরা দু'জনেই জিনিয়াস্, Chowdhury, অনুমান ক'রে নিলাম।

সরোজ। লক্ষ্মী ভাই, দশটা টাকা দে। Ten chips please। আজ টাকা না নিয়ে গেলে Bell ঢুকতে দেবেনা।

গজেন্দ্র। মাপ কর চাঁদ! আমার দ্বারা কিচ্ছুই হবে না। আমি তো তোমার বোকা দাদাশ্বশুর নই—যে রোজ রোজ টাকা দেবো?

[প্রস্থান]

সরোজ। যাক্, কি করা যায়; শালা তো চ'লে গেল—nothing in the pocket; ট্যাকে তো একটা পয়সাও নেই! না খেয়ে বরং একদিন থাকা যায়—কিন্তু বাবা লালপানি, পেটে না প'ড়লে একদিনও তো বাঁচবো না।

(গান গাহিতে গাহিতে ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকবালার প্রবেশ)

গীত।

রবে যতদিন কণ্ঠেতে সুর
গাহিব তোমার গান—
তোমারে ভাবিব প্রিয়, প্রিয়তম
র'বে যতদিন প্রাণ॥
যাহা দেছ মোরে সবি নাও যদি
করিব না অভিমান,
ব্যথা দাও যদি জানিব হে প্রভু,
তোমার দয়ারি দান॥

শতরূপে সখা বুঝাও যে মোরে
আমার হৃদয়ে তোমার স্থান
ভাষা যে দিয়েছ ভজিতে তোমারে
সুর যে দিয়েছ গাহিতে গান ॥
নাহা কিছু ওগো, সবই যে তব
অমিয়, তোমার প্রেমের টান
মনে ক'রে দিতে দিও এই বুকে
বার বার সখা বজ্রবাণ ॥

ভিক্ষুক। একটা পয়সা দিন্ না হুজুর।

সরোজ। আজ কত রোজগার করলি?

ভিক্ষুক। রোজগার, তিনি যা দিয়েছেন—তাতে আজকের দু'মুঠো ভাত হ'বে।

সরোজ। তবে আবার পয়সা চাচ্ছিস্ কেন?

ভিক্ষুক। বাবা, ভিক্ষাই যে আমার জীবিকা!

[সরোজ সহসা ভিক্ষুকের গণ্ডে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিল, ভিক্ষুক মাটীতে পড়িয়া গেল, সরোজ ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার উপর উঠিয়া বসিল ও তাহার কোমর হইতে পয়সা বাহির করিয়া লইল]

ভিক্ষুক। নিও না বাবা, নিও না। আজ আমরা তিনটা প্রাণী খেতে পাব না।

সরোজ। [পয়সা গুণিয়া] স'এগার আনা। যাক্ এতে আমার মদটা আজ রাতের মতন চ'লে যাবে। [প্রস্থান]

ভিক্ষুক। হা ঈশ্বর! সারাদিন পরিশ্রমের পয়সা, তাও গেল! আমি না হয় উপোস ক'রবো—কিন্তু ছেলেগুলো—

ভিঃ বালা। চল কাকা যাই—দুঃখ ক'রো না ; আজ আমরা খেতে পাবনা বটে, কিন্তু সকলে মিলে দীন-দুঃখীর প্রাণের ঠাকুরকে ডাকতে পাবো তো !

ভিক্ষুক। চল মা—তাই চল। [গাহিতে গাহিতে প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[দেবনাথ বাবুর বাড়ীর সুসজ্জিত কক্ষ, Ladies writing টেবিলের সম্মুখে আলুলায়িতকেশা সুন্দরী পূর্ণিমা বিশেষ মনোযোগের সহিত কি লিখিতেছিল ; এমন সময় বৃদ্ধ দেবনাথ ধীরে ধীরে আসিয়া স্নেহমিশ্রিত কণ্ঠে ডাকিলেন,—]

দেবনাথ। পরি—

পূর্ণিমা। কি দাদু ?

দেবনাথ। পরি, তোকে একটা কথা ব'লবো।

পূর্ণিমা। বেশ তো বলনা দাদু—তোমার কথা শুনতে আমার বেশ লাগে।

দেবনাথ। আজ কিন্তু তোর বেশ লাগবে না পরি !

পূর্ণিমা। তা যদি নাই লাগে, তাতে একটা নূতনত্ব হবে।

দেবনাথ। শোন্ দিদি, আমি ব'লছিলাম কি— [থামিলেন]

পূর্ণিমা। থাম্‌লে কেন দাদু—বলন,—

দেবনাথ। ব'লছিলাম কি—উৎপলের এ বাড়ীতে—

পূর্ণিমা। যাতায়াতটা লোকে বড় ভাল চোখে দেখছে না—না দাদু ?

দেবনাথ। হ্যাঁ দিদি।

পূর্ণিমা। কেন দাদু ?

দেবনাথ। কী জানিস দিদি—সেও এখন কাঁচা খোকাটি নয়, আর তুইও তো পূর্ণিমার চাঁদের মত পূর্ণ হ'য়ে উঠছিস্—তাছাড়া তুই আজ একজনের স্ত্রী—সহধর্ম্মিণী—সেটা ভুলে গেলে তো চ'লবে না দিদি।

পূর্ণিমা। না দাদু—সে কথা আমি মোটেই ভুলিনি। কিন্তু ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে, ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে, তুমি যার হাতে আমাকে তুলে দিয়েছিলে—বিবাহের পরদিন থেকেই তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধই নেই—ভুলেও সে কোন দিন আমায় স্ত্রী ব'লে স্বীকার ক'রতে চায়না। তার কাছে আমি কী এমন অপরাধ করেছিলাম—যার জন্যে সে আমাকে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ভাবে সরিয়ে রেখেছে?

দেবনাথ। তার কথা বলিস্ না দিদি—তুলিস্ না। সে একটা হতভাগা—একটা লম্পট—সমাজের আবর্জ্জনা।

পূর্ণিমা। লম্পট—আবর্জ্জনা—এসব জেনেও—তাকে উপাস্য দেবতা ব'লে ধ্যান ক'রতে হবে—না দাদু?

[দেবনাথ নীরব]

পূর্ণিমা। যে চিরদিন আমার ওপর অত্যাচার, অবিচার ক'রে এল—যে কোন দিন আমার সঙ্গে একটা মিষ্টি কথা পর্য্যন্ত কইলে না—যে চুরি—জুচ্চুরী—ধাপ্পাবাজী সব ক'রতে পারে—তুমি কি বল দাদু, আমি তাকে পূজো ক'রবো? যে তোমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা ক'রেছে, আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা ক'রেছে—সে বিশ্বের সঙ্গে প্রবঞ্চনা ক'রেছে—তাকে কি তুমি বল—অন্ধের মত ভালবাসতে?

দেবনাথ। সবই তো বুঝি দিদি,—কিন্তু সমাজ সমাজকে তো আমায় মেনে চ'লতে হ'বে! লোকের কথা—

পূর্ণিমা। দাদু, এই বিশ্বসংসারে আর কে আছে তোমার—যার জন্যে তুমি সমাজের ভয় ক'রছো?

[দেবনাথ মস্তক নীচু করিলেন]

পূর্ণিমা। শোন দাদু, তোমরা—এই পুরুষ জাত—বোধ হয় আমাদের গরু ভেড়ার চাইতেও নীচু ব'লে মনে কর; তাই তোমাদের

তৈরী সমাজের মান রাখবার জন্য—আমার মত শত শত হতভাগিনি মেয়েদের, বুদ্ধি বিবেচনা ফুটবার আগেই বিবাহের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়ে দাও; আর তাদের বুঝিয়ে দাও—যে পুরুষ প্রভু—আর স্ত্রীলোক দাসী; অতএব পুরুষ, অন্যায় ক'রবে—আর স্ত্রীলোক মুখ বুজে সে অন্যায় সহ্য ক'রবে— না ?

দেবনাথ। কিন্তু দিদি, যে অন্যায় আমি ক'রে ফেলেছি—তাতো আর ফিরবে না। আমার হাতের তীর আজ হাত ছেড়ে বেরিয়ে গ্যাছে—ফেরাবার আর উপায় নেই দিদি।

পূর্ণিমা। বেশ দাদু, আমারও সে তীর ফিরিয়ে আন্‌বার একটুও আগ্রহ নেই। তুমি ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে, এই দেহটাকে যাকে দান ক'রেছিলে—এই দেহ—আমার প্রাণ থাকতে আর কেউ অধিকার ক'রতে পার্‌বেনা। কিন্তু আমার মন—সেটাতো তুমি দান করোনি দাদু! আমার মনে, আমার আত্মায়, আজও আমি স্বাধীন।

দেবনাথ। তোর কথার অর্থ কি পরি ?

পূর্ণিমা। এর অর্থ এই—আমার দেহ নিয়ে যদি আমায় বিচার ক'রতে চাও, তবে সীতা, সতী, সাবিত্রীর মতই আমি সতী। আর মন দিয়ে যদি আমার সতীত্বের ওজন কর—তাহ'লে—

দেবনাথ। অর্থাৎ তুমি উৎপলকে—

পূর্ণিমা। হ্যাঁ দাদু, আমি তাকে ভালবাসি, ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি। তোমার কাছে এ কথা স্বীকার ক'র্ত্তে আমি এতটুকুও লজ্জা বোধ ক'রছিনা।

দেবনাথ। দিদি, শাস্ত্রে বলে, "ঘৃতকুম্ভসমানারী, তপ্তাঙ্গারঃ সম পুমান্"। তোমার মনের জোর কতদিন থাকবে দিদি ?

পূর্ণিমা। থাকবে দাদু থাকবে। হিন্দুর মেয়ে আমি; সতীর দেশে, সতীর গর্ভে জন্ম আমার—শত উৎপল একত্র হ'লেও, আমার দৈহিক সতীত্ব চিরদিনই নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল ও পবিত্র থাকবেই।

দেবনাথ। ভাল, দেখা যাবে। ইহলোক বা পরলোকে যেখানেই থাকি না কেন—আমার চোখ তুই এড়িয়ে যেতে পারবি না পরি!

পূর্ণিমা। তোমার চোখ এড়িয়ে যেতে, পরি তোমার, কোন দিনই চেষ্টা ক'রবে না দাদু।

[উভয়েই নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিছুক্ষণ পরেই পরি ফিরিল]

পূর্ণিমা। লোকে বলে—লোকের কি? তারা ছাখে শুধু বাইরেটা। মানুষের দুঃখ কষ্ট, বাইরে থেকে দেখ্তে পেলে লোকে বোঝে—কিন্তু ভিতরের কোন খবরই তারা নেয় না—নেওয়ার দরকারই মনে করে না। অন্তরের ব্যথা, অন্তরে চেপে রেখে—আমায় এই পৃথিবীতে বাস ক'রতে হয়—লোকে তার কোন খবরই রাখে না। অথচ, না জেনে—না শুনে, তারা নিন্দে ক'রবেই—আর আমাকে সহ্য ক'রতেই হবে।

(উৎপলের প্রবেশ)

[ঘর্ম্মাক্ত দেহ। তখনও মুখখানা রৌদ্রতপ্ত ও লাল হইয়াছিল। হস্তে একটা নোট বুক]

উৎপল। পরি—দাদু আফিস চ'লে গ্যাছেন?

পূর্ণিমা। [বিস্মিত হইয়া] গ্যাছেন। কিন্তু তুমি—তুমি এখন যে? কলেজে যাও নি?

উৎপল। গিয়েছিলুম পরি; কিন্তু কিছুতেই ক্লাসে মন ব'সলো না—তাই তোমার কাছে চ'লে এলাম।—উঃ কি রোদ্দুর!

পূর্ণিমা। তা' হ'লে বল, ক্লাস পালিয়ে এসেছো?

উৎপল। হ্যাঁ, কি ক'রব ; তোমায় মনে প'ড়ে গেল,—কিছুতেই মন ব'সলো না।

পূর্ণিমা। কিন্তু আমি এ কথা শুনে একটুও সুখী হ'লাম না উৎপল ; তুমি তোমার কলেজে ফিরে যাও।

উৎপল। বেশ যাচ্ছি ; কিন্তু তুমি আমায় মোটেই ভালবাস না পরি !

পূর্ণিমা। ভালবাসা কথাটার মানে কি, বল্‌তে পার উৎপল ? তার পর উত্তর দেবো—আমি তোমায় ভালবাসি কি না।

[উৎপল বসিল, রুমাল বাহির করিয়া বার বার মুখ মুছিল]

উৎপল। ও এই কথা ! তুমি মনে ক'রেছ আমি জানি না ? ভালবাসা মানে—প্রেম, Love, Union of mind & it is a silken thread that ties two mind—আর কি বলে—

[মাথা চুলকাইতে লাগিল]

পূর্ণিমা। তুমি ছাই জান। মাত্র জান কেবল দু' চারটে ইংরাজী গৎ। শোন উৎপল—প্রেম মানে, মোহ নয়—আত্মবিস্মৃতি নয়—লালসা নয়। সে যাকে ভালবাসে—সে, তার ক্ষতি, কিছুতেই ক'রতে পারে না। নিজের সুখ, নিজের তৃপ্তির জন্য যে তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়ে তোমার সঙ্গ চায় —সে নিশ্চয়ই তোমায় ভালবাসে না। উৎপল ! তুমি কিছুতেই তোমার পড়াশুনার ক্ষতি ক'রে আমার কাছে আস্‌তে পাবে না।

উৎপল। আজও কি আমায় ফিরে যেতে হবে পরি ! এতটা এই দুপুর রোদ্দুরে এসে—আর যেন চ'ল্‌তে পাচ্ছি না। লক্ষ্মীটি, আজ আর আমায় ফিরে যেতে ব'লনা।

পূর্ণিমা। তোমার সব বই-ই আমার কাছে আছে।

উৎপল। আমার বই ?

পূর্ণিমা। হ্যাঁ, আমি কাকাকে দিয়ে কিনে আনিয়েছি। ঐ ঘরে ব'সে, একলাটি প'ড়তে হবে।

উৎপল। একলাটী!

পূর্ণিমা। হ্যাঁ, একলাটী—একটু জলখাবার নিয়ে আসি, খেয়েই প'ড়া সুরু ক'রবে।

[পূর্ণিমা চলিয়া গেল, উৎপল হতাশভাবে কৌচে বসিয়া পড়িল]

তৃতীয় দৃশ্য।

[রমেন্দ্রনাথের কক্ষ। সময়—প্রাতঃকাল। রমেন্দ্রনাথ একটা ইজি চেয়ারে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন; সম্মুখে একটি ছোট টেবিল ও পার্শ্বে দু'খানি চেয়ার। ভৃত্য রামরূপ অতি সন্তর্পণে একটি চায়ের পেয়ালা টেবিলের উপর রাখিল। রমেন এক চুমুক চা পান করিয়া]

রমেন। যা দু'খানা বিস্কুট আন্‌তো।

রামরূপ। এজ্ঞে বাবু মশায়

[দ্রুত বাহির হইয়া গেল এবং দুইটী বিস্কুট লইয়া রমেন্দ্রের নিকটে লইয়া বলিল]

রামরূপ। বিছ্‌কুট আনা ক'রেছি বাবু মশয়।

রমেন। হতভাগা কোথাকার! হাতে ক'রে কে আনতে ব'লেছে তোকে?

রামরূপ। এজ্ঞে, তবে কেমোন ক'রে আনা ক'রবো বলেন।

রমেন। কেমন ক'রে আনা ক'রবে? শোন্—আমি যখন তোকে কিছু আনতে ব'লবো, তখনই রেকাবী বা Tray ক'রে আনবি, বুঝ্‌লি?

রামরূপ। এজ্ঞে বাবু মশয়।

রমেন। আচ্ছা যা,—হ্যাঁ, গরু দু'টোর যত্ন ক'রছিস্‌ তো?

রামরূপ। এজ্ঞে মশয়, কি যে বল্যেন; গরুর যত্ন ক'রবো না তো কি ক'রবো? চাষা ভূষো মানুষ—গরুতেই আমাদের জন্ম, গরুই আমাগোর প্যান্।

[শৈলজার প্রবেশ ও রমেনের পদধূলি গ্রহণ]

রমেন। এস শৈল। [রামরূপের দিকে ফিরিয়া] যা তো—আমার জুতো জোড়া নিয়ে আয়। [রামরূপের প্রস্থান]

ব্যাপার কি শৈল? এত মোরোজ কেন? কি হ'য়েছে?

শৈলজা। মামা বাবু. একটা কথা—আজ ক'দিন থেকেই আপনাকে জানাবো ব'লে স্থির করেছি,—কিন্তু সুবিধে পাচ্ছিনা।

রমেন। বেশ তো বল না। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মত, তুমি বলবে— (রামরূপের একটী থালায় জুতা লইয়া প্রবেশ)

শৈলজা। ও কিরে? থালার ওপর জুতো কেন?

রমেন। থালাতে জুতো!! হতভাগা—

রামরূপ। রাগ করা ক'রছেন কেনে বাবুমশয়। আপুনি তো বলা ক'রেছেন, যে, যখনই মোর তরে কিছু আনা করবি—তখনই একাবীতেই আন্‌বি।

রমেন। আমি বুঝি তোকে জুতো রেকাবী ক'রে আন্‌তে ব'লেছি?

রামরূপ। এজ্ঞে বাবু মশয়, জানেন-ই তো—আমি সাদ্দা-সিদ্দা নোক।

রমেন। [জুতা পরিতে পরিতে] গাধা উল্লুক! ফেলে দিগে যা থালাটা।

[রামরূপের প্রস্থান]

রমেন। দেখলে, কি গরু। থালায় জুতো আনা,—যাক্—বল কি ব'লবে।

শৈলজা। আজ্ঞে, আজ্ঞে কথাটা ব'লবো কি না ভাবছি; কারণ, কথাটাতে আপনার একটু ব্যথা লাগতে পারে।

রমেন। তা হোক্, তুমি বল।

শৈলজা। আজ্ঞে—উৎপল আমার ভাই। তার অমঙ্গল হ'লে আমার বড়ই—

রমেন। সে কথা আর বল্‌তে? উৎপলের কি হ'য়েছে? কোন অসুখ বিসুখ ক'রেছে নাকি?

শৈলজা। আজ্ঞে হ্যাঁ,—না, না—অসুখ, দৈহিক না হ'লেও—মানসিক বটে।

রমেন। দেখ, আমাকে যা ব'লবে—সোজাসুজী বল। ভণিতা ক'রোনা।

শৈলজা। আজ্ঞে। আপনি যখন অনুমতি দিচ্ছেন—তখন ব'লতেই হবে।

রমেন। বেশ, বল।

শৈলজা। আজ্ঞে এই আমাদের পাড়ার—দেবনাথ বাবুকে জানেন তো? তিনি লোক বড় সুবিধের নন্।

রমেন। কে বল্লে তোমাকে? তিনি অতি ভাল লোক ব'লেই ত' আমি জানি। যাক্—ব'লে যাও।

শৈলজা। আজ্ঞে—তিনি যে ভাল লোক নন্—তা নিজেই বুঝতে পার্‌বেন। একটু ধৈর্য্য ধ'রে শুনুন—তারপর বিচার ক'র্‌বেন মামাবাবু।

রমেন। আচ্ছা বল।

শৈলজা। আজ্ঞে, তার একটী যুবতী পৌত্রী আছে; তার স্বামী তাকে নেয় না—

রমেন। কেন, তার অপরাধ?

শৈলজা। দেখুন মামাবাবু, পরনিন্দা জিনিসটা—আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি; তবে এ ক্ষেত্রে যখন, উৎপলের ভাল মন্দ নিয়ে কথা—তখন বাধ্য হ'য়েই আমায় ব'লতে হ'চ্ছে—যে, ওই মেয়েটীর স্বভাব

মোটেই ভাল নয়—অর্থাৎ অতি জঘন্য ; তাই তার স্বামী ওকে ত্যাগ ক'রেছে।

রমেন। চুলোয় যাক্। কার স্বভাব ভাল, কার স্বভাব মন্দ—এ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই।

শৈলজা। আজ্ঞে—এ ক্ষেত্রে আপনাকে একটু কষ্ট ক'রে মাথা ঘামাতেই হবে মামাবাবু।

রমেন। আচ্ছা বল।

শৈলজা। আজ্ঞে, আজকাল উৎপল রোজই ওই বাড়ীতে গিয়ে তিন চার ঘণ্টা থাকে।

রমেন। হুঁ।

শৈলজা। ওই মেয়েটার সঙ্গে আজকাল তার ভারী প্রে—অর্থাৎ বন্ধুত্ব। রাত দশটার আগে বাড়ীই ফেরে না।

রমেন। রামরূপ, রামরূপ—

(রামরূপের প্রবেশ)

রামরূপ। এজ্ঞে বাবু মশয়—

রমেন। গিন্নীকে ডাক্ তো।

রামরূপ। এজ্ঞে বাবু মশয়। [প্রস্থান]

রমেন। তুমি জান্‌লে কি ক'রে যে উৎপল এতটা এগিয়েছে ? তার কোন প্রমাণ পেয়েছো ?

শৈলজা। আজ্ঞে মামাবাবু, রোদ উঠলেই বুঝতে হয় সূর্য্য উঠেছে। জল পড়লে বুঝতে হয়—মেঘ হ'য়েছে ; ধোঁয়া দেখলেই বুঝতে হবে—আগুন নীচে আছেই। আজ্ঞে—মামীমা আসছেন—আমি আসি—আমার একটা বড় জরুরী কাজ আছে মামাবাবু।

[পদধূলি গ্রহণ ও প্রস্থান]

রমেন। শৈল না ব'ল্লে—একি সত্য! কে জানে? যাক্—গিন্নিকে বলি— (উমা দেবীর প্রবেশ)

উমা। আমায় ডেকেছো?

রমেন। হ্যাঁ। শোন—ব'সো। তোমার কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তি শুনেছ?

| উমা বসিলেন ও বিস্মিত হইয়া বলিলেন |

উমা। না—কি ক'রেছে সে?

রমেন। এই দেবেন বাবুর নাতনীটিকে জানতো? সে একটা—কি বলে—

উমা। সে কি? কি জান তুমি তার সম্বন্ধে, যে, যা তা ব'লতে যাচ্ছ?

রমেন। আমি আবার জান্‌বো কি! সবাই জানে যে তার স্বামী তাকে নেয়না। সে একটা—

উমা। দেখ, তার স্বামী তাকে নেয় না, এই যদি তার অপরাধ হয়, আর এর জন্যে তুমি যদি তার দোষ দাও—তবে আমি ব'লবো—তাকে ঘরে না নেওয়াটাও তার স্বামীর অপরাধ।

রমেন। যাক্—তার অপরাধ, কি তার স্বামীর অপরাধ—তা নিয়ে তর্ক ক'রে আমার লাভ নেই। এখন কথা হ'চ্ছে—সে যুবতী; সে সুন্দরী; সে একটা আগুনের ফুল্‌কি। তার কাছে তোমার ছেলে গিয়ে রোজ আড্ডা মারে কেন?

উমা। আচ্ছা ছেলেকে জিজ্ঞাসা ক'রবো এখন।

রমেন। না না, তুমি আদর দিয়ে দিয়ে উৎপলের মাথা একেবারে খেয়েছ। তাকে বিশেষ শাসন দরকার।

উমা। তা ত বটেই; আমি মাথা খাচ্ছি—আর তুমি অকারণ শাসন ক'রে তাকে স্বর্গে তুলছ—না? এই সব বাজে কথা তোমাকে কে ব'লেছে শুনি?

রমেন। শৈল ব'লেছে। সে উৎপলকে খুব ভালবাসে। সে মিথ্যা ব'লবে না।

উমা। ভাল, তোমার শৈলকে ব'লো, যে উৎপলের শুভানুধ্যায়িনী মা, আজও বেঁচে আছে। অতএব উৎপলের শুভকামনা থেকে সে যেন কিছুদিন বিরত থাকে।

রমেন। তা না হয় ব'লবো। কিন্তু তোমার ছেলে যে এতবড় অপরাধ ক'র্‌ছে তার কি ?

উমা। সে যদি অপরাধ ক'রে থাকে—তাকে শাস্তি দিতে তোমার চেয়েও আমি কম কঠোর হবো না। আর মনে রেখো, উৎপল আর শিশুটি নেই—তাকে শোধ্‌রান শক্ত নয়।

রমেন। বেশ, তোমায় তিন দিনের সময় দিলাম। সে যদি ওখানে যাওয়া বন্ধ না করে—আমার বাড়ীতে তার স্থান হবে না।

উমা। বেশ তো, আমিও কুপুত্রকে ঘরে স্থান দিতে একদিনের জন্যও অনুরোধ ক'রবো না। [উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

[স্থান—দেবনাথবাবুর প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান। সময়—সন্ধ্যা। দেবনাথ ও হরিহর বেড়াইতে বেড়াইতে প্রবেশ করিলেন।]

হরিহর। বাবু, আজ এত বিমর্ষ কেন ?

দেবনাথ। কি জানি হরিহর, আজ যেন মনটা আমার অতীত কালের দিকে ফিরে গ্যাছে ; কেন ব'লতে পার ?

হরিহর। ছোট বাবুকে মনে প'ড়েছে বুঝি বাবু ?

দেবনাথ। থাক্ হরিহর—তার কথা আর কেন! যে গ্যাছে সেতো আর ফিরবে না! যিনি তাঁকে পঠিয়েছিলেন—তিনিই ডেকে নিয়েছেন। তার কথা ভেবে, শোক ক'রে লাভ কি হরিহর ?

হরিহর। তা বটে বাবু—(চক্ষু মুছিয়া) বাবু—

দেবনাথ। কি হরিহর?

হরিহর। বাবু, আমার মা'র কথা ভাবলে যে চোখে জল রাখতে পারি না বাবু; অমন সোণার প্রতিমা—তার কপালেও এই ছিল!

দেবনাথ। সে তার অদৃষ্ট, উপায় নেই। তিনি যাকে যে ভাবে চালাবেন—সে তেমনিই চ'ল্‌বে। তাঁর রচিত পথ ছেড়ে একটুও বাইরে যেতে পারবে না।

হরিহর। কিন্তু মা আমার, কী এমন অপরাধ ক'রেছিল যে—

দেবনাথ। হয়তো ক'রেছিল, তা না হ'লে এত কষ্ট পাবে কেন? তবু হরিহর, আমি বিশ্বাস করি—তাঁর রাজত্বে অবিচার হয় না। কখনও কোন দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে—একটা আলোক মণ্ডিত শুভ সত্য এসে উপস্থিত হবে—তা কে জানে?

হরিহর। বাবু, ভগবানের দেওয়া এত শাস্তি পেয়েও—আপনার বিশ্বাস ক'মলো না—আশ্চর্য্য!

দেবনাথ। হরিহর! যদি কোন দিন আমার জন্যে কোন প্রার্থনা কর, তবে এই প্রার্থনা ক'রো—যেন আমি তাঁর প্রতি বিশ্বাস না হারাই।

(রমেন্দ্রনাথের প্রবেশ)

রমেন্দ্র। নমস্কার, দেবনাথ বাবু না?

দেবনাথ। নমস্কার, কে—রমেন বাবু—ভালত'? বাড়ীর সব মঙ্গল?

রমেন। হ্যাঁ। দেখুন দেবনাথ বাবু, আমার ছেলে—

দেবনাথ। আজ্ঞে প্রায় রোজই তার সঙ্গে আমার দেখা হয়; বেশ ছেলে—বড় ভাল ছেলে।

রমেন। কিন্তু তাকে আর আপনারা ভাল থাক্‌তে দিচ্ছেন কই?

দেবনাথ। কেন? কেন রমেন বাবু? আমরা কি তার কোন ক্ষতি ক'রেছি?

রমেন। মানুষে মানুষের যতটা ক্ষতি ক'রতে পারে—তাই ক'রেছেন। আবার ব'লছেন "কি ক্ষতি ক'রেছি" ?

দেবনাথ। দেখুন, আপনি কি ব'লছেন—আমি ঠিক হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পাচ্ছি না।

রমেন। না, তা পারবেন কেন ? আপনার এই হতভাগা নাতনীটিকে দিয়ে—

দেবনাথ। [বিলক্ষণ বিচলিত হইয়া] রমেন বাবু—আপনি প্রকৃত অবস্থায় আছেন ব'লে আমার মনে হ'চ্ছে না। আপনি একটু ভেবে কথা ব'লবেন।

রমেন। আমি খুব ভেবেছি; আমার এই ছেলেটাকে, আপনার ওই—ওই স্বামী পরিত্যক্তা নাতনীটার সঙ্গে জমিয়ে দিয়ে, তার ইহকাল, পরকাল—দুই-ই মাটী ক'রছেন—আর ব'লছেন ভেবে কথা ব'লব। আপনাদের আমি ব'লে দিচ্ছি মশাই—আমার ছেলেকে আপনাদের ফাঁদ থেকে শীঘ্রই মুক্ত ক'রবো।

দেবনাথ। বেশ তো রমেন বাবু, তাই করুন। সে ভাল হোক, সে সুখী হোক, বড় হোক, আমরা দূর থেকেই দেখবো। তার অনিষ্ট ক'রবার আগ্রহ আমাদের একটুও নেই।

রমেন। দেখুন, আপনাদের ওই মিষ্ট কথায় উৎপলের মত নব্য যুবকরা ভুলতে পারে—কিন্তু আমার বয়েস অনেক হ'য়েছে, বুঝলেন দেবনাথ বাবু !

দেবনাথ। তবুতো—আপনি আমার পুত্রের বয়সী—তাই আপনাকে দু'একটা কথা না ব'লে থাকতে পারছি না। রমেন বাবু! আপনি যদি সংযমী হন—তবে আপনার ছেলেও সংযমী হ'বে ; আর আপনার যদি নিজের সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে—তবে আপনি আপনার ছেলের সম্বন্ধেও সন্দেহ করুন—কারণ আমগাছে কাঁঠাল হয় না—রাতে

কখনও সূর্য্য ওঠে না—বুঝলেন? আমি আমার নাত্নী সম্বন্ধে একটুও সন্দেহ করি না—কারণ আমি কোন দিন পাপ বোধ হয় করিনি। আমার স্বর্গীয় পুত্র সম্বন্ধে আমার ধারণা—সে দেবতা ছিল; তার সন্তান—তার কন্যা সে; না রমেন বাবু—সে পাপ ক'রবে না।

রমেন। বেশ, আপনার কথাই মানলুম—কিন্তু দয়া ক'রে আমার ছেলেকে আপনার বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেবেন না—এ উপকারটুকু বোধ হয় আপনার কাছে আশা ক'রতে পারি?

দেবনাথ। না—আপনি এ আশা ক'রবেন না। সে যদি আমার বাড়ীতে আসে—আমি কোনদিনই তাকে আস্‌তে বারণ ক'রবো না।

হরিহর। ম'শাই, এ ভারটা ত' আপনি নিজেই নিতে পারেন। আপনার ছেলে—আপনি তাকে বারণ ক'রে দিন না—সে আর আস্‌বে না।

রমেন। বেশ, তাই ক'রবো। হ্যাঁ দেখুন—পুত্রের অকল্যাণ ভয়ে আমি—: তা—তা—

দেবনাথ। স্নেহ সর্ব্বদাই বিপদের আশঙ্কা করে; আপনার আর দোষ কি? তবে একটা কথা—আমার নাত্নী সম্বন্ধে আপনার ধারণা একদিন বদ্‌লে যাবে এ আমি জোর গলায় ব'ল্‌তে পারি। তখন বুঝবেন্—যে তার সঙ্গে আলাপ ক'রে আপনার ছেলে মনুষ্যত্ব হারায়নি—মনুষ্যত্ব অর্জ্জন ক'রেছে।

রমেন। [স্বগত] দূর হোক্ ছাই—যাওয়া যাক্। [প্রকাশ্যে] নমস্কার।

[প্রস্থান]

হরিহর। বাবু, বাবু আপনি যদি না থাকতেন—আমি ওর মাথা গুঁড়ো ক'রে দিতাম।

দেবনাথ। তিনি আমাদের সহ্য ক'রতেই এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, সহ্য ক'রতেই হবে হরিহর—সহ্য ক'রতেই হবে। চল, বাবাজী ভিতরে চল—তাঁর নাম করা যাক্।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

[সরোজের বিদেশিনী প্রিয়া—মিসেস্ বেলের কক্ষ। ঘরটী সুরুচিসঙ্গত আস্‌বাবে পূর্ণ; কিন্তু পুরাতন ও হতশ্রী। একটি টেবিলে খাইবার সরঞ্জাম সজ্জিত করিতে করিতে বেল্ বলিল,]

বেল্। Who knew that he is a bankrupt and ship-wrecked brute ? I thought, I would live happily with him. My ill fate dragged me here in India to suffer and suffer.

O ! what to do ! how to manage with him, how to put him right.

(টলিতে টলিতে সরোজের প্রবেশ)

সরোজ। এ Bell Dear—where are you ? নিয়ে এস madam কি ছাই ভস্ম আছে—দু'টো গিলেনি।

বেল্। টুমি এ:টা রাত পোর্‌সোণ্টো গিলে কোঠা ? গিল্‌বে টো—কিন্‌টু গিলিবার আয়োজন করিয়াস টো ?

সরোজ। Hang your আয়োজন—বক্ বক্ ক'রোনা চাঁদ—যা আছে নিয়ে এস—পেট বাপান্ত ক'রছে—

বেল্। What's that to me ? টুমি একটা পয়সা রোজগার করিবে না—আর হামি টোমাকে খাইয়াবে—ভারী টামাসা টো !

সরোজ। Nonsense, খেতে দিবি কিনা সাফ্ বল্—

বেল্। খাবার কি grave yard হইটে আনিবে ? একটু পরিজ আসে—টাই খাইটে পারে।

সরোজ। তাই দাও—আর পারি না—awefully hungry.

[বেল্ জাগ্ হইতে পরিজ ঢালিয়া প্লেট্এ দিল—সরোজ দুই হাতে প্লেট তুলিয়া এক নিঃশ্বাসে পান করিল। পরে জলপান করিয়া বলিল]

সরোজ। এই—আর কিছু নেই? তোকে যে ব'লেছিলাম Bacon আর Stew ক'রতে—শোনা হয়নি?

বেল্। এ সব হইবে কেমোন করিয়া, বলিটে পার? আজ মাসের সাটাইশ টারিখ; হামার বেটন পাইটে টো পাঁচ ডিবস ডেরী আসে। টুমি টো প'নের ডিনের মড্ডে একটা penny ডিলে নাই—হইবে কোঠা হইটে? সবই যডি ভাটিখানায় ডিবে, খাইবে কি?

সরোজ। Shut up শয়তানী—বেশী কথা ব'ল্‌বিত' জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দোব—তোর জন্য আমায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রতে হ'য়েছে—তোর—

বেল। Shut up liar, কোন রাজপুট্টর ছিলে টুমি—যে হামার জন্য সব ট্যাগ করিয়াসে? টুমি একটা Rogue, scoundrel, satan. কঠা বলিতে সরম আসে না টুমার? সাডি করিয়াসিলে—আর খাইটে ডিটে পারে না?

সরোজ। বটে! শয়তানি—ধোপানী—তুই শালী ধোপার মেয়ে, তোকে কি consort ক'রে নেবে কোন রাজপুত্তর, না Lord এর ছেলে? ফের যদি কথা ক'বি ত' মুখ দিয়ে রক্ত তুলে দেব...বুঝলি?

[বেল্ দ্রুত বাহিরে গেল ও একটি চামড়ার বেল্ট হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল,]

বেল্। ডেখো সরোজ, টোমাকে আমি শেষ ব'লিটেসি—যডি হামার বাপ টুলিয়াস ত' টুমার পিঠে এই belt ভি হামি ছিড়িয়াসি। ভাল কঠা শুনো—হামি টোমার বাঙালী বহু নাই—কি গালি গালাজ শুনবে আর খুসামুড ক'রবে। Our policy is tit for tat.

সরোজ। বটে শয়তানী, আমাকে চেন না? ও লাল মুখের মায়া আমার নেই—কালই divorce ক'রবো তোকে—তখন যে ভিক্ষে মাগ্‌তে হবে। চুনো গলিতে দাঁড়াতে হবে—জানিস্?

বেল্। Yes, I know what to do. হামি বদি prostitution করে—তব্‌ভি আচ্ছা। টোমার মটো একটা untamed beastকে লইয়া ঘর করা হইটে অনেক বালো।

সরোজ। ফের গালাগাল-বেরো—get out—clear off; নয়তো মেরে ফেলবো তোকে—

বেল্। ডেখো সরোজ, বডি মার না খাইটে চাও—I say clear out at once—নহিলে I know how to tame a brute like you. [Belt লইয়া ৩।৪ বার টেবিলে প্রহার করিল]

সরোজ। বটে? Good night.

ষষ্ঠ দৃশ্য

[দেবনাথের কক্ষ। দেবনাথের টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পূর্ণিমা লিখিতেছে। পশ্চাতে মাধবী দণ্ডায়মান]

মাধবী। কি লিখছিস্ ভাই?

পূর্ণিমা। কবিতা।

মাধবী। কবিতা! বটে—দেখি—[কাগজখানি টানিয়া লইতে চেষ্টা করিল].

পূর্ণিমা। ছিঁড়ে যাবে যে ভাই। আমি পড়ি, শোন্।

মাধবী। বেশ পড়্, কিন্তু কার উদ্দেশ্যে লেখা হ'ল?

পূর্ণিমা। শুন্‌লেই বুঝতে পার্‌বি [কবিতা পাঠ]

সহসা আলোক ঝলক লাগিয়া
ধাঁধিয়া গিয়াছে নয়ন মোর।
ক্রন্দন উঠে বুকে গুমরিয়া
হেরি চারিদিকে আঁধার ঘোর॥
চারিদিকে পথ—তবু নাহি পথ
সে যে, পশ্চাৎ হ'তে টানে।
সে ব্যাকুল ডাকে—প্রাণ কেঁদে ওঠে
ছুটে চলি হায় মরণ পানে॥
বায়ু কেঁদে কয়—'নাহিরে মরণ'
আকাশ কহিছে 'কেঁদনা বালা'।
কি হেরিছ পিছে, অগ্নি কহিছে
সহিতে হইবে দহন জ্বালা॥
তাই হো'ক্ প্রভু, ইচ্ছা তোমার
পূর্ণ হউক জীবন মম।
শোধিয়া অনলে দাসীরে তোমার,
নিষ্পাপ কর হে প্রিয়তম॥

মাধবী। ওঃ বুঝেছি—

পূর্ণিমা। কি বুঝলি?

মাধবী। তোর কবিতার অর্থ খুব সহজ—সরল—চমৎকার, না ভাই?

পূর্ণিমা। তোর মুণ্ডু, বল্‌তো কি বুঝেছিস্?

মাধবী। মানে এটা হচ্ছে—উৎপল বাবুর প্রেমের আলো—তাই লেগে তোর নয়ন ঝ'লসে গে'ছে—না?

পূর্ণিমা। না ভাই মাধবী, তুই ভারী বোকা। এটা হচ্ছে—পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে লেখা—বুঝলি? তাঁর দেওয়া নিরাশ হৃদয়ের মাঝে প্রেমের

তীব্র আলো; তাঁর সেই তীব্র আলোতে, সত্যি, মানুষের চোখ ধেঁধে যায়—যায় না ভাই? যাদের সেই আলো সহ্য ক'রবার উপায় আছে, শক্তি আছে, সাহস আছে—তাদের ত' চোখ ঝ'ল্‌সে যাবে না;—যাবে তাদের—যারা সমাজের তীব্র শাসনে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা, বুঝলি? তাদের আছে দুটী পথ—একটি সোজাসুজি লজ্জা, সরম, মান, অভিমান—সব ভাসিয়ে দিয়ে পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়া—আর একটি সংযম, সহ্য দিয়ে নিজেকে বেঁধে আগুনের ভীষণ উত্তাপ মুখ বুজে সহ্য করা—বুঝেছিস্?

মাধবী। সবই বুঝলাম। কবিতার সঙ্গে সঙ্গে, তোর মনের অবস্থাও বুঝলুম। আচ্ছা ভাই, তুই তাকে খুব ভালবাসিস্—না?

পূর্ণিমা। বাসি। বন্ধু যেমন বন্ধুকে ভালবাসে, স্ত্রী যেমন স্বামীকে ভালবাসে, ভক্ত যেমন ঈশ্বরকে ভালবাসে—আমি তাকে তেমনি ভালবাসি মাধবি।

মাধবী। আচ্ছা তাই যদি—তবে তুই নিজেকে এত দূরে সরিয়ে রাখ্‌তে চাস্ কেন?

পূর্ণিমা। কেন? কারণ—আমার এই দেহটার ওপর কোন অধিকার আমার নেই। এই দেহটাকে আমার দাদু, বিবাহের দিনই, আর একজনকে দান ক'রেছেন। তার ওপর কোন অধিকার আমার নেই; রাখতে চাইও না।

মাধবী। দেখ্ পরি, তোর মত দুঃখী—বোধ হয় জগতে দুটী নেই। আমার স্বামী স্বর্গে গ্যাছেন—তার ফেরবার উপায় নেই—তাই আমি মনকে সান্ত্বনা দিতে পারি। আর তোর সব থেকেও কিছু নেই।

পূর্ণিমা। কে ব'ল্লে নেই; তুই কি মনে করিস্—এই দেহটাই আমার সব। নারে, এটা নিতান্ত নশ্বর—নিতান্ত তুচ্ছ। মনে আমি

খুবই সুখী। মানুষ যা চায়, তা আমি এত পেয়েছি—যে এই দেহটার সুখ দুঃখকে আমি অতি তুচ্ছ মনে করি।

মাধবী। তুই চিরদিনই আমার চোখে একটা প্রহেলিকা হ'য়েই রইলি পরি!

পূর্ণিমা। কিন্তু এমন দিন আস্‌বে মাধবী, যেদিন আমি তোর চোখে শুভ্র, শান্ত, পূর্ণিমার মত পবিত্র ও সত্য হ'য়ে উঠবো। সেদিন আস্‌বে রে—আস্‌বেই।

(আলোক একটি কাঠের ঘোড়া টানিতে টানিতে প্রবেশ করিল)

আলোক। মাসীমা, মাসীমা—আমি একটা ব্যাট্ নেবো, আর একটা বল্—

মাধবী। না তোকে নিয়ে পারা গেল না। জ্যেঠা ম'শাই আর দিদি আদর দিয়ে দয়ে তোকে এমন ক'রেছেন, যে দু'দিন বাদে তুই হয়ত' বল্‌বি যে আমাকে ঐ আকাশের চাঁদ ধ'রে দাও।

পূর্ণিমা। আলোক, তুমি আমার কাছে এস তো বাবা। তুমি যা চাইবে সব দোব। সেই গানটা গাও তো?

আলোক। কোন্ গানটা মাসীমা?

পূর্ণিমা। সেই যে গানটা, রেডিওতে দেবে?

আলোক। ওঃ সেই গানটা—আচ্ছা ব'সো; ফুলদিকে ডেকে আনি—তারপর দু'জনে গাইবো কেমন?

পূর্ণিমা। আচ্ছা বেশ—

[আলোকের দ্রুত প্রস্থান ও টানিতে টানিতে ফুলরাণীকে লইয়া প্রবেশ করিল]

আলোক। আয় না দিদি,—লজ্জা ক'রছিস্ কেন? মাসীমা গান শুনলে তোকে কত খেলনা দেবে—আর আমায় দেবে ব্যাট্ আর বল্।

পূর্ণিমা। গাও তো ফুলরাণি সেই গানটা, যে গানটা শিখিয়েছ আমার আলোককে।

ফুলরাণী। বেশ, আরম্ভ কর আলোক—

আলোক। Calcutta calling, Calcutta calling—আজ বিখ্যাত গায়ক সাইগল্ আস্‌তে পারেননি—তাই আজ আপনাদের গান শোনাবেন অবিখ্যাত গায়ক-গায়িকা মাষ্টার আলোক ও ফুলরাণী।

[গান আরম্ভ করিল]

গীত।

কত রাত্রি গ্যাছে কেটে,
তোমার আসার আশে।
কুঞ্জ কুটীরে থেমেছে কোকিল,
চাঁদ আজ নাহি হাসে—
(আর) চাঁদ নাহি নভে ভাসে॥

নয়ন সলিলে যমুনার জলে
হ'য়ে গ্যাছে একাকার;
(ওরে) ভূমিতে লুটায় বনফুল মালা
রাধার মুকুতা হার॥

দীপ নিভে যায় প্রতি রাতে হায়
অকারণ জ্ব'লে জ্ব'লে;
ভ্রমর কুজন থেমে গ্যাছে আজ
অলি নাহি বসে ফুলে॥

তবুও কিশোরী আজো গাঁথে মালা,
তোমরই উদ্দেশে।
আশা হৃদে তার, বুঝি কোন দিন
(তুমি) কুঞ্জে দাড়াবে এসে
ফিরে কুঞ্জে দাঁড়াবে এসে ॥

[গান শেষ হইল। পূর্ণিমার চোখ দুটা অশ্রুভারাক্রান্ত—
আলোক ছুটিয়া গিয়া পূর্ণিমাকে বলিল,]

আলোক। মাসিমা, কাঁদ্ছো—কাঁদ্ছো কেন? ওঃ—আমার গান ভাল হয়নি—তাই বুঝি রাগ ক'রেছ—না?

পূর্ণিমা। না বাবা, গান খুব ভাল হ'য়েছে। আমি ত' কাঁদিনি। চল—কাকাবাবুকে ব'লেদি তোমায় কিনে দিতে ব্যাটবল—আর ফুলরাণীকে মস্ত বড় একটা ডল—কেমন ফুলরাণি?

(হরিহরের প্রবেশ)

এই যে কাকা, এদের নিয়ে যান এক্ষুনি নিউমার্কেটে। যা যা খেলনা এরা চায় তাই কিনে দিন। গাড়ীটা বার ক'রে এদের নিয়ে যান।

হরিহর। আচ্ছা মা, তোমার যখন হুকুম—তখন আমায় মাথা পেতে নিতে হবে। চল দাদু—চল দিদিমণি, তোমাদের খেলনা কিনে দোব চল।

[হরিহর, আলোক ও ফুলরাণীর প্রস্থান ও অপর দিক দিয়া
উৎপলের প্রবেশ]

মাধবী। ও মা! [ঘোমটা টানিয়া দ্রুত প্রস্থান]

উৎপল। ও কে পরি? ভা-রী সুন্দর তো!

পূর্ণিমা। [হাসিয়া] দেখ, আমি শুনেছি উৎপল, পুরুষ মানুষের চোখে পরস্ত্রী মাত্রই সুন্দর হ'য়ে ওঠে—না?

উৎপল। না পরি, তুমি সব তাতেই আমায় ভুল বোঝ—

পূর্ণিমা। কারণ তুমি সব তাতেই ভুল কর। তা কর, কিন্তু একটি ভুল কোন দিনই কোরো না উৎপল—

উৎপল। কি শুনি?

পূর্ণিমা। হঠাৎ কাউকে ভালবেসে ফে'লনা বুঝলে?

উৎপল। তোমায় সব তাতেই ঠাট্টা। আমার যেন আর কোন কাজ নেই—কেবল যেন ভালবেসেই বেড়াচ্ছি না?

পূর্ণিমা। নাঃ কে বল্লে? আচ্ছা উৎপল, একটা কথার উত্তর দেবে? বলতো—কেন তুমি এখানে আস?

উৎপল। আমার ভাল লাগে ব'লে।

পূর্ণিমা। কেন ভাল লাগে উৎপল?

উৎপল। [একটু ভাবিয়া] তোমায় ভালবাসি ব'লে।

পূর্ণিমা। তবে যে বল্লে—ভালবাসা তোমার কাজ নয়?

উৎপল। তোমায় ভালবাসি ব'লে সবাইকে বাস্‌বো—তার মানে কি?

পূর্ণিমা। না তার কোন মানে নেই; কিন্তু আর যে কাউকে বাস্‌বে না—তারই বা মানে কি?

উৎপল। তুমি দেখো পরি—আমি সে রকম নই। আমরা পুরুষ মানুষ, আমরা লোহায় তৈরী। তোমাদের মত আমরা কোমলা অবলা নই যে—কথায় কথায় ভালবাসবো, প্রেমপত্র লিখ্‌বো—হিষ্টিরিয়ায় ভুগ্‌বো।

পূর্ণিমা। না—তা বাস্‌বে কেন? তোমরা মধু মক্ষিকার জাত। যে ফুলে যতক্ষণ মধু থাকে, তোমরাও ততক্ষণ থাক; মধু ফুরুলেই স'রে পড়—তা ফুলটি থাকুক আর ঝ'রেই পড়ুক।

উৎপল। বেশ—বেশ, আমরা তাই-ই। তোমার সঙ্গে আমি কোন কথা কইতে চাইনি। দুটো মিষ্টি কথা ছাড়া আর কী মধুর উৎস তুমি আমায় দিয়েছ—যে যখন তখন যা তা ব'লবে ?

[উৎপল দূরে সরিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল, পরে প্রস্থান করিল]

পূর্ণিমা। তা বেশ, রাগই কর—আর যা-ই কর—আমি তোমার মান ভাঙাতে কোন দিনই যাব না।

(পরি মুখ ফিরাইয়া বসিল। মত্ত অবস্থায় সরোজের প্রবেশ)

সরোজ। এই যে শালী ;—ব'সে ব'সে ভাবা হ'চ্ছে। এই—বলি চিনতে পারছ ? [পূর্ণিমা নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল]

সরোজ। টাকা দাও—

পূর্ণিমা। কোথায় পাব ?

সরোজ। বটে, কোথা পাব ? আচ্ছা ওই হারগাছটা দে—

[পূর্ণিমা নীরবে হার খুলিয়া দিল]

সরোজ। তোকে যে ব'লেছিলাম—যেমন ক'রে পারিস্ টাকার যোগাড় ক'রে রাখবি ?

পূর্ণিমা কি ক'রে ক'রব ?

সরোজ। ন্যাকা ! তোর দাদুর কাছ থেকে চু-চুরি ক'রলিনা কেন ?

পূর্ণিমা। চুরি আমি করতে পারবো না।

সরোজ। Nonsense ! সীতা—স্বামীর কথায় আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল—আর আমার কথায় তুমি চুরি ক'রতে পারবে না ?

[সজোরে পূর্ণিমার কেশাকর্ষণ করিয়া ভূমিতে ফেলিল]

পূর্ণিমা। ওঃ মাগো ! (উৎপলের প্রবেশ)

উৎপল। এ কি ? এ গুণ্ডাটা কোত্থেকে এলো, এত বড় স্পর্দ্ধা—আমার সামনে স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দেয় !

[উৎপল দ্রুত যাইয়া সরোজের দুই কাঁধ ধরিয়া প্রবলঝাঁকুনি দিয়া বলিল,]

উৎপল। কে তুই ?

সরোজ। ওঃ পীরিতের নাগর, তাই বল্!—টাকা আমায় দেওয়া হবে কেন ? ও, আচ্ছা—সরোজ চৌধুরী কি চীজ্ দেখ—

[উৎপলকে আক্রমণ করিল, কিন্তু উৎপলের ধাক্কা লাগিয়া উপুড় হইয়া মাটীতে পড়িল। উৎপলও তৎক্ষণাৎ তাহার পিঠে উঠিয়া বসিল ও ঘুষি মারিতে মারিতে বলিল]

উৎপল। উল্লুক, মাতাল—স্ত্রীলোকের গায়ে হাত—

পূর্ণিমা। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি মের'না—এখুনি ম'রে যাবে, মের'না।

উৎপল। না, মারবে না—এই মাতালটা তোমার কে—যে তাকে ছেড়ে দেবো ?

পূর্ণিমা। ও আমার—আমার স্বামী—উৎপল, ও আমার স্বামী।

[উৎপল সরোজকে ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সরোজও হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠিয়া বসিল]

উৎপল। স্বামী—স্বামী। এই তোমার স্বামী ?

পূর্ণিমা। হাঁ উৎপল, আমার স্বামী—আমার দাদুর বেছে দেওয়া স্বামী।

[এমন সময়ে সরোজ নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল ও পকেট হইতে একটি শিশি বাহির করিয়া সজোরে উৎপলের মাথায় মারিল]

উৎপল। উঃ [উৎপল মাটীতে পড়িয়া গেল, পূর্ণিমা তাহাকে ধরিয়া বসিল]

সরোজ। ছাড়্ ছাড়্ বলছি শয়তানী—ওকে খুন না ক'রে আমি যাবো না। (কোমর হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরী বাহির করিল)

পূর্ণিমা। আমায় না মেরে—ওর গায়ে তুমি একটি আঁচড়ও দিতে পারবে না। ওগো, রক্তের ক্ষুধা যদি এতই হ'য়ে থাকে তবে আমায় মারো।

সরোজ। বেশ গো—দু'জনকেই মারবো, কেউ বাদ যাবে না।

[ছুরী লইয়া পূর্ণিমার বুকে বসাইতে গেল—এমন সময় ব্যাট্ হাতে চীৎকার করিতে করিতে আলোক প্রবেশ করিল]

আলোক। আমার মাসীকে মারবি ? আজ মেরেই ফেলবো তোকে।

[ব্যাট্‌টা সরোজের হাতে মারিল ও ছুরীটি তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। হরিহর, দেবনাথ ও দুইটা দ্বারবানের প্রবেশ। মাধবী ছুটিয়া আসিয়া আলোককে কোলে তুলিয়া লইল]

দেবনাথ। পাকড়ো—আভি কুত্তা লাগায়কে নিকাল দেও।

হরিহর। বাবু, এত বড় শয়তানকে পুলিশে দেওয়া উচিত।

সরোজ। দিন্ না ম'শাই পুলিশে—আপনার নাতনীর গুণকীর্ত্তন বেশ ভাল ক'রেই শোনাবো সেখানে।

দেবনাথ। যাও নিকাল দেও।

[দ্বারোয়ানদের সরোজকে লইয়া প্রস্থান]

দেবনাথ। আমি তোকে কতদিন বারণ ক'রেছি পরি—ওকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দিস্ না; তবুও তুই কথা শুনবি না ? কোনদিন হয়ত ওরই হাতে তোর প্রাণটা যাবে শেষ হ'য়ে।

পূর্ণিমা। তাই যদি যায় দাদু—কোন উপায় ত' নেই ! কারণ—ও যে আমার স্বামী—ওকে কি তাড়িয়ে দিতে পারি ? তা ছাড়া ও যে তোমার-ই বেছে দেওয়া—আমার ইহকালের দেবতা—তাড়িয়ে দিলে তোমাদের সমাজ নিন্দে ক'রবে না ?

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

[শৈলজার কক্ষ। শৈলজা, সরোজ ও গজেন্দ্র]

সরোজ। তা বাবা কত দেবে?

শৈলজা। কত চাও?

সরোজ। দেখ বাবা, আমার, হাজার হোক্, বিয়ে করা বৌ। হ্যাঁ, তার নামে তুমি ব'ল্‌ছো একটা কলঙ্ক দিতে। তা বাবা—আমি শালা তাকে না হয় ঘরেই নি না; তা ব'লে পরপুরুষের কাছে কলঙ্ক রটাতে যাবো? কি বাবা, বলনা গজেন? হাজার হোক্ একটা কি বলে—বিবেক ত' আছে?

গজেন্দ্র। হুঁ বিবেক যদি নাই থাক্‌বে—তবে ত' বড়লোকের ঘরজামাই হ'য়েও পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সেই খেতে পার্‌তে।

সরোজ। দেখ বাবা, সাফ্ বল কত টাকা দেবে?

শৈলজা। বাঃ তুমি একটা প্রতিহিংসা চরিতার্থ ক'রবে—তোমার rival কে জব্দ ক'রবে—আর আমি তোমাদের টাকা দেবো? বেশ কথা তো!

সরোজ। বাবা ধর্ম্মের ষাঁড়-ধর্ম্ম দেখাচ্ছ কাকে? যার বিয়ে—তার সাড় নেই—পাড়া পড়শীর ঘুম নেই। চাঁদ, ওসব বুঝি আমি। ইচ্ছে ক'রলে আমিও একটা ব্যারিষ্টার হ'তে পারতুম; আমার কাছে ও সব চালাকী চ'ল্‌বেনা বাবা। বল কত ছাড়বে—ভেবে দেখি, নইলে বাবা, তোমার মামাকে গিয়ে ব'লবো যে তুমি মিথ্যে মিথ্যে তার ছেলের নামে দোষারোপ—আমাদের দিয়ে করাতে চেয়েছিলে বুঝলে চাঁদ?

শৈলজা। মামা তোমাদের কথা বিশ্বাস ক'র্‌লেন আর কি! দেখ, আমার কথা শোন; একদিন পেট ভ'রে মদ খাওয়াবো; তোমরা শুধু মামাবাবুকে গিয়ে ব'ল্‌বে যে—

সরোজ। যাঃ যাঃ—আমাদের পেঁচী মাতাল পেয়েছিস্ কিনা—তাই একদিন দু' বোতল পেয়েই আমার সতী সাধ্বী স্ত্রীর নামে কুৎসা রটাতে যাবো। সে হবে না বাবা।

গজেন্দ্র। আমরা সাফ্ গিয়ে ব'লবো, "মশাই, আপনার ছেলেকে খুন ক'রবার জন্যে শৈলবাবু আমাদের ৫০০৲ (পাঁচশ) টাকা দিতে চেয়েছিলেন। ম'শাই, গরীব লোক, ৫০০৲ টাকার মায়া ত্যাগ ক'রতে পারিনি—তাই আপনার ছেলেকে মেরেছিলুম। দরকার হয়—পুলিশে গিয়ে কবুলতি লিখে দেবো"।

শৈলজা। এ্যাঁ, কি মিথ্যেবাদীরে তোরা! আমি কবে তোদের ৫০০৲ টাকা দিয়ে উৎপলকে খুন করাতে চেয়েছিলাম?

সরোজ। না, চাওনি; তবে কিনা টাকার আমার বিশেষ দরকার। চাঁদ, টাকা না দিয়ে তো যাওয়া হবে না বাবা।

শৈলজা। কি মুস্কিল্! যাক্, বল, টাকা দিলে মামাবাবুকে গিয়ে ঠিক্ ঠিক্ ব'লবে তো?

সরোজ। বাবা, আমি direct যুধিষ্ঠিরের great grandson। মিথ্যে টিথ্যে আমার কাছে পাবে না চাঁদ।— [সুর করিয়া]

আমি যে তোর পোষা পাখী
যা শেখাবি—তাই শিখি। আঃ—হ্যাঁ—

শৈলজা। আচ্ছা—৫০৲ টাকা দেবো।

সরোজ। এটা fish market নয় চাঁদ। ২০০৲ টাকার একটি পয়সা কমে হবে না [মদ্যপান]

গজেন্দ্র। দেখ শৈলবাবু, আমার দালালী বাবদ ৫০৲ টি টাকা গুণে দিতে হবে।

শৈলজা। ছাখ; আমার কথা রাখ; মোটমাট্—দু'জনে মিলে ১০০৲ টাকা নাও।

সরোজ। যাও—যাও। আমরা চ'ল্লাম—তোমার মামাবাবুর বাড়ীতে!

শৈলজা। আহা! চটো কেন, যা চাচ্ছ—তা-ই না হয় দেবো। কিন্তু কি ব'লবে শুনি?

গজেন্দ্র। ছাখ বাবা, এই dressএ আমাদের দেখ্‌লে—তোমার মামাঠাকুর আমাদের কোন কথাই বিশ্বাস ক'রবে না। অতএব আমাদের জন্যে বাবা শান্তিপুরে ধুতি, পাম্পসু, Laidlaw'র বাড়ীর open breast কোট, সার্ট, এ সবও তোমায় কিনে দিতে হবে—বুঝলে চাঁদ?

শৈলজা। আচ্ছা তাই না হয় দেবো, কিন্তু তুমি গিয়ে কী ব'ল্‌বে বল?

সরোজ। ব'লবো—ম'শাই, আপনার ছেলেকে, আমার স্ত্রীর সঙ্গে compromising positionএ দেখে রাগ সাম্‌লাতে পারিনি—তাই মেরে ব'সেছিলুম। তা কাজটা আমার মোটেই ভাল হয়নি—আমি বিশেষ অনুতপ্ত ইত্যাদি। যাক্ advance টা দিয়ে ফেল চাঁদ।

শৈলজা। চল যাচ্ছি।

গজেন্দ্র। বাবা, ফাঁদে প'ড়লে সব শালাকেই তোমার মত দক্ষিণে দিতে হয়। চল—

[গজেন ও শৈল ইঙ্গিতে কথা কহিল]

সরোজ। চলো।

শৈলজা। চল যাচ্ছি। এইজন্যে ঋষিরা ব'লেছেন—'বদ্‌মাইসের সঙ্গও ক'রতে নেই'।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[পূর্ণিমার শয়নকক্ষ। পূর্ণিমা বসিয়া কাঁদিতেছিল—মাধবী সস্নেহে তাহার চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে বলিল,]

মাধবী। পরি, লক্ষীটি — কাঁদিস্‌নি ভাই। সেদিন থেকে কেবলি কাঁদ্‌ছিস্। দাদুর মুখ চা। বুড়োর যে তুই অন্ত প্রাণ।

[পরী আরও বেশী কাঁদিতে লাগিল]

জামাইবাবুর এ রকম গুণ্ডামী তোর কাছে নূতন নয়ত' পরি!

পূর্ণিমা। না, নূতন নয় সত্যি; কিন্তু সে জন্মে তো কাঁদ্‌ছি না মাধবী—আমি কাঁদছি—একজন নিরপরাধ ভদ্রসন্তান, আজ আমার জন্মে প্রাণ দিতে ব'সেছে। মাধবী, সে তোর জামাইবাবুর কাছে কোন অপরাধ-ই ত' করেনি। [ক্রন্দন]

মাধবী। কি ক'রব পরি! যা হ'বার হ'য়ে গ্যাছে।

পূর্ণিমা। তা গ্যাছে, কিন্তু সে যদি না বাচে—তা হ'লে—তা হ'লে—

[মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল]

মাধবী। বাঁচ্‌বে না কেন—তুই যে কী বলিস্!

পূর্ণিমা। মাধবী, যাদের প্রাণের কোন মূল্যই নেই, যারা বেচে থেকে পৃথিবীর কোন উপকার ক'রতে পারে না—তারা তো মরেনা ভাই? মরে তারা—যাদের জীবন বহু মূল্যবান—বহু আদরের। এই দেখ্‌না—আমার বেঁচে থেকে কি লাভ? শুধু ব্যথার বোঝা বওয়া। তুই-ই বল্, আমার মরা কি ভাল নয়? কিন্তু মাধবী, আমি যে কিছুতেই ঠিক থাকতে পার্‌ছিনা। আমার প্রাণে একটা অজানা আশঙ্কা কেবলই ঘুরে বেড়াচ্ছে; কী যেন অজ্ঞাত ভয়ে বুকের ভেতরটা কেবলই কেঁপে উঠ্‌ছে—কী হবে ভাই!

মাধবী। তুই এত ভাবছিস্ কেন? সে ভাল হ'য়ে গ্যাছে।

পূর্ণিমা। ভাবছি কেন? মাধবী, তুই জানিস্ না—কিন্তু আমি জানি—সে আমায় কত ভালবাস্তো! কোনদিন তাকে দু'টো ভাল কথা বলিনি; কেবল ঝগড়াই ক'রেছি। কোন স্বার্থ তার ছিল না; সে শুধু নিষ্কামভাবে আমায় ভালবেসেছিল: সেই ভালবাসার ভাল প্রতিদান পেয়েছে সে। আজ আমার জন্য ম'র্তে ব'সেছে। মাধবি, মাধবি—সে যদি না বাঁচে? [কাঁদিতে লাগিল]

মাধবী। তুই কেন ভাবছিস্? আঘাত তো তেমন গুরুতর হয়নি—তা ছাড়া চিকিৎসার কোন অভাবই হ'চ্ছে না।

পূর্ণিমা। তুই একবার আমার হ'য়ে দাদুকে বল্—আমি একবার তাকে দেখ্তে যাবো। আজ ন' দিন তাকে দেখিনি। মাধবি, আমার যে কী যাতনা তোকে কি ক'রে বুঝিয়ে দোবো? তোর পায়ে পড়ি মাধবী, তুই দাদুকে বল্ —আমি তাকে একটা বার দেখবো।

মাধবী। তাকে দেখ্তে যাওয়াটা কি সুবুদ্ধির কাজ হ'বে পরি? তা ছাড়া সে বাড়ীর লোকেরা যদি কেউ কিছু বলে?

পূর্ণিমা। বলে বলুক। এই পৃথিবীতে কত নিরপরাধ লোকই ত' বিনা কারণে—বিনা দোষে সাজা পায়—আমিও পাব। মাধবী, সে আমায় না দেখলে একদিনও থাক্তে পার্তো না। সে যদি ভাল থাক্তো, তা হ'লে নিশ্চয়ই সে আস্তো। সে ভাল নেই—আমার মন ব'ল্ছে সে ভাল নেই।

(দেবনাথের প্রবেশ)

এই যে দাদু—তোমার পায়ে পড়ি—আমায় একটিবার সেখানে নিয়ে চল—আমি তাকে দেখবো।

দেবনাথ। দিদি, অধীরা হ'স্ না; শুনেছি সে ভাল আছে—তোর সেখানে যাবার দরকার নেই দিদি।

মাধবী। আমি তো ওকে কত বোঝাচ্ছি, কিছুতেই ওকে বোঝাতে পারছি না। ওর ধারণা, উৎপল ভাল নেই।

দেবনাথ। তোর অলীক কল্পনা, মন থেকে মুছে ফেল্ দিদি—সে ভালই আছে ; তবে এখনো চলা ফেরা করতে পারছে না—সে কথা সত্যি।

পূর্ণিমা। দাদু, সে যেমনই থাক্—আমি একবার তাকে দেখবো।

দেবনাথ। শোন্ পরি, তোকে সব কথা খুলে বলাই ভাল। উৎপলের পিতা কিছু উদ্ধত প্রকৃতির লোক, তাই ভয় করে দিদি—পাছে তোকেও অপমানিত হ'তে হয়।

পূর্ণিমা। দাদু, হাজার হোক্ তিনি ভদ্রলোক। বিনা কারণে একজন ভদ্রমহিলাকে তিনি কেন অপমান ক'রবেন ? না দাদু, আমি যাবই, তুমি অমত ক'রো না—লক্ষ্মীটি।

দেবনাথ। দিদি, তোর যদি এতই ইচ্ছে—ভেবে দেখি।

(হরিহরের প্রবেশ)

হরিহর। বাবু, একটা জরুরি খবর আছে—একবার বাইরে চলুন।

দেবনাথ। চল হরিহর, কিন্তু আমার কোন খবর শোনবার আগ্রহ নেই বাবাজী।

পূর্ণিমা। কাকা—আমাদের সামনে ব'লতে কি তোমার আপত্তি আছে ?

হরিহর। না মা, আমার আপত্তি নাই ; তবে শুনতে হয়তো তোমার ভাল লাগ্‌বে না মা।

পূর্ণিমা। কেন কাকা ? কী হ'য়েছে ? উৎপল বাবু ভাল আছেন তো ?

হরিহর। মা, সে খবর আমি জানিনা ; তবে কথাটা হ'চ্ছে—জামাই বাবাজী একখানা চিঠি লিখেছেন ; বাবুকে তাই ব'লতে এসেছিলাম।

দেবনাথ। কি লিখেছে হরিহর ? বুঝেছি, সে নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হ'য়েছে। সে কি লিখেছে, যে সে ভাল হবে, সৎপথে থেকে জীবন যাপন ক'র্‌বে ? বলনা বাবাজী, অমন মুখ নীচু ক'রে রইলে কেন ?

হরিহর। না বাবু, তিনি লিখেছেন—পত্রপাঠ ৫০০০৲ (পাঁচ হাজার) টাকা না দিলে, তিনি রমেন্দ্র বাবুর কাছে গিয়ে, আর যে যেখানে আছে—সবা'র কাছে রটাবেন—যে আপনার নাত্‌নী চরিত্রহীনা এবং যাকে বলে—কি ব'ল্‌বো বাবু, এমন একটা পশুর হাতেও মা'কে আমরা সঁপে দিয়েছিলাম!

দেবনাথ। (উঠিয়া) কি! কি, সে ভয় দেখিয়ে টাকা নেবে? মিথ্যা কলঙ্ক প্রচার ক'রে সে টাকা নেবে? এতদূর!

[সহসা পূর্ণিমার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই]

তা-তা-তা হরিহর,—টাকা আমাদের দিতেই হবে—আমি দিদির কলঙ্ক কথা শুন্‌তে পার্‌বো না। [বসিয়া পড়িলেন]

পূর্ণিমা। দাদু, না—তুমি কিছুতেই তাকে টাকা দিতে পাবে না—না, কিছুতেই নয়।

দেবনাথ। কিন্তু দিদি—

পূর্ণিমা। দাদু! তুমি যদি টাকা দাও—আমি আজই—গলায় দড়ি দিয়ে ম'রবো। ঘুস্ তুমি কিছুতেই দিতে পাবেনা—পাবেনা—পাবেনা।

[বেগে প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

[নির্ম্মলের বাড়ীর উদ্যান। শোভনা ফুল তুলিতেছিল ও আপন মনে গাহিতেছিল]

গীত।

বকুল বেলা, চামেলী চাঁপা,
আমার খেলার সাথী।
মল্লিকা মালতী, চম্পক যূথী
কমল গোলাপ ভাতি ॥
আমার খেলার সাথী ॥

রজনীগন্ধা, গন্ধরাজেতে,
রহি নিশিদিন ফুলের সাজেতে,
কেতকী ও করবী কেয়ার হাসিতে—
মাতি রহি দিবা রাতি ;
আমার খেলার সাথী ॥

(নির্ম্মলের প্রবেশ)

নির্ম্মল। এই যে সোনা, তোর জন্যে আজ একটা ভা-রী মজার জিনিষ এনেছি, দেখ্‌বি ?

শোভনা। হুঁ।

নির্ম্মল। এই ত্যাখ্ [একটা ছবি খুলিয়া শোভনার হাতে দিয়া বলিল] বল্‌ত' কেমন ?

শোভনা। [অবাক্ হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া] এ. কে দাদা ? দেখিনি তো আগে ?

নির্ম্মল। আগে বল্, কেমন চেহারা ? ভাল না ?

শোভনা। বেশ।

নির্ম্মল। শুধু বেশ, বলি পছন্দ হ'য়েছে তো ?

শোভনা। কে বলনা—[ছবি দেখিয়া] লোকটার চেহারাটা মন্দ নয়। বয়স কত হবে—২৩ কি ২৪।

নির্ম্মল। চোখ দু'টো—চোখ দু'টো ?

শোভনা। বলনা কার ছবি—বলনা দাদা ?

নির্ম্মল। এর নাম উৎপল। আমার বন্ধু—তোর ভাবী বর—বুঝ্‌লি ?

শোভনা। যাও [ছবি ফেলিয়া দ্রুত প্রস্থান]

নির্ম্মল। এই সোনা, শোন্—শোন্

(রামরূপের প্রবেশ)

রামরূপ। বাবু মশয়—

নির্ম্মল। কে রে? রামরূপ—কখন এলি?

রামরূপ। এজ্ঞে বাবু মশয়, এই তো আসা ক'র্‌লাম।

নির্ম্মল। বেশ, সব ভাল তো?

রামরূপ। এজ্ঞে বাবু মশয়। তবে আজ্‌কাল বড্ড রাত জাগা হচ্ছে বাবু মশয়।

নির্ম্মল। কেন রে! রাত জাগ্‌ছিস্ কেন?

রামরূপ। এজ্ঞে বরফ ভাঙা ক'র্‌ছি।

নির্ম্মল। বরফ ভাঙ্‌ছিস্? রাত জেগে? ব্যাপার কি? এই যে বল্লি—সব ভাল।

রামরূপ। এজ্ঞে সবই ভাল বাবু মশয়, কেবল দাদাবাবু মাথাটা ফাটা ক'রেছে।

নির্ম্মল। এঁ্যা—বলিস্ কি রে? কি ক'রে মাথা ফাট্‌লো? কবে ফাট্‌লো?

রামরূপ। কি ক'রে যে ফাটা ক'রেছে—সে আমি কি জানি মশয়? তবে হ্যাঁ—আজ দশটা দিবস হবেক মাথাটি ফাটা ক'রেছেন।

নির্ম্মল। তবে বল্ যে উৎপলের বড্ড অসুখ?

রামরূপ। এজ্ঞে বাবু মশয়। মাঠান্ আপনাকে একটা খৎ দেওয়া ক'রেছেন [পত্র দিল]

নির্ম্মল। [পত্র পাঠ করিয়া] কী সর্ব্বনাশ! এত অসুখ তার—আর তুই বল্‌লি সব ভাল? আচ্ছা গাধা তো?

রামরূপ। এজ্ঞে। জানেনই তো, আমি সাদ্দা সিদ্দা নোক।

নির্ম্মল। সোনা—সোনা—

(শোভনার প্রবেশ)

শোভনা। কি দাদা?

নির্ম্মল। ছাখ্ তুই মা'কে গিয়ে বল—উৎপলের বড্ড—থাক্ আমিই যাচ্ছি। [প্রস্থান]

রামরূপ। আহা! পেন্নাম হই দিদিঠান্। আহা—ঠিক যেন পির্‌তিমে!

শোভনা। কে তুমি গা?

রামরূপ। আমি, দিদিবাবু?—আমরূপ। ঐ অমেন বাবুর নাম শুনা ক'রছেন তো? আমি সেই অমেন বাবুর ভের্‌ত্ত।

শোভনা। বটে, তা তোমার হাতে কি হ'য়েছে রামরূপ?

রামরূপ। হাতটা ভাঙা ক'রেছি দিদিবাবু।

শোভনা। হাতটা ভাঙ্‌লো কি ক'রে রামরূপ?

রামরূপ। এজ্ঞে দিদিঠান্—সে থোড়ে নাজের কথা। এজ্ঞে, একটা আমগাছকে চড়া ক'রেছিলাম।

শোভনা। কেন, আমগাছে চ'ড়েছিলে কেন? পা পিছ্‌লে প'ড়ে গিয়েছিলে বুঝি?

রামরূপ। আমাগোর দাদাবাবুর ছোট্ট বোনটা কাচ্চা আম খাবার আব্‌দার ক'রলো কিনা—তাই চড়া ক'রেছিলাম। গাছে চ'ড়ে দিদিবাবু, নিদ্‌দারা আসা ক'র্‌লো; তাই মনে ক'রলাম নীচে থাকা ক'রলে তো বিছ্‌রাম হবেক্ নাই তাই একটু ঘুম ক'রলাম আর কি!

শোভনা। গাছে চ'ড়ে ঘুমুলে—বল কি?

রামরূপ। আজ্ঞে সেই তো নাজের কথা। ঘুমটা আসা ক'রেছে কি দশহাত নীচে পড়া ক'রেছি—আর হাতটাও ভাঙা ক'রেছে।

শোভনা। তা তোমাদের দাদাবাবুরও কি গাছ থেকে প'ড়ে মাথা ভেঙেছে রামরূপ?

রামরূপ। এজ্ঞে না দিদিবাবু। তিনি যে ক্যামন ক'রে মাথাটা ভাঙা ক'রেছেন—তাতো ঠিক বলা ক'র্‌তে প্যার্‌ছি না দিদিঠান্—

(নির্ম্মলের প্রবেশ)

নির্ম্মল। চল্ রে রামরূপ চল্—

রামরূপ। এজ্ঞে বাবু মশয়। [উভয়ের প্রস্থান]

শোভনা। বাবু ভেঙ্গেছেন মাথা, চাকর ভেঙ্গেছেন হাত। যার এমন বুদ্ধিমান চাকর—তার বাবুটীকে একবার দেখা উচিত। [প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

[উৎপলের শয়ন কক্ষ। কক্ষটি নীল আলোকে আলোকিত। একটি ইজি চেয়ার বিছানার নিকটেই রহিয়াছে, একটি টেবিলে কতকগুলি বই ও ২।৪টি ঔষধের শিশি। উৎপল শুইয়া আছে ও উমাদেবী তৎপার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছেন]

উমা। এবার কিছু খা-না বাবা।

উৎপল। না, মা—এখনও ঠিক ক্ষিদে পায়নি যে।

[উমা কিছু বলিলেন না]

উৎপল। মা!

উমা। কি বাবা?

উৎপল। মা, দেবনাথবাবু আমায় কবে দেখ্তে এসেছিলেন?

উমা। দু' তিন দিন আগে বাবা।

উৎপল। আর কেউ আসেনি মা?

উমা। না বাবা। [উৎপল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল]

উৎপল। মা, আমাকে একবার বাইরে যেতে দাও না;—এখন তো আমি ভাল আছি।

উমা। না বাবা, ডাক্তার বাবু তোমায় আরও এক সপ্তাহ বিছানাতে থাক্তে ব'লেছেন। হপ্তাখানেক পরে বেরুতে পার্বে।

উৎপল। আমার অনেক ক্ষতি হ'ল মা। [স্বগত] এখনও এক সপ্তাহ —সাত দিন—১৬৮ ঘণ্টা [প্রকাশ্যে] মা—আমি চেয়ারটায় উঠে ব'স্‌বো।

উমা। কি ছট্‌ফটে ছেলে বাবা তুমি। তখন থেকে বল্‌ছি—একটু কিছু খা না উৎপল।

উৎপল। কি খাব মা, কিছুই যে খেতে ইচ্ছে করে না।

উমা। তা হোক্, আমি একটু দুধ গরম ক'রে আনি। তুমি উঠো না বাবা! [উমার প্রস্থান]

উৎপল। আচ্ছা, আমার এত বড় অসুখ—পোড়ারমুখী আমায় একবার দেখ্‌তেও এল' না! আচ্ছা—ভাল হই—ও পথ আর মাড়াচ্ছি না।

[উঠিয়া বসিল]

নাঃ—আস্‌বেই বা কি ক'রে? সে মেয়েমানুষ—পরাধীনা। আচ্ছা, সে যদি আস্‌তো? এলেই বা এমন কী দোষ হ'তো। পরি—পরি; কি চমৎকার নাম! নাঃ সে আমায় দেখ্‌তেই পারে না—সে ভালবাসে সেই হতভাগা মাতালটাকে।

(উমার এক বাটী দুধ লইয়া প্রবেশ)

উৎপল। দুধ আমি খাব না মা।

উমা। উৎপল, তুই ছোট ছেলের মত আর আমায় জ্বালাস্‌নি। আমি কর্ত্তাকে বলি—সে এসে খাওয়াক্।

উৎপল। না, মা, আমি খাচ্ছি। [দুধ পান করিল]

মা, দেবনাথ বাবুদের কোন খবর জান?

উমা। উৎপল—

উৎপল। কি মা?

উমা। তুই ভাল হ'য়ে আর সেখানে যেতে পাবিনা [উপবেশন]

উৎপল। কেন মা?

(দেবনাথ ও পূর্ণিমা প্রবেশ করিল ; উমা উঠিয়া দাঁড়াইল)

দেবনাথ। আমায় লজ্জা ক'রো না মা, আমি তোমার পিতার বয়সী। আমার নাম দেবনাথ রায়, তোমারই প্রতিবেশী। এই আমার নাত্নী—পূর্ণিমা—পরি।

[উমা দেবনাথকে প্রণাম করিল, পূর্ণিমা উমাকে প্রণাম করিল—উমা পূর্ণিমার মুখচুম্বন করিলেন]

দেবনাথ। ও বড় দুঃখী মা। আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। কিন্তু মা, এমনই অদৃষ্ট, যে একটা হতভাগার সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছিলাম।

[পূর্ণিমার মুখ ছাইয়ের মত হইয়া গেল—উমা পূর্ণিমাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন]

পূর্ণিমা। উৎপল কেমন আছে মা ?

উমা। একটু ভাল মা। উৎপল, পূর্ণিমা তোকে দেখ্তে এসেছে রে। চল মা—ভেতরে চল। নাতি ঠাকুদ্দা এখন গল্প করুন। আপনি বসুন বাবা।

[দেবনাথ একটি চেয়ারে বসিলেন। উমা পূর্ণিমাকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। উৎপল যেন কিছু বিরক্ত হইল]

দেবনাথ। ভাল আছ দাদা ?

উৎপল। আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে এখনও উঠ্তে পারছিনা।

দেবনাথ। এইবার ভাল হ'য়ে যাবে ভাই। আঘাতটা একটু বেশী হ'য়েছিল কিনা। তোমার খবর আমি রোজই পাই; পরী তো কান্নাকাটী আরম্ভ ক'রেছিল।

উৎপল। এবার আমি শীঘ্রই সেরে উঠ্বো দাদু।

দেবনাথ। হ্যাঁ, ভগবান তাই করুন—তুমি শীঘ্র সেরে ওঠো—পূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে—এই প্রার্থনা।

(রমেন্দ্রের প্রবেশ)

রমেন। দেবনাথ বাবু!

দেবনাথ। [উঠিয়া] এই যে আসুন, আসুন।

রমেন। আপনার লজ্জা নাই দেবনাথ বাবু! আমার এই ছেলেটার মাথা না খেয়ে আপনার তৃপ্তি হচ্ছে না বুঝি? মনে ক'রেছিলাম—আপনি ভদ্রলোক—

দেবনাথ। কেন রমেন বাবু, আমি জ্ঞানতঃ আপনার সঙ্গে তো কোন অভদ্রতা করিনি।

রমেন। করেন নি! কার হুকুমে আপনি আপনার এই ভ্রষ্টা—

উৎপল। বাবা, তুমি কা'কে কি ব'লছ?

রমেন। কার হুকুমে আপনি আপনার ওই ভ্রষ্টা নাতনীকে নিয়ে আমার বাড়ী এসেছেন? জানেন—এটা ভদ্রলোকের বাড়ী—

[দেবনাথের মাথা ঘুরিতে লাগিল পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইলেন। পূর্ণিমা ও তৎপশ্চাৎ উমার প্রবেশ]

দেবনাথ। ভগবান! এও কপালে ছিল! রমেনবাবু—রমেনবাবু—

[পূর্ণিমা রমেন্দ্রকে প্রণাম করিল। রমেন্দ্র পূর্ণিমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারিলেন না]

পূর্ণিমা। বাবা—

রমেন। কে—কে তুমি মা?

পূর্ণিমা। আমি পূর্ণিমা—পরি। দেবনাথ বাবুর-ই নাতনী।

[রমেন্দ্রের মুখ দিয়া অস্ফুট ধ্বনি বাহির হইল]

রমেন। তু-তু-তুমি—

পূর্ণিমা। আমার ছোঁয়া লেগে যদি আপনার বাড়ী অপবিত্র হ'য়ে থাকে বাবা—

উমা। কে ব'ল্লে মা, ছিঃ তোমার কি মাথা খারাপ হ'য়েছে ?

পূর্ণিমা। আমার ছোঁয়া লেগে আপনার বাড়ী যদি অপবিত্র হ'য়ে থাকে —তা হ'লে আপনি আমায় সাজা দিন্ বাবা—আমি মাথা পেতে নেব, কিন্তু আমার দাদুর অপমান ক'র্বেন না।

[রমেন কি বলিবার চেষ্টা করিল]

আমি ভাল কি মন্দ—তা প্রতিপন্ন ক'রবার চেষ্টা ক'রবোনা। কারণ পুরুষ মানুষ কোনদিনই মেয়েদের প্রতি সুবিচার করেনি। কিন্তু এই বৃদ্ধ নিরীহ লোকটিকে আপনার অপমান ক'রবার দরকার নেই—আমরা যাচ্ছি—চল দাদু।

[পূর্ণিমা ধীরে ধীরে দেবনাথকে ধরিয়া বহির্দ্দিকে যাইতে লাগিল]

উমা। মা, আমাদের ক্ষমা কর।

পূর্ণিমা। এমন একদিন আস্‌বে বাবা—যেদিন আপনি বুঝ্‌বেন—যে লোকে যা সব বলে, তা অনেক সময়ই ঠিক হয় না। সবল, চিরদিন দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে সত্যি, কিন্তু এমন একদিন আসে—যেদিন ভগবান দুর্ব্বলের সহায়রূপে নিজেই নেমে আসেন—অবিচার, অত্যাচারের প্রতীকার ক'র্‌তে।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[দেবনাথ উপবিষ্ট; অসুস্থ হইলেও তাহার সৌম্য শান্তভাব অপসারিত হয় নাই]

দেবনাথ। কার দোষ? আমার—পরীর—না রমেন বাবুর? না, দোষ আমারই। কেন আমি একটা অপরিণতবয়স্কা বালিকার কথা শুনে, তাকে সেখানে নিয়ে গেলুম! বুদ্ধিভ্রম—কপালে অপমান ছিল, কে রক্ষা ক'র্‌বে? রমেন বাবু, তিনি তো আর ছেলেমানুষ নন্। একজন ভদ্রলোককে এত বড় একটা কথা ব'লতে একটুও বাধ্‌লো না। (হরিহর প্রবেশ করিল)

হরিহর। বাবু, রমেন বাবু ও তাঁর স্ত্রী এসেছেন আপনাকে দেখ্‌তে।

দেবনাথ। কি ব'ল্লে হরিহর? রমেনবাবু—তাঁর স্ত্রী? কেন? হরিহর—যাও, যাও নিয়ে এস বাবাজী! [হরিহরের প্রস্থান]

দেবনাথ। রমেনবাবু!, রমেনবাবু—আমার এখানে কেন? হয়তো আরও কিছু বিপদের কথা শুন্‌তে হবে—কে জানে। আসুন আসুন রমেনবাবু—এস মা লক্ষ্মী—

(রমেন্দ্রনাথ, উমা এবং হরিহর প্রবেশ করিল)

দেবনাথ। দাও না বাবাজী—চেয়ার দু'টো আমার দিকে সরিয়ে।

[হরিহর চেয়ার সরাইয়া দিল; উমা দেবনাথের পদধূলি লইলেন]

দেবনাথ। থাক্ মা থাক্। চিরায়ুষ্মতী হও, রত্নগর্ভা হও।

রমেন। দেখুন দেবনাথবাবু, আজ আমরা আন্তরিক অনুতপ্ত হ'য়ে আপনার কাছে এসেছি। সেদিন আমার ব্যবহারের জন্য আমি এত লজ্জিত হ'য়েছি, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

উমা। বাবা, উনি আপনার জামাই সরোজবাবুর মুখে কতগুলো যা তা কথা শুনে বড্ড চ'টে উঠেছিলেন। উনি মনে ক'রেছিলেন বোধ হয় তাঁর কথাই ঠিক্।

দেবনাথ। রমেনবাবু, আমি সেদিন দুঃখিত হ'য়েছিলাম সত্য, কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিলাম না—কেন আপনি হঠাৎ—

রমেন। আমায় মাপ্ ক'রবেন দেবনাথ বাবু!—আমার সব কথা খুলে বলাই উচিত। সরোজ মোহন চৌধুরী নামে একটি যুবক,—আমার ভাগিনেয় শৈলজা প্রসাদের সঙ্গে এসে ব'ল্লে যে, আমার ছেলেকে তার স্ত্রীর সঙ্গে compromising positionএ দেখে—সে নাকি—

দেবনাথ। [উত্তেজিত ভাবে] মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা।

রমেন। তা স্বামী হ'য়ে, স্ত্রীর নামে যে এত বড় মিথ্যা কথা ব'ল্‌তে পারে—তা আমি কল্পনায় আন্‌তে পারিনি।

দেবনাথ। রমেন বাবু, সরোজ যে কত বড় ধূর্ত্ত, লম্পট, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক—তা আমি জানি; তার অসাধ্য কিছুই নাই। সে জাল, জোচ্চুরী, খুন, সব ক'রতে পারে—তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। সে যে কত বড় অত্যাচার, অবিচার আমার নাত্‌নীর উপর ক'রেছে তা [বুকে হাত বুলাইতে লাগিল] আচ্ছা, আচ্ছা রমেন বাবু—তাকে দেখে আপনার সন্দেহ হ'ল না?

রমেন। দেখুন, লোকটাকে দেখে আমার সত্যি ভাল লোক ব'লে মনে হয়নি—কিন্তু তার dress ও কথাবার্ত্তা, বিনয় দেখে শেষে আমি সবই বিশ্বাস ক'রেছিলাম।

হরিহর। বাবু কত বড় শয়তান্ সেই লোকটা? আপনার খেয়ে মানুষ, আর—

দেবনাথ। কি ব'ল্‌বো রমেন বাবু, ব'লবার আমার কিছু নেই। ভগবান্ যার কপালে সুখ লেখেননি—সে শত চেষ্টাতেও কিছু ক'রতে পারে

না। রমেনবাবু, ঐ হতভাগাকে মানুষ ক'র্‌বার জন্যে আমি অকাতরে অর্থব্যয় ক'রেছি; বিলেত পাঠিয়েছি—তার, আর তার মায়ের সমস্ত খরচ নিজে বহন ক'রেছি—কিন্তু সে সেখান থেকে ফিরে এল, একটা প্রকাণ্ড মাতাল আর বদ্‌মাইস্ হ'য়ে। কতবার যে, সে আমার দিদির গা থেকে গয়না খুলে নিয়ে গ্যাছে তা গোণা যায় না—তার ওপর মার্ ধোর্—

উমা। বাবা, পূর্ণিমাকে দেখেই বুঝেছিলাম, যে সে নিষ্কলঙ্ক, নির্মল।

দেবনাথ। ভাগ্য, ভাগ্য—সবই আমার ভাগ্য! আজ জীবনের সন্ধ্যা-বেলায় এসেও আমি আমার ভাগ্যদেবতাকে চিন্‌তে পার্‌লাম না মা।

রমেন। দেবনাথবাবু, দুঃখ ক'রবেন না—আপনার নাত্‌নীর ভাল হবেই। সেদিন তার প্রাণে ব্যথা দিয়ে আমি যে কতদূর ব্যথা পেয়েছি—তা আপনাকে কি ব'ল্‌বো। তবে দেখুন—ছেলের মঙ্গলের জন্যে—

দেবনাথ। থাক্—রমেনবাবু, যা হবার হ'য়ে গ্যাছে। অতীত নিয়ে ব'সে থেকে লাভ কি। হ্যাঁ, আমার ভায়া ভাল আছে তো?

রমেন। আপনার আশীর্ব্বাদ। তবে সেদিনকার ঘটনায় সে একটা shock পেয়েছিল। আচ্ছা আসি তবে। আশা করি মা লক্ষ্মীও আমাদের দোষ—

(পূর্ণিমার প্রবেশ)

এই যে মা—তোমার প্রতি আমি যে অবিচার ক'রেছি তার প্রায়শ—

পূর্ণিমা। না বাবা—আপনার কোন দোষ নেই। আমার কপালের লেখা যা আছে তা তো হবেই; আপনি একটা উপলক্ষ্য মাত্র। তা ছাড়া মা বাপের দোষাদোষ বিচার ক'রবার মেয়ের কোন অধিকার নেই—তাঁদের স্থান অনেক ঊর্দ্ধে। বাবা; আপনার অবমাননায় যেন

আমি পোড়া সোণার মত বিশুদ্ধ ;—শানে ফেলা হীরার মত উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌তে পারি—এই আশীর্ব্বাদ করুন।

উমা। মা তুই কি মানুষ? না দেবি?

পূর্ণিমা। দানবী বা দেবী কিছুই নই—আমি আপনারই মেয়ে মা।

[প্রণাম]

রমেন। আচ্ছা, তবে আজ আসি। আশা করি দেবনাথবাবু—আপনি ও মা লক্ষ্মী আমাদের—

দেবনাথ। ও সব ব'ল্‌বেন না—ও সব ব'লবেন না। ভায়াকে আশীর্ব্বাদ জানাবেন। সে ভাল হোক্, পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ ক'রুক্—ভগবানের কাছে এই আমার প্রার্থনা।

[উমা প্রণাম করিল। পূর্ণিমা রমেনবাবু ও উমাকে প্রণাম করিল]

উমা। উৎপল ভাল হ'লে—আপনার পায়ের ধূলো নিতে আস্‌বে বাবা। [দেবনাথ মৃদু হাসিলেন] আচ্ছা আসি তবে।

[রমেন, উমা ও পশ্চাতে পূর্ণিমার প্রস্থান]

দেবনাথ। হরিহর, ব'ইরের ঘরে উকীল বাবু ব'সে আছেন—তাঁকে ডেকে আন বাবাজী।

হরিহর। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান]

দেবনাথ। এতক্ষণে বুঝ্‌লাম দোষ কার। এত উপকারের কী সুন্দর প্রতিদান। সরোজ! তুমি চিরদিনই আমায় দুঃখ দিয়েছ, আর চিরদিনই মনে মনে স্থির ক'রে রেখেছ, যে আমি চক্ষু বুজলে—আমার এই সব কষ্টার্জ্জিত সম্পত্তি তোমার পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ ক'রবার ইন্ধন যোগাবে, না? তোমায় আমি একটি পয়সাও দিয়ে যাবো না। অসদ্ব্যয় আমি কোনদিন করিনি—কাউকে ক'র্ত্তেও দেব না।

(এটর্নীর প্রবেশ)

এটর্নী। Good Evening! সমস্ত ready—কেবল আপনার final approval এর অপেক্ষা ক'রছি।

দেবনাথ। দেখুন, উইলটা নূতন ক'রে কর্ত্তে চাই। Points গুলো দয়া ক'রে note ক'রে নিন্।

এটর্নী। বলুন আমি Points লিখে নিচ্ছি।

দেবনাথ। প্রথমতঃ লিখুন—যে কোন ধর্ম্মানুযায়ী—আমার পৌত্রী পূর্ণিমা দেবী, শ্রীমান্ উৎপলেন্দুর সহিত যদি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন এবং বিবাহের ফলে যদি পুত্র সন্তান হয়—তা হ'লে আমার সমস্ত সম্পত্তি ঐ পুত্র বা পুত্রগণই পাবে। কিন্তু যদি পুত্র না হয় তা হ'লে পূর্ণিমা ও উৎপলের মৃত্যুর পর আমার সম্পত্তি, তাদের ইচ্ছানুযায়ী, সৎপ্রতিষ্ঠানে দান করা হবে। দ্বিতীয়তঃ, যদি আমার পৌত্রী উৎপলেন্দুর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ না হন্ এবং সৎভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন—তা হ'লে তাঁর জীবদ্দশায় আমার সমস্ত সম্পত্তির তিনিই উত্তরাধিকারিণী থাক্‌বেন। আর তিনি যদি শ্রীসরোজমোহন চৌধুরীর সঙ্গে বসবাস করেন—তা হ'লে আমার সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও তিনি পাবেন না। সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্র নারায়ণের সেবায় ব্যয়িত হবে।

এটর্নী। Excuse me—শুনেছি সরোজবাবু

দেবনাথ। ভুল, ভুল শুনেছেন লিখে যান্—আমার সময় বড় অল্প।

এটর্নী। আজ্ঞে বলুন—

দেবনাথ। আমার সম্পত্তির, উৎপলেন্দু ও হরিহর Executor থাক্‌বেন।

এটর্নী। আজ্ঞে, আমি আপনার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—আমি তো দেখ্‌ছি—উইলটা whole sale re-write কর্ত্তে হবে।

দেবনাথ। তার জন্যে ভাব্‌বেন না। extra fee দেওয়া যাবে। হ্যাঁ লিখুন—শ্রীমান্ হরিহর ও আলোক আমার সম্পত্তির আয় থেকে বাৎসরিক দুই হাজার টাকা আজীবন allowance পাবেন।

[এটর্নী কিছুক্ষণ লিখিলেন এবং মুখ তুলিয়া বলিলেন]

এটর্নী। তা হ'লে রায় মশায়, এইটাই আপনার final উইল ?

দেবনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ, দেরী ক'র্‌বেন না। দু'এক দিনের মধ্যেই আমি সকল বিষয় শেষ ক'রতে চাই। বুঝ্‌লেন ?

[এটর্নী টুপী তুলিয়া অভিবাদন করিলেন ও বলিলেন]

এটর্নী। Every thing will be ready by Monday morning. Good night. [প্রস্থান]

হরিহর। বাবু, বাবু আপনি বোধ হয় ভুল ক'রলেন। সরোজ বাবু শোধ্‌রাতেও তো পারেন ?

দেবনাথ। তা হয়তো পারে; কিন্তু আমি আর শোধরাব না হরিহর। মানুষ মাত্রেই ভুল করে—আমিও না হয় একটা ভুল ক'রলাম বাবাজী। আজীবন শুধু ভুলই ক'রে এসেছি—আজ এই ভুলটার জন্যে আমার ভুলের বোঝা বোধ হয় বেশী ভারী হবে না।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ছয় মাস পরে

[উদ্যান। উৎপল ও নির্ম্মল]

নির্ম্মল। আচ্ছা, বাবা যখন এত রাগই করেন—তখন ওখানে না গেলে কি চলে না ?

উৎপল। না ভাই, ওখানে না গেলে আমি কিছুতেই থাকৃতে পারি না। আমায় আজ ওখানে যেতেই হবে.

নির্ম্মল। কেন? তুই যে বলিস্, যে তার সঙ্গে কোন—

উৎপল। আমি যা বলি তা সম্পূর্ণ সত্য। তবে তাকে দেখে আজও আমার আশা মেটেনি—একথা আমি তোর কাছে স্বীকার ক'রছি নিম্মল।

নির্ম্মল। আমার কথা শোন্। ও সব ছাড়্—বিয়ে কর্—ওখানকার নেশা কেটে যাবে, বুঝ্লি?

উৎপল। বিয়ে! দূর্ পাগল। বিয়ে ক'রবার আমার এতটুকুও আগ্রহ নেই।

নির্ম্মল। তাত' বটেই। বিয়ে কি মানুষে করে? তোর বিয়ে ক'রে কাজ নেই।

উৎপল। আমাকে ভাই এক্ষুণি দেবনাথ বাবুর বাড়ী যেতে হবে; সেখানে দাদুর ভারী অসুখ—

নিম্মল। তা যাও; মানুষ যখন যেদিকে ছোটে—তাকে সেইদিকে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ; কারণ বালির বাঁধে বন্যা আট্কায় না তা আমি জানি।

উৎপল। তুমি একজন জলজ্যান্ত Chero কিনা, তুমি সবই জান! আমাব একটা moral duty সেখানে যাওয়া—তা জান?

নির্ম্মল। সেটা ত' কিছুদিন আগেই টের পেয়েছিলাম—যখন তুমি বিছানায় প'ড়েছিলে। তা যাক্ সে কথা—কাল ভাই সন্ধ্যেবেলা আমার বাড়ীতে চা খাবে, মা ব'লে দিয়েছেন—বুঝ্লে? একেবারে সোজা দোতলায় উঠে যাবে।

উৎপল। বেশ, অমৃতে অরুচি আমার কোন কালেই নেই। কাল কখন যাবো?

নির্ম্মল। সন্ধ্যা সাত টায়। আমি চল্লাম। তোমার আবার সেখানে যেতে হবে ত? Duty—Sacred duty আছে— [প্রস্থান]

উৎপল। আচ্ছা, এরা ভাবে কি? আমি এদের কিছুতেই বোঝাতে পারিনা যে, আমার সঙ্গে পরির কোন দৈহিক সম্বন্ধ নেই! আচ্ছা, এ কথাটা কি এতই অবিশ্বাস্য? বাবা, মা, ভাই, বন্ধু সকলেই, কি জানি কেবল একটা সন্দেহের চোখে দেখেন! নাঃ কি ক'রে এদের বোঝাই [ঘড়ি দেখিল] থাক্ যাওয়া যাক্। দাদু হয়তো ভাব্বেন—আর পরি? নাঃ যাবনা। আচ্ছা, না যাবোই বা কেন? আমি ত' অপরাধী নই—যে ভয় ক'র্বো! [প্রস্থান]

(নির্ম্মল ও শৈলজার প্রবেশ)

শৈলজা। দেখ নির্ম্মল, ও সব তোমার বৃথা চেষ্টা—ও একেবারে উচ্ছন্ন গ্যাছে। ওর নেশা কাটানো তোমার কর্ম্ম নয়।

নির্ম্মল। শৈলদা, উৎপল সম্বন্ধে আপনার এমন ধারণা কেন? সে উচ্ছন্ন যায়নি—সেকথা আমি প্রমাণ ক'র্তে পার্বো এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

শৈলজা। চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই। তুমি তো তারই বন্ধু! সে যে ভদ্রলোকের মেয়েটাকে নিয়ে এই কেলেঙ্কারী ক'রছে আর তুমি ব'ল্‌ছ উচ্ছন্ন যায়নি?

নির্ম্মল। যাক্, ও নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করা চল্‌বেনা, তবে—

শৈলজা। ও তোমার বোন্‌কে বিয়ে ক'রবে? এ কথা বিশ্বাস ক'রব আমি? ও ব'লে সেই মেয়েটার প্রেমে যাকে বলে মস্‌গুল্।

নির্ম্মল। এ আপনার খুব ভুল ধারণা। উৎপল খুব sincere সে আমার কাছে—

শৈলজা। গরীবের কথা বাসি হ'লেই মিষ্টি হয়। যদিও বা ও রাজী হয়—আমি তোমায় সৎপরামর্শ দি, তুমি ও কাজ ক'রোনা—ক'রোনা। তার চেয়ে বোনটার গলায় কলসী বেঁধে জলে ভাসিয়ে দাও।

নির্ম্মল। তার মানে ?

শৈলজা। তার মানে, ঐ হতভাগী মেয়েটাকে উৎপল ছাড়বেনা—ছাড়তে পার্‌বে না। তোমার বোন্‌টীকে দুটী চক্ষের জলে ভাস্‌তে হবে—একথা আমি ব'লে দিচ্ছি নির্ম্মল। শাস্ত্রে বলে—"ভেবে কাজ করা উচিত, কাজ ক'রে ভাবা উচিত নয়"।

নির্ম্মল। আচ্ছা, ভেবে দেখি। [প্রস্থান]

শৈলজা। হে ভগবান্, হে মা কালী, হে মা ওলাইচণ্ডী, বাবা মহাদেব, বাবা মহম্মদ, এত লোককে ডেকে নিচ্ছ—ওই উৎপলটাকে নাও না বাবা। আমার ওই একটি বাধা; ওটা স'রে গেলেই মামার সব বিষয়টা আমার হয়। বাবা—ওটাকে যেদিন নেবে, সেদিন কি বলে—জোড়া মোষ বলি দেব, একটা দুম্বার কোর্‌বাণী ক'রবো, চার্চ্চে গিয়ে এক ডজন বাতি জ্বেলে দেবো। বাবা আর যে দেখ্‌তে পাচ্ছি না—শেষে কি—

[সহসা সরোজ ও গজেন্দ্র আসিয়া শৈলর গলা টিপিয়া ধরিল]

গজেন্দ্র। শালা—বার বার মুর্গী তুমি খেয়ে যাও ধান—এইবার শালা—তোর বধিব পরাণ। দে শালা—দাদার ১০০৲ টাকা আর আমার পঞ্চাশ—

শৈলজা। এঁ্যা—কে ?

সরোজ। চিন্তে পার্‌ছো না চাঁদ ? আমাকে দিয়ে আমার স্ত্রীর নামে বদ্‌নাম দেওয়ালে বাবা; আর আজ ন্যাকামী ক'রছো ? দেখ্‌ছো হাতে কি ? চীৎকার ক'রেছ কি বুকে বসিয়েছি।

শৈলজা। টা-টা-টাকা ? এঁ্যা আমি কবে টাকা দেবনা ব'লেছি—চল, আমার বাড়ী চল—টাকা দিয়ে দিচ্ছি।

গজেন্দ্র। সে হ'চ্ছে না চাঁদ—তোমার বাড়ী যাই, আর তুমি পুলিশ ডাক; সে হবে না। [সরোজকে] এই কাগজটা বার কর্—

[সরোজ একখানি কাগজ বাহির করিল ও গজেন শৈলর বুকের কাছে ছুরী ধরিল]

সরোজ। এই নাও বাবা ফাউণ্টেন পেন—ক'রে ফেলতো একটা সই—

শৈলজা। কি সর্ব্বনাশ! কবে, কবে আমি তোমাদের কাছে ২০০০৲ ধার ক'র্লাম? আমি সই ক'রবো না।

সরোজ। কি—সই ক'র্বে না? Scoundrel (ছুরী মারিতে উদ্যত)।

শৈলজা। আচ্ছা—ক'রছি সই। [গজেন টর্চ্চ জ্বালিল, শৈল সই করিল]

সরোজ। বাঃ সোণার চাঁদ—হীরের টুক্‌রো।

[সহসা গজেন্দ্র নিজের হাতে ছুরী মারিল। গজেন্দ্রের হাত হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল। গজেন্দ্র ও সরোজ চীৎকার করিল—"খুন, খুন, পুলিশ, পুলিশ"। সরোজ শৈলকে জাপটাইয়া ধরিল। দুই জন পুলিশ ও ৪।৫ জন ভদ্রলোক প্রবেশ করিল]

গজেন্দ্র। (শৈলকে দেখাইয়া) এই—এই ভদ্রলোক, ম'শাই আমার কাছ থেকে ২০০০৲ টাকা ধার ক'রেছিলেন; আজ ছটা মাস দেখা নেই। আজ আমরা যেই এখানে ধ'রেছি মশাই,—শাঁ ক'রে ঐ ছুরীটা বার ক'রে মশাই—ওরে বাবা এই ভদ্রলোক না থাক্‌লে খুনই হ'য়ে যেতাম মশাই।

সরোজ। আমি আর কি ক'রেছি ভাই—মানুষকে বাঁচানো ত' মানুষেরই কাজ—

পুলিশ। শালা উল্লু খুনী—বাঁধো, বাধো শালাকো (শৈলকে বাঁধিল) চলো বাবু, তুম্ লোগ্‌কোভি থানা মে জানে হোগা।

গজেন্দ্র। আমায় আগে হাঁসপাতালে নিয়ে চলো বাবা—নইলে রক্তস্রাব হ'য়েই মারা যাবো।

পুলিশ। আচ্ছা, ওহি হোগা, চলো।

শৈলজা। এও কপালে ছিল! [সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

[নির্ম্মলের বাটীর সুসজ্জিত কক্ষ। একটি সুদৃশ্য অর্‌গ্যান
বাজাইয়া শোভনা গাহিতেছিল]

গীত।

আজ সকালে মাধবী তলে
তুল্‌তে গিয়ে ফুল—
সহসা প্রিয়’র পরশ পেয়ে
ভাঙ্‌ল আমার ভুল।
কাল যে ছিল কোরক শুধু
আজ ফুটেছে সে,
গন্ধ তাহার পূব গগনে
ছড়িয়ে দিয়েছে॥
আজ যে তাহার পাপ্‌ড়িগুলি
কাহার আশে গে’ছে খুলি’
(বুঝি) ভ্রমর বঁধুর সোহাগে ঢ’ল’
চায় ঢ়ালিতে দোদুল দুল॥
ফুলের মত আমার হিয়া
উঠিল আজ ব্যাকুলিয়া—
কোন্ অজানার পরশ পেতে
পরাণ আমার হয় আকুল॥

(উৎপলের প্রবেশ)

উৎপল। বারে! নির্ম্মল কই? এ তো দেখ্‌ছি একটি মেয়ে! (স্বগতঃ) বাঃ বেশ গলা তো! দেখ্‌তেও মন্দ নয়। আচ্ছা গানই শোনা

যাক্। [শোভনা আপন মনে গাহিতেছিল] মন্দ নয়! আমার দিকে ফিরেও তাকায় না যে—এ কে? বাঃ বেড়ে গলা তো! কি ক'রে কথাই বা কওয়া যায়?

[নিকটের টেবিল হইতে একটি পুস্তক উঠাইয়া লইয়া সশব্দে ফেলিয়া দিল ও ঐ শব্দে শোভনা অর্গ্যান বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

উৎপল। নমস্কার। আমি—আমি, হ্যাঁ, কি ব'ল্‌ছিলাম—নির্—নির্ম্মল কোথায়? [শোভনা উৎপলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই উৎপল অপরাধীর মত বলিল]

আমাকে—আমাকে নির্ম্মল, নির্ম্মল আজ—কি বলে—চা—চায়ের নেমন্তন্ন ক'রেছিল কিনা—তাই এসেছিলাম। নির্ম্মল—নির্ম্মল—

শোভনা। তিনি বেরিয়ে গ্যাছেন, এখুনি আস্‌বেন হয়তো—আপনি বসুন— [প্রস্থানোদ্যতা]

উৎপল। (তাড়াতাড়ি) দেখুন, আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে—একটু—একটু জল আনিয়ে দিলে বড় ভাল হয়—

শোভনা। আচ্ছা বসুন। [প্রস্থান]

উৎপল। নাঃ ব'ল্‌তেই হবে সুন্দরী। আচ্ছা এ কে? নির্ম্মলের কে? জল হয়তো একটা চাকরেই আন্‌বে—বেশ মিষ্টি গলা। নির্ম্মলের কে? বোন্? তাহ'লে তো ব'ল্‌তো "দাদা বেরিয়ে গ্যাছেন"; কিন্তু ব'ল্লে—'তিনি"! নাঃ ঠিক্ মাথায় আস্‌ছে না। আচ্ছা নির্ম্মল আসুক—লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে একবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো। কিন্তু সে-ই বা কি ভাব্‌বে! (ঘড়ি দেখিল) নির্ম্মলও আসেনা—জলও আসেনা—ব্যাপার কি? বেয়ারা—বেয়ারা ব'লে চেঁচাব?—নাঃ বরং বসি। কি করি—নির্ম্মলকেই চেঁচিয়ে ডাকি; থাক্—সে যদি এসে পড়ে—তা হ'লে ঐ সুন্দরীটি আর এদিকে

আস্‌ছেন্‌ ব'লে তো মনে হয় না। কি করি! আচ্ছা ভদ্রলোক ত' নির্ম্মলটা—

[শোভনা একটি রেকাবীর উপর একটি কাচের গ্ল্যাস্‌ বসাইয়া প্রবেশ করিল। উৎপলও সাগ্রহে গেলাসটি তুলিয়া জলপান করিতে লাগিল; পরে গেলাসের জল শেষ হইলে রেকাবীর উপর রাখিতে উদ্যত হইয়া বলিল,]

উৎপল। দেখুন, অনেকটা দেরী হ'ল—নির্ম্মল এলে ব'লবেন যে উৎপল—

[শোভনার হাত হইতে রেকাবী পড়িয়া গেল ও উৎপলের গেলাস রেকাবীচ্যুত হইয়া মাটীতে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল। শোভনা কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল]

বাঃ বাবা—একি? কিছু তো বুঝ্‌তে পার্‌লাম না—তাইতো, রেকাব আর গেলাস দুই-ই চূর্ণ! না পালাই, কে আবার কি ভাব্‌বে!

(প্রস্থানার্থ বহির্দ্দিকে গমন, নির্ম্মলের প্রবেশ)

নির্ম্মল। কি হে উৎপল, ব্যাপার কি? গেলাস, রেকাবী ভাঙ্গা—কি হ'য়েছে? তুমিই বা এমন—

উৎপল। খুব হ'য়েছে। খুব চা খাওয়ালে ভাই; আমি চল্লাম—আর এখানে কোনদিনই আস্‌ছি না। [প্রস্থান]

নির্ম্মল। আরে চটো কেন? শোন—শোন— [পশ্চাদ্ধাবন]

[নেপথ্যে] নেম্‌মল বাবু, নেম্‌মল বাবু—

চতুর্থ দৃশ্য।

[রমেন্দ্রবাবুর বাটীর বহির্দ্বার। রামরূপ ও হরিহর]

হরিহর। আচ্ছা, কখন আস্‌বেন তোমাদের দাদাবাবু—বল্‌তে পার?

রামরূপ। মশয় যে কী বলেন—আমি আমরূপ; দাদাবাবুকে কোল পিঠ্‌কে চড়ায়ে এত বড়ডা করা ক'র্‌লাম—আর আমি না জানা ক'রবো তো কি আপুনি জানা ক'র্‌বেন মশয় ?

হরিহর। না, আমি কি ক'রে জান্‌বো ? তা বাপু, কখন আস্‌বেন তিনি ?

রামরূপ। এজ্ঞে, সাতটাও হতি পারে—আবার দশটাও হতি পারে।

হরিহর। কি মুস্কিল ! তবু সচরাচর কখন আসেন ? দেখ আমাদের বড় বিপদ।

রামরূপ। এজ্ঞে বিপৎ—বিপৎ কি মশায়—আপুনি তো বেশ কথা বলা ক'রছেন।

হরিহর। ভাখ বাপু, আমি সত্যি বল্‌ছি—আমাদের বাবুর বড় অসুখ—তোমাদের দাদাবাবুকে আমার বিশেষ দরকার।

রামরূপ। এজ্ঞে আমার দাদাবাবুর অসুখ ? কি বলা ক'রছেন মশয়—আবার কি মাথাটি ভাঙা ক'রেছে ? এজ্ঞে এবার মাথাটি ভাঙা ক'রলে—মাঠান্ তো বাচা ক'র্‌বেন না।

হরিহর। তোমার দাদাবাবুর নয়—তোমার দাদাবাবু ভাল আছেন—আমাদের বাবুর অসুখ।

রামরূপ। এজ্ঞে না মশয়, বাবু তো ভালই আছেন—এই তো বাইরে যাওয়া ক'রলেন।

হরিহর। তোমায় বাবু নয়—আমার—আমার বাবু।

রামরূপ। ওঃ তাই বলা করেন। আপুনি যেই বলাটি ক'রেছেন যে আমাগোর বাবুর অসুখ—ওম্‌নি এই বুকটার ভেত্তর ঢেঁকী পেটা সুরু হ'য়েছে মশয়।

হরিহর। দেখ, তুমি একটা কাজ ক'রবে ?

রামরূপ। দেখুন বাবু মশয়, ঐ কাজটি ক'রতে আমি নারাজ। আপনারা

ভদ্দরনোক ; আমাদের দেখা ক'রলেই কাজটা ফরমাস্ করা করেন কেনে মশয় ?

হরিহর। দেখ, কাজ এমন বিশেষ কিছু নয়—শুধু তোমার দাদাবাবু এলেই এই চিঠিটা দেবে—আর ব'ল্‌বে—দেবনাথ বাবুর বড্ড অসুখ—শীঘ্র যেতে বুঝ্‌লে ?

রামরূপ। কেব্‌বল এই খৎটা দিয়ে বলা ক'রবো যে একটি বাবু আসা ক'রেছিলেন—তেনার বড্ড অসুখ, বেয়ারাম—এই কথা তো ?

হরিহর। হ্যাঁ, তাই বোলো—আমি চল্লুম। [প্রস্থান]

রামরূপ। এই কলকাত্তার বাবুগুলাই জানে শুধু কাজ। আমাগোর শরীলটাকে ওরা শরীলই মনে করে না। যা হোক্—খৎটা দাদাবাবুকে দেওয়া ক'রতে হবে।

(উৎপলের প্রবেশ)

এই যে দাদাবাবু, একটি ছেলে আসা করেছিল—আপুনার খোঁজ করা ক'রছিল, তেনার বড় বিপৎ।

উৎপল। ছেলে ? কত বড় ছেলেরে ?

রামরূপ। এজ্ঞে—আমার বয়সী হবেক্ আর কি।

উৎপল। চল্লিশ বছরের বুড়ো—তুই মনে করিস্ তুই ছেলে ?

রামরূপ। এজ্ঞে জানেনই তো আমি সাদাসিদে নোক।

উৎপল। যাক্ কি ব'ললে ?

রামরূপ। এজ্ঞে বলাত' অনেক কিছু ক'রেছে ; তা আমি মশয় ঠিক বলা ক'রতে পারবো না—তবে আপুনাকে এই খৎটি দ্যাওয়া ক'রেছেন। [পত্র দিল]

উৎপল। (মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! দাদু মৃত্যুশয্যায়—ডাক্তাররা জবাব দিয়েছেন !! আর এক মিনিটও দেরী করা উচিত নয়। দেখ্ রামরূপ, মা'কে বলিস্—হয়তো

আমার আস্‌তে দেরী হ'তে পারে—মা যেন না ভাবেন, আমি চল্লুম। [প্রস্থান]

রামরূপ। [এক মিনিট অবাক্ হইয়া রহিল]

ওঃ মাথাট্টায় কথাটা সেঁধ ক'রেছে বটে। এ সেই দিদিবাবুর চিঠি—তাই বটে। হাজার হোক্—লাড়ের টান—দাদাবাবু রইতি পার্‌বে কেনে? [প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

[দেবনাথের কক্ষ। নিস্তব্ধতা সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে। দেবনাথ শয্যার উপর অর্দ্ধশায়িত। মাথার নিকট পূর্ণিমা—পায়ের নিকট মাধবী উদ্বিগ্নচিত্তে উপবিষ্টা। টেবিলের উপর ঔষধপত্র সাজান। মাটীতে Oxygen Cylinder]

পূর্ণিমা। বড্ড কষ্ট হ'চ্ছে দাদু? ডাক্তারকে ডাক্‌তে পাঠাবো?

দেবনাথ। না দিদি, ডাক্তার কবিরাজের আর দরকার নেই—

পূর্ণিমা। দাদু, বড্ড কষ্ট হ'চ্ছে?

দেবনাথ। হ'চ্ছে দিদি, তোকে ছেড়ে যেতে হবে—তাই—। কাঁদিস্ না দিদি। এ রকম আসা-যাওয়া তো মানুষের নূতন নয়। আজ আমার মনে হ'চ্ছে পরি—যেন এই পৃথিবীতে আরও কতবার এসেছি—কতবারই যেন এমনি ক'রে চ'লে গিয়েছি—কিন্তু আসা যাওয়া ফুরোয়নি দিদি।

মাধবী। দাদু, আপনি কথা ক'বেন্ না—ডাক্তার বারণ ক'রেছে।

দেবনাথ। ওরে না দিদি—আজ আমি কবই; হয়তো কাল আর কথা কইতে পাবো না। আজ কি কথা না ব'লে থাকতে পারি—(পূর্ণিমার দিকে চাহিয়া) পরি, দিদি আমার—

পূর্ণিমা। কি দাদু?

দেবনাথ। আমি চ'লে গেলে কে তোকে দেখ্‌বে ভাব্‌ছিস্‌ দিদি? তুই ভাবিস্‌ না বোন—যে সবাইকে দেখে—সে-ই তোকে দেখ্‌বে।

পূর্ণিমা। দাদু, আমি আমার নিজের কথা ভাব্‌ছি না—আমি ভাব্‌ছি তোমার কথা—আজ শেষ সময়েও তুমি শান্তি পাচ্ছনা আমার জন্যে—তাই ভাব্‌ছি। আমি তোমার জীবনে একটা অশান্তি, একটা বাধা, একটা অভিসম্পাত।

দেবনাথ। না দিদি, তুই আমার যে কী, তা আমিই কোনদিন বুঝ্‌তে পারিনি। আমার সকল দুঃখ, সকল ব্যথা—সকল বেদনার শান্তি তুই। তুই যে আমার কাছে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ। মাধবী একটু জল—একটু হাওয়া—একটু— [মাধবী Oxygen Funnel মুখের নিকট তুলিয়া ধরিল]

পূর্ণিমা। দাদু—দাদু—

দেবনাথ। কি দিদি? হ্যাঁরে পরি—আজ উৎপল এল'নারে—

[পূর্ণিমার হাত চাপিয়া ধরিলেন]

কত লোকই আমায় ছেড়ে গ্যাছে দিদি—কিন্তু আজ তোকে ছেড়ে যেতে এত কষ্ট হ'চ্ছে কেন? পূর্ণিমা—পরি—ওরে একটা কথা—ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাস্‌নে দিদি—ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাস নে।

পূর্ণিমা। তুমি অমন কচ্ছ কেন দাদু? বড্ড কষ্ট হ'চ্ছে—না? দাদু—তুমি আমার জন্য ভেব' না। আমার জন্মাবার ঢের আগে, যে তোমাদের বুকে স্নেহের বন্যা দিয়েছিল—আমার দাঁত উঠ্‌বার আগে, যে মা'র বুকে দুধ দিয়েছিল—সেই আমায় দেখ্‌বে। দাদু, তুমি তাঁর নাম কর—

দেবনাথ। আমায় বসিয়ে দে না ভাই। ওঃ সব হাওয়া বন্ধ হ'য়ে গেল। হরি—ভগবান— [পূর্ণিমা ও মাধবী আর একটু উঁচু করিয়া দেবনাথকে বসাইয়া দিল]

উৎপল—উৎপলকে—তাকে আজ আমার চাই-ই।

(হরিহর ও উৎপলের প্রবেশ)

উৎপল। এই যে দাদু—আমি এসেছি।

দেবনাথ। [একদৃষ্টে মুখের দিকে তাকাইয়া] ও উৎপল—এসেছ—এসেছ ভাই? ভাল আছ?

উৎপল। ভাল আছি দাদু,—আপনি?

দেবনাথ। আমি তো চ'লেছি ভাই—ওই ওখানে। উৎপল—দিদির আমার কেউ নেই—তুমি তাকে দেখো ভাই; তার ভার আমি তোমাকেই দিয়ে গেলাম। মাধবী—

মাধবী। কি দাদু—

দেবনাথ। সেই খামটা আমায় দে তো দিদি—

[মাধবী একটি লম্বা খাম আনিয়া দেবনাথের হস্তে দিল]

আমি চ'লে গেলে, উৎপল, তুমি পূর্ণিমার সাম্‌নে খামটা খুলো—এ আমার 'উইল'। পূর্ণিমা—দিদি—

পূর্ণিমা। দাদু—

দেবনাথ। কাছে আয় দিদি—খুব কাছে—

[পূর্ণিমা নিকটে আসিল]

মাধবীকে তুই ফেল্‌বিনা তা জানি—তবু তোকে আমার অনুরোধ—তাকে আর আলোককে ত্যাগ করিস্ না দিদি—

পূর্ণিমা। দাদু, কোনদিনই তোমার অবাধ্য হইনি—কোনদিন হবও না। তোমার আর কি ইচ্ছা, বল দাদু—

দেবনাথ। উৎপল—উৎপল, জান্‌লাগুলো খুলে দাওনা ভাই—জান্‌লা-গুলো—

উৎপল। জান্‌লা তো সব খোলা র'য়েছে দাদু—

দেবনাথ। তাইতো—তাইতো ভাই—(জোরে) হরিহর—হরিহর বাবাজী—একটু জল,—গীতা—

পূর্ণিমা। উৎপল, যাওনা, ডাক্তারকে—যাওনা উৎপল—

[উৎপলের দ্রুত প্রস্থান]

দেবনাথ। হরিহর, বলনা বাবা, সেই স্তোত্রটা—পরি—পরি ঐ দেখ্‌ছিস্‌—ঐ ওরা এসেছে—তোর বাবা, মা, তোর দিদিমা—সবাই—দেখ্‌ছিস্‌? ওই ওরা ডাক্‌ছে "চল ফিরে চল" পরি—তুই বল্‌না দিদি সেই স্তোত্রটা—যাবার আগে একবার শুনে যাই—

(উৎপল ও ডাক্তারের প্রবেশ)

[ডাক্তার ব্যাগ খুলিয়া Injection দিতে গেলেন—কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইল না। ঔষধ ফেলিয়া Syringe ধুইতে লাগিলেন]

দেবনাথ। দংষ্ট্রা করালানি চ তে মুখানি
দৃষ্টৈব কালানল সন্নিভানি
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥

[দেবনাথের চক্ষুঃস্থির হইল—দেহ ঢলিয়া পড়িল। মুখে একটি শান্ত হাস্যরেখা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল—ডাক্তার তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়া দেহ পরীক্ষা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

হরিহর। কেমন দেখ্‌লেন ডাক্তার বাবু—বাবু আমার ভাল হবেন তো?

ডাক্তার। [ম্লান হাসিয়া] হ্যাঁ, হরিহর—বাবু তোমার এমন দেহ পেয়েছেন—যে দেহে জরা, রোগ কোন দিন হবে না।

উৎপল। তবে কি দাদু—

[ডাক্তার ব্যাগ গুছাইতে লাগিলেন]

পূর্ণিমা। দাদু—দাদু !!

[দেহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল ; ক্ষণকাল পরে উন্মাদিনীর ন্যায় বলিল]

"না আমি কাঁদ্‌বো না। তুমি সব চেয়ে দুঃখ পেতে আমার চোখের জল দেখ্‌লে—তোমার মহাপ্রস্থানে আমি বাধা হব না দাদু। উৎপল, কাকা—এ আমার দাদুর মৃত্যু নয়—এ তাঁর মহাপ্রস্থান। ওগো নিয়ে এস ফুল—নিয়ে এস মাল্যচন্দন। দাদু ফুল ভালবাস্‌তেন—আজ তাঁর মহাপ্রস্থানের দিনে ফুলের সাজে সাজিয়ে দি।"

চতুর্থ অঙ্ক।

(তিন মাস পরে)

প্রথম দৃশ্য।

[দেবনাথ বাবুর বাটীর কক্ষ। সময় সন্ধ্যা। পূর্ণিমা ও উৎপল দুইটী চেয়ারে উপবিষ্ট ; মধ্যে একটি টেবিল—টেবিলের উপর এক কাপ চা। উৎপল উইল পাঠ করিতেছিল]

উৎপল। শুন্‌লে তো, তোমার দাদুর শেষ ইচ্ছা? এখন তোমার মত হ'লে আয়োজন ক'র্‌তে পারি।

পূর্ণিমা। কিসের আয়োজন উৎপল?

উৎপল। কিসের আবার? তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের? দাদু স্পষ্ট ক'রেই লিখে গে'ছেন ; সেই ছিল তাঁর শেষ ইচ্ছা।

পূর্ণিমা। উৎপল, তুমি পাগ্‌লামী ক'রো না। আমি কাউকে কোন দিনই বিয়ে ক'র্‌তে পার্‌বো না—সে যাঁর ইচ্ছাই হোক্‌।

উৎপল। তার মানে?

পূর্ণিমা। তার মানে—হিন্দুর মেয়ের দু' বার বিয়ে হয় না—হ'তে পারে না।

উৎপল। তবে বল—তুমি সেই মাতালটাকে ভালবাস? তা নইলে তুমি অম্লানবদনে ব'ল্‌তে পার্‌তে না—

পূর্ণিমা। সে তোমার যেমন অভিরুচি—তুমি তাই বোঝ—আমি তোমাকে আজ স্পষ্টই ব'ল্‌ছি—আমি দাদুর আদেশ পালন ক'র্‌তে পার্‌ব না উৎপল। তা ছাড়া উইলের কোন যায়গায় তিনি আমার স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করেননি। তিনি তাঁর উইলে তিনটি সর্ত্ত লিখেছেন। প্রথম—ধর্ম্মত্যাগ ও তোমায় বিয়ে করা এবং সম্পত্তি ভোগ—দ্বিতীয়—সৎভাবে জীবন যাপন; তৃতীয়-আমার স্বামীর সঙ্গে বসবাস ও সম্পত্তি ত্যাগ। এই তিনটের যে কোনটা আমি বেছে নিতে পারি।

উৎপল। তুমি বোধ হয় শেষটি বেছে নিতে চাও, না পরি?

পূর্ণিমা। না—আমি মাঝেরটাই বেছে নেব। বিবাহিত নামে হ'লেও আমি ধর্ম্মতঃ চিরকুমারী। আমার কুমারী ধর্ম্ম আজও নষ্ট হয়নি—হ'তেও আমি দেবনা।

উৎপল। [সহসা নিকটে গিয়া] পরি—আমার পরি-তুমি ত' জান—কত ভালবাসি তোমায়। তুমি আমার সর্ব্বস্ব, আমার জীবনের ধ্রুবতারা, তুমি আমার নিদ্রার স্বপ্ন—জাগরণের চিন্তা। আমার আশা, আমার আনন্দ তুমি। সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রতে পারি তোমার জন্যে। তুমি আমায় নিরাশ ক'রো না, আমায় ব্যথা দিও না; পরি! বল—বল তুমি দাদুর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ ক'রবে?

পূর্ণিমা। আমায় ক্ষমা কর উৎপল—আমি তোমার প্রস্তাব গ্রহণ ক'রতে পার্‌বো না।

উৎপল। পার্‌বে না, কেন পার্‌বে না?

পূর্ণিমা। তোমায় ভালবাসি ব'লে। তোমার ক্ষতি আমি কোনদিনই ক'রতে পার্‌বো না উৎপল। আমায় তুমি ক্ষমা কর।

উৎপল। ভালবাস! ছাই বাস। তাই যদি বাস্‌তে তো আমায় এত কষ্ট কিছুতেই দিতে না। আমি একটা নিরেট বোকা—তাই এতদিন মরুভূমি মরীচিকার পিছু পিছু ছুটে চ'লেছি। নেহাৎ মূর্খ তাই তোমার কাছে প্রেম ভিক্ষা ক'রেছি। আজ আমার চোখ খুলে গ্যাছে—আজ আমি বেশ বুঝেছি তোমার প্রাণে দয়া, মায়া, মমতা, প্রেম কিছুই নেই। তোমার ঐ সুন্দর চোখের ভিতরে লুকানো আছে মর্ম্মভেদী বাণ;—আর সেই বাণের অন্তরালে লুকানো আছে তীব্র হলাহল।

পূর্ণিমা। ভুল—ভুল উৎপল। দয়া, মায়া, মমতা, প্রেম সব আজও আছে ব'লেই না তোমার প্রস্তাবে রাজী হ'তে পার্‌লাম না। তোমার বাপের নয়নানন্দ তুমি—তোমার মা'র অঞ্চলের নিধি তুমি—তাঁদের বড় আদরের ছেলে তুমি—তাঁদের বুকে ব্যথা দিয়ে ছিনিয়ে নেব তোমায়—এমন পিশাচী আমি নই; তাই তোমার প্রস্তাবে রাজী হইনি—হবও না। উৎপল, তুমি ভুল বুঝোনা—আমার অনুরোধ।

উৎপল। তোমায় বিয়ে ক'রলে—বাপ মাকে যে ছাড়তে হবে—তার কি কোন মানে আছে পরি? তুমি বৃথা ভয় ক'র্‌ছো; তা ছাড়া আমি তো তোমায় ব'লেছি—তোমার জন্য আমি সব ত্যাগ ক'রতেই রাজী ছিলাম।

পূর্ণিমা। আমার জন্যে কাউকে ত্যাগ ক'রতে আমি তোমায় দেব না—দেব না। আমায় ক্ষমা কর।

উৎপল। [পরির হাতের উপর নিজের হাত রাখিয়া] আচ্ছা—বিয়ে না হয় নাই ক'রলে—কিন্তু আমায় অত দূরে দূরে আর রেখো না। আমার অনুরোধ—পরি, আমার কথা একটু ভেবো—মনে রেখো আমিও মানুষ—রক্ত মাংসে গড়া শরীর আমার।

পূর্ণিমা। তোমায় মানুষ ব'লে মনে করি ব'লেই ত' তোমার ওপর অত্যাচার ক'রতে সাহস করি। আমি তোমায় ব'লেছি উৎপল—এ দেহটাকে কিছুতেই তোমার পূজায় অঞ্জলি দিতে পারবো না—আমার সে অধিকার নেই।

উৎপল। তবে কি দিতে চাও আমায়! যা চাই—তাতেই তো তোমার অধিকার নেই বল। কিন্তু আজ দেখ্ছি জোর ক'রে আমায় সেই অধিকার স্থাপন ক'রতে হবে। একটা ক্ষুধার্ত্ত মানুষের মুখের সাম্‌নে মিষ্টান্নের থালা এনে হুকুম কর—তুমি খেয়ো না; একজন তৃষ্ণার্ত্তের সাম্‌নে জল রেখে বল তুমি পান ক'রো না—দেখ্‌বো তারা কত তোমার কথা শোনে? আমি আজ তাই—তোমার কোন আপত্তি—কোন বাধাই মান্‌তে চাইনা—মান্‌বো না।

[পরি উৎপলের কথা শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

পূর্ণিমা। উৎপল, আমার চোখে আজও তুমি দেবতা—আজও তোমায় আমি নিত্য পূজা করি। তোমার পায়ে পড়ি উৎপল—তুমি আমার অটল বিশ্বাস ভেঙে দিও না। আমি ভক্ত, আমি চিরদিনই দূর থেকে তোমায় পূজা ক'রবো; তাতেই আমার আনন্দ—আর আমি তোমায় কোন দিনই ব্যথা দিইনি—তবে কেন তুমি আমার সুখ স্বপ্ন ভেঙে দিতে চাও? [উৎপল ক্ষণকাল চুপ করিয়া বলিল]

উৎপল। পরি, যাকে এত ভালবাস—তার কোন আব্‌দার-ই রাখ্‌তে পার না তুমি? অদ্ভুত! পরি—আমার এত ভালবাসাকে পায়ে ঠেলো না।

পূর্ণিমা। সত্যি তুমি আমায় ভালবাস উৎপল?

উৎপল। নিশ্চয়ই বাসি; তাতে কি আজও সন্দেহ আছে তোমার?

পূর্ণিমা। তাই যদি বল উৎপল, তা হ'লে আমাকে তোমার রক্ষিতা ব'লে সাধারণের কাছে কিছুতেই কলঙ্কিতা হ'তে দেবে না—তা আমি জানি—আমি জানি। [প্রস্থান]

[উৎপল কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[রমেন্দ্র বাবুর বাটীর দরদালান। রামরূপ ও রমেন্দ্রনাথ]

রমেন। উৎপল কোথা?

রামরূপ। এজ্ঞে চক্ষোচোক্ষে তো দেখা ক'রতে পাই নাই মশয়—

রমেন। রাত দশটা বাজ্‌লো, বাবু এখনও ফেরেননি ব্যাপার কি! এত রাত পর্য্যন্ত থাকে কোথায়?

রামরূপ। এজ্ঞে আমি সাদাসিদ্দা নোক; আমি কি ক'রে জানা ক'রবো বলেন?

রমেন। Nonsense। তোকে আমি জিজ্ঞেস্ করিনি—সব কথায় কথা—ফের যদি কথা বল্‌বি—

রামরূপ। এজ্ঞে আর কথাটি বলা ক'রছি না—এই চুপ কর্‌লাম।

রমেন। কখন বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল?

[রামরূপ চুপ করিয়া রহিল]

রমেন। কখন উৎপল বাড়ী থেকে বেরিয়েছে—জানিস্?

[রামরূপ ঘাড় নাড়িল]

কখন? [রামরূপ এক হাতে ঠোঁট দুটী চাপিয়া অপর হাতের

পাঁচটি আঙ্গুল দেখাইল]

রমেন। মুখে কি পোকা প'ড়েছে ? কথা ব'ল্‌তে পার না ?

[রামরূপ প্রথমে জোরে ঘাড় নাড়িল—পরে আস্তে ঘাড় নাড়িল]

রমেন। দূর হ সাম্‌নে থেকে—আমি তোর মুখ দেখ্‌তে চাই না।

[রামরূপ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল]

আজ সে বাড়ী আসুক—আজ তার একদিন কি আমার একদিন। আদর দিয়ে দিয়ে গিন্নী, হতভাগার মাথাটা খেয়েছে। যা তো—গিন্নীকে ডাক্—

রামরূপ। এজ্ঞে— [পরেই জিভ কাটিয়া প্রস্থান করিল]

রমেন। [পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন] রাত এগারটা—আচ্ছা, আসুক সে—

(উৎপলের প্রবেশ)

উৎপল। মা, মা—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। ওঃ আপনি—

[সম্মুখে রমেন্দ্রনাথকে দেখিয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল]

রমেন। বলি—এত রাত্রে আসা হ'চ্ছে কোথা থেকে ?

[উৎপল নীরব]

রমেন। বলোনা—কথার উত্তর দাও—আস্‌ছো কোথা থেকে ?

উৎপল। আজ্ঞে—দেবনাথ বাবুর বাড়ী গিয়েছিলাম—

রমেন। [গর্জ্জন করিয়া] দেবনাথ বাবুর বাড়ী থেকে ; এলে কেন ? ফিরে সেখানেই থাকগে। [উৎপল নীরব]

কতবার তোমায় বারণ ক'রেছি—তুমি ওখানে যাবে না—তবু কথা কাণেই ঢোকে না—গ্রাহ্যই হয় না। আমি তোমায় আজ শেষ ব'ল্লাম—হয় তুমি সেখানেই থাক, আমাদের ছাড়—নয় আমাদেরই থাক ; শ্রীমন্দির ছাড়। আমার ছেলে হ'য়ে যে তুমি আমাদের কথা শুনবে না—অবাধ্যতা ক'রবে এ আমি বরদাস্ত ক'রবো না।

উৎপল। দাদুর মৃত্যুর পর ওদের দেখাশুনো ক'রবার কেউ নেই—তাই আমায় বাধ্য হ'য়ে যেতে হয়।

রমেন। তুমি বড় মাতব্বর কিনা—তাই তুমি ওদের দেখাশুনো ক'র্‌বে? বোকা বোঝাচ্ছ কাকে শুনি? আমি সাফ্‌ ব'ল্‌ছি তোমায়—তোমার ওখানে যাওয়া হবে না। যদি তবুও যেতে চাও তবে এ বাড়ীতে তোমার স্থান নেই।

উৎপল। আজ্ঞে, আমাকে ওখানে যেতেই হবে।

রমেন। বটে, যেতেই হবে? Get out, Get out—বেরো আমার বাড়ী থেকে—তোর মুখ দেখ্‌তে চাই না।

উৎপল। বেশ, আমার চ'লে যাওয়াটা যদি আপনার এতই অভিপ্রেত হয়—তাহ'লে কাল সকালে উঠেই চ'লে যাবো।

(উমা ও রামরূপের প্রবেশ)

রমেন। না—কাল্‌টাল্‌ বুঝি না। তুই এক্ষুনি বেরো—নইলে তোকে জুতো পেটা ক'রে বার্‌ ক'রবো—বুঝলি? Get out—Clear off.

উৎপল। বেশ—এক্ষুনি যাচ্ছি; কিন্তু আমার ওপর আপনি আজ অবিচার ক'র্‌লেন—রাগ প'ড়লে বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

[প্রস্থানোদ্যত]

উমা। কোথা যাচ্ছিস্‌ উৎপল! ছিঃ বাবা—পাগ্‌লামী করিস্‌ না।

উৎপল। মা, বাবা বারবার মিথ্যে সন্দেহ ক'রে আমাকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। আমার যাওয়াটাই যদি তাঁর এত বাঞ্ছনীয় হয়—তবে আমার যাওয়াই ভাল। দুটো ভাত কি আমার এই পৃথিবীতে জুটবে না মা?

উমা। উনি না হয় যেতে বলেছেন—আমি তো তোকে যেতে বলিনি উৎপল! দুটো ভাত মুখে না দিয়ে কিছুতেই তুই যেতে পাবি না।

রমেন। ছেলেকে যদি ভাত খাওয়াতেই হয়—তবে যেখানে ইচ্ছে হয় খাওয়াও গে—আমার বাড়ীতে ওর এক মিনিটও স্থান হবে না। অবাধ্য ছেলে থাকা আর না থাকা দুই-ই সমান। বেরো তুই—

উমা। উৎপল, যাস্‌নি বাবা—

উৎপল। মা, ক্ষমা কর; বাধা দিও না। যদি বেঁচে থাকি তা হ'লে তোমায় না দেখে থাক্‌তে পার্‌বো না কিছুতেই। আশীর্বাদ ক'রো মা, যেন মানুষ হ'য়ে ফির্‌তে পারি।

[উৎপল, রমেন্দ্রনাথ ও উমার পদধূলি গ্রহণ করিল। রমেন্দ্র মুখ ফিরাইলেন—উমা কাঁদিতে লাগিলেন]

উৎপল। আমি যে নিরপরাধ তা একদিন আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন বাবা।

[প্রস্থান]

[রামরূপও উৎপলের পিছনে যাইতে লাগিল]

রমেন। কোথা যাচ্ছিস্ হতভাগা? তোকে আমি যেতে বলিনি।

রামরূপ। এজ্ঞে বাবুমশয়, দাদাবাবু রাতবিরাতে তো বাহিরকে থাকা করে না—তাই সাথ্‌কে যাওয়া কর্‌ছি মশয়।

রমেন। কে যেতে ব'লেছে তোকে?

রামরূপ। আমার হের্‌দয় মশয়—আমার প্যান। সাদ্দাসিদ্দা নোক, গতর খাটায়ে প্যাট চালায়ে থাকি; আমাগোর তো টাকা নাই মশয় —যা কিছু থাক্‌বার আছে সে আমাদের গতর—আর একটা প্যান। কোলকে পিঠ্‌কে চড়ায়ে যে দাদাবাবুকে এত বড়ডা কর্‌লাম—সেই যদি না থাকা করে—তবে আমরূপও থাকা কর্‌ছে না মশয়। এজ্ঞে বলা আর বেশী কর্‌বো না—দাদাবাবু একুলা যাওয়া কর্‌ছে।

[দ্রুত প্রস্থান]

[উমা আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন]

রমেন। চল ভেতরে চল—

উমা। না আমি যাবো না। আমি এইখানেই থাক্‌বো। আমার ছেলেকে বিদায় ক'রেছ—আমাকেও বিদায় দাও।

রমেন। বাঃ, আমি খাব দাব না?

উমা। তোমার তো দাসদাসীর অভাব নেই। তাদের বল তোমার খাবার দিতে; আমি এইখানেই থাক্‌বো। উৎপল আমার না খেয়ে গিয়েছে—তাকে না খাইয়ে আমি আর কাউকে খেতে দিতে পার্‌বো না।

[রমেন্দ্র গম্ভীর হইয়া বসিল]

রমেন। ছেলে শুধু তোমারই—আমার কেউ নয়? এই শাসনে ও শুধ্‌রে যাবে। দেখ্‌বে একদিন যেতে না যেতে এসে পায়ে ধ'রে ব'লবে যে, "বাবা আর আমি কোনদিন ওখানে যাবো না"। ব্যস্—সব গোল মিটে যাবে বুঝ্‌লে? ওঠো—চল ভেতরে চল—

উমা। তুমি উৎপলকে বোঝনি। সে কোনদিনই যেচে ফিরে আস্‌বে না। তুমি তার ওপর অবিচার ক'রেছ। যে জিনিষটা অতি সামান্য চেষ্টায় মিটে যেতো—তা নিয়ে তুমি এত বড় কাণ্ড ক'র্‌লে! আমি যাবো না—আমি যাবো না। আমার ছেলেকে তুমি বিদায় ক'রে দিয়েছ—আমাকেও বিদায় ক'রে দাও। বাছা আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে ব'লে এসেছিল—তুমি তাকে খেতে দাওনি। [রমেন্দ্র নীরব] ছেলে যে মার কাছে কী—যদি মেয়ে মানুষ হ'তে তাহ'লে বুঝ্‌তে। তোমরা পুরুষ মানুষ ভালবাস্‌তে কাউকে জান না—জান্‌বার দরকারও মনে কর না; তোমরা সব চেয়ে ভালবাস নিজেদের—নইলে ক্ষুধার্ত্ত ছেলেকে এম্‌নি ক'রে বিদায় ক'রে দিতে পার্‌তে না! পার্‌তে না! পারতে না!!!

তৃতীয় দৃশ্য।

[মিসেস্ বেলের কক্ষ। মিসেস্ বেল্ বসিয়া কাঁদিতেছে ও গজেন্দ্র পাশে দাঁড়াইয়া সান্ত্বনা দিতেছে]

গজেন্দ্র। দেখ মেমসাহেব—এই বাংলাদেশে এসে তুমিও দেখ্ছি নেহাৎ বাঙালী হ'য়ে প'ড়েছ ওই জন্যেই সরোজ তোমাকে দেখ্তে পারে না। এঁ্যা—তুমি কাঁদ্বে কি?

বেল্। দেখো গজেনডর বাবু, আজ সাত বছর হলো কি হামাকে লইয়া আসিল। পহেলা পহেলা—রূপিয়া পয়সা কুছ্ কুছ্ দিটো; আজকাল একটা কৌড়িভি দেয় না—সবহি মড খাইয়া উড়াইয়া ডেয়; ওভি তো তোমার দোস্তের লিয়ে Tolerate করিয়াসে—হামি ভড্ডর আড্মীর বছ; কি ক'রে—এক মার্চ্চেণ্ট আফিসে কাম নিলে,—যা পাইলো—বাড়ী ভাড়া ডিলো আউর দোজন খাইলো। টুমার দোস্ত গালি গালাজ করিবে—রাত দুই তিন বাজে আসিবে—ওভি সহিলো—কিন্টু আজকাল আর হামি পারি না গজেন্ডর।

গজেন্দ্র। আরে এ সব তো পুরাণো কথা। নূতন কি হ'লো—কাঁদ্ছো কেন, তাই বল?

বেল্। আর কি বলিবে? আজকাল আসিয়া খালি মড্ খাইবে আর চীট্কার করিবে—'মা ধোবী'—'মা ধোবী'। এ মা ধোবী কোই lady হইবে কি আউর কুছ্ চিজ্ হইবে কে বলিটে পারে? আচ্ছা গজেন্ডর—মা means mother, আউর ধোবী—thats washer-man। তব্ মা ধোবী হইল কি mother of an washer-man কি বোলো? দেখো ভড্ডর আড্মী; জরুর একঠো বুড়িয়া ধোবানীর সাঠে আজকাল সরোজ love করিয়াসে—টুমি কি বোলো?

গজেন্দ্র। তা দেখো মেমসাহেব, একটা সত্যি কথা বলি—এই সরোজের ব্যবহারে, সত্যিই তার উপর ঘেন্না হ'য়ে গ্যাছে। কবে আমি তার সঙ্গ ত্যাগ ক'রতুম্—কিন্তু পারিনি কেন জান ?

বেল্। কেনে গজেন্ডর ?

গজেন্দ্র। শুধু তোমার জন্যে মেমসাহেব—শুধু তোমার জন্য—

বেল্। টুমি কি বল গজেন্ডর, হামার আর কি আসে যে টুমি হামাকে চাহিবে ?

গজেন্দ্র। কি ক'রে থাকবে মেমসাহেব ? তুমি যে কষ্ট সহ্য ক'রছো—একটা বাঙালী বউও তা পারে না। আহা ! আজই না হয় না খেতে পেয়ে বৃষকাষ্ঠ হ'য়েছ ; কিন্তু আগে যখন এসেছিলে খাস বিলেত থেকে—কি রূপই বা ছিলো তোমার ; আহা ! গালদুটী ছিল যেন Firpo'র বাড়ীর পাঁউরুটী—আর ঠোঁট দুটো মেমসাহেব—সত্যিই ছিল Apple skin, কেমন ঠিক্ না ?

বেল্। না না গজেন্ডর—পুরাণো বাট আর বলিও না ; হামি কাঁডিয়া ফেলিবে।

গজেন্দ্র। মেমসাহেব, আমিই কি আর তখন এমনি গাঁটকাটা ছিলাম ? আমি শুধু তোমায় দেখ্‌তে পাবার আশাতেই সরোজের সঙ্গে ভিড়ে প'ড়েছিলাম—মেমসাহেব, শুধু তোমার জন্যে আমার এই দশা—এই বদ্‌নাম।

[বেল্ আড় চোখে গজেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল]

বেল্। I see.

গজেন্দ্র। কিন্তু আর তোমার এই দুর্দ্দশা দেখ্‌তে পারছি না মেমসাহেব ! তোমার জন্যে এই বুকের ভেতরটা যে কী করে—তোমার মুখ দেখ্‌লে আমার যে কী কষ্ট হয়—তা তোমায় কেমন ক'রে জানাব বল ?

বুক চিরে যদি দেখাতে পার্‌তাম তো দেখ্‌তে সেখানে বেগুলার সাইক্লোন মেমসাহেব—Typoon—হারিকেন। Bell Dear আমার—my love—বল, তুমি আমার হবে—বল—

বেল্‌। গজেন্‌ডর, সট্যি কি টুমি আমায় বালো বাসিবে ?

গজেন্দ্র। কী যে বল মেমসাহেব—বাস্‌বো কি—already বাসি। তোমার জন্য আমি সব ক'রতে পারি। বল বেল্‌—তুমি আমার হবে ?

[বেল্‌ গজেন্দ্রের গায়ে ঢলিয়া পড়িল ও বলিল]

বেল্‌। Darling গজেন্‌ডর—

গজেন্দ্র। My dear মেমসাহেব—My dear Bell—বেলফুল—

বেল্‌। টুমি হামাকে বাসাইবে না টো গজেন্‌ডর ?

গজেন্দ্র। কি যে বল মেমসাহেব, ভাসাবো কি ? তোমার জন্য আমি সব ক'রতে পারি—মায় ম'রতেও পারি—

[জানালা টপ্‌কাইয়া সরোজ প্রবেশ করিল এবং সজোরে গজেন্দ্রের ঘাড় চাপিয়া ধরিয়া ছুরী বাহির করিয়া বলিল]

সরোজ। ম'র্‌তে পারিস্‌—আচ্ছা তবে মর্‌ শালা—scoundrel—চোরের উপর বাট্‌পাড়ী—

[বেল্‌ চীৎকার করিল—murder, murder খুন—খুন হইল, Help help]

গজেন্দ্র। সরোজ ভাই পায়ে পড়ি তোমার। এ বারটীর মত ক্ষমা কর। মাইরী বল্‌ছি আর কক্ষণো ক'রবোনা—আর এদিকে আস্‌বোও না—মাপ কর ওস্তাদ—

সরোজ। Shut up—ওপরে গিয়ে ক্ষমা চেও—পাজি চেননা আমাকে ?

[ছুরী উদ্যত করিল]

[বেল্ চীৎকার করিল, murder, murder, help—help সহসা শব্দ হইল গুড়ুম—গুড়ুম—সরোজ ছুরী ফেলিয়া জানালা টপ্‌কাইয়া পলায়ন করিল—বেল্ দুই হাতে কাণ চাপিয়া বসিয়া পড়িল ও গজেন্দ্র মৃতপ্রায় হইয়া শুইয়া পড়িল। পিস্তল হস্তে নির্ম্মলের প্রবেশ]

নির্ম্মল। তাইতো—শয়তানটা পালিয়ে গেল—

[গজেন্দ্রের নিকটে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া তুলিল, বলিল]

চ'লে এস—এক মিনিট দেরী ক'রো না। [Bell এর দিকে চাহিয়া বলিল] You may come with me madam.

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

[দেবনাথের বাটীর শয়ন কক্ষ। পূর্ণিমা বসিয়া মাধবীর সাথে কথা কহিতেছিল]

পূর্ণিমা। এ কি দুঃসংবাদ মাধবী! আজ দু'দিন সে বাড়ীছাড়া হ'য়েছে; এখানেও এল' না—কাকাকেও খুঁজতে পাঠিয়েছি;—তাদের বাড়ীর লোক এসে ব'ল্লে—এখনও সে ফেরেনি; কি হবে মাধবী!

মাধবী। কী আর হবে—সে আস্‌বেই, কেন মন খারাপ ক'র্‌ছিস্ [পূর্ণিমা নীরব রহিল] দিদি, একটা কথা বলি, শোন্—

পূর্ণিমা। কি বল্?

মাধবী এই পৃথিবীতে মানুষমাত্রই স্বার্থ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। স্বার্থশূন্য মানুষ হয়—এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। এই উৎপল বাবুকে তুই বার বার নিরাশ ক'র্‌ছিস্। সত্যি ব'ল্‌তে কি—কোন স্বার্থই তার নাই—শুধু ভালবাসা; কিন্তু এই ভালবাসায় কোন দৈহিক সংস্রব নেই। পবিত্র প্রেম, অন্তরের ভালবাসা, স্বার্থশূন্য আত্মবলি—এ সব শোনাই যায়—কিন্তু সেগুলোকে বাস্তবে পরিণত ক'র্‌তে

গেলেই—হয় নায়ক অথবা নায়িকা বিগ্‌ড়ে যায়। এখানেও অবস্থা তাই। হাজার হোক্ উৎপল বাবু মানুষ তো—

পূর্ণিমা। তাকে আমি মানুষ ব'লেই মনে করি মাধবী। দয়া, মমতা, প্রেম, ক্ষমা, ধৈর্য্য এ সব মানুষেরই থাকে। আমার বিশ্বাস উৎপলের এ সবই আছে; তা ছাড়া তোর যদি এত কষ্ট হয় তার জন্যে—তাহ'লে তুই তার অভাবটা পূর্ণ কর না কেন?

মাধবী। না ভাই, তুই বড় দুষ্টু—তোর সঙ্গে কথা কইতে চাই না—চল্লাম আমি। [প্রস্থান]

পূর্ণিমা। কি হ'লো? হে ভগবান—ফিরিয়ে দাও প্রভু—ফিরিয়ে দাও। জানি না কত কষ্ট তার বাপ মা'র মনে হচ্ছে! কত চোখের জল তাঁরা ফেল্‌ছেন!! আমিই তাঁর গৃহত্যাগের কারণ। আমি তাঁকে ঘরছাড়া ক'রেছি। প্রভু—দয়াময়—ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও।

(উৎপলের প্রবেশ)

উৎপল। পরি—

পূর্ণিমা। একি এসেছ? কোথায় ছিলে এ দু'দিন? কেন রাগ ক'রে চ'লে গিয়েছিলে! তোমার মা আজ দু'দিন উপবাসী; কেন তাঁকে এত কষ্ট দিলে?

উৎপল। সব ব'ল্‌বো। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে—কথা ব'ল্‌তে পার্‌ছি না।

পূর্ণিমা। চল, ভেতরে চল—ছিঃ এমন ছেলেমানুষী ক'রতে আছে?

উৎপল। আর কোথাও যেতে পার্‌ছি না—মাথা ঘুর্‌ছে। আজ দু'দিন কিচ্ছু খাইনি—শিগ্‌গীর কিছু আন—

পূর্ণিমা। মুখ ধোবে না? চল ভেতরে চল!

উৎপল। [বিরক্তভাবে] চল। [উভয়ের প্রস্থান]

(হরিহর ও মাধবীর প্রবেশ)

হরিহর। তাই তো মা—বড় ভাবনার কথা।

মাধবী। আর ভাব্‌তে হবে না কাকা—এইমাত্র উৎপলবাবু এসেছেন। তুমি শীঘ্র একবার উৎপলবাবুর বাড়ী গিয়ে খোঁজ ক'রে এস।

হরিহর। তার মানে?

মাধবী। তার মানে এই—যে উৎপলবাবু এখানে এসেছেন—এ কথাটা ও বাড়ীর লোক না জান্‌তে পারে! তাহ'লে রমেনবাবুর রাগ প'ড়বে না—বুঝ্‌লে?

হরিহর। তবে না হয়—গিয়েই কাজ নেই।

মাধবী। না—গো—না, আমার কথা শোন—তুমি খোঁজ ক'র্‌তে গেলেই তারা বুঝ্‌বে—যে উৎপলবাবু আমাদের বাড়ী আসেনি, বুঝ্‌লে?

হরিহর। আচ্ছা মা—আমি না হয় যাচ্ছি; কিন্তু এ রকম করাটা একটা প্রবঞ্চনা করা হবে তো মা।

মাধবী। তা হোক্—তুমি যাও। দাদুর উইলের খবর জান তো? এতে তাঁর উইলের ইচ্ছেটা মিল্‌লেও মিল্‌তে পারে—তুমি যাও কাকা—

হরিহর। আচ্ছা মা যাচ্ছি [প্রস্থান]

মাধবী। দেখা যাক্—উৎপলবাবুর গৃহত্যাগের ফলে দিদির যদি মনটা বদ্‌লায়। কি একগুঁয়ে মেয়ে বাপু—যে স্বামী নামেই স্বামী, বদ্‌মাইস্‌—মাতাল, যে কোন খোঁজ, কোন সম্বন্ধ রাখে না—তার জন্যে আজন্ম ব'সে থাকা। কথায় বলে, "যার সঙ্গে ঘর করিনি—সে বড় ঘরুনি"; "যার হাতে খাইনি—সে বড় রাঁধুনী"। অথচ—এই উৎপলকে দিদি প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসে। কি জানি—বুঝিনা কিছু। [দূরে উৎপলকে দেখিয়া] ওমা আস্‌ছে যে—

[প্রস্থান]

(উৎপল ও পূর্ণিমার প্রবেশ। এখন উৎপল বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছে ও তাহাকে প্রফুল্ল মনে হইতেছে)

পূর্ণিমা। এবার শোও—আমি পা টিপে দিচ্ছি।

উৎপল। দু' দিনের উপবাসের পর—তোমার দেওয়া খাবারগুলো মনে হ'ল—অমৃত।

পূর্ণিমা। অমৃত বুঝি আগে খেয়েছিলে কখনও?

উৎপল। না পরি, খাইনি—কিন্তু আজ খেলাম। সত্যি এখন আমায় নূতন মানুষ ব'লে বোধ হ'চ্ছে—না?

পূর্ণিমা। [হাসিয়া] না, কই—তুমি তো সেই-ই আছ।

উৎপল। পরি—পূর্ণিমা—আজ আমি—

পূর্ণিমা। তোমায় এখন আর কিছু ব'লতে হবে না—তুমি শুয়ে পড়—

[উৎপল শয্যায় উঠিয়া বসিল]

পূর্ণিমা। শোওনা, সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছ—পায়ে বেদনা হ'য়েছে—আমি পা টিপে দি—

উৎপল। আমার কাছে এস পরি; কত যে ভালবাসি তোমায়—তা যদি বুঝতে—তা যদি জান্‌তে পরি—

পূর্ণিমা। না শুলে আমি চ'লে যাবো কিন্তু—

উৎপল। আচ্ছা শুচ্ছি; কিন্তু তোমাকে আমার কাছে থাক্‌তে হবে।

[পূর্ণিমা কথা বলিল না, একটি ভিজা তোয়ালের দ্বারা উৎপলের পা মুছাইয়া দিল, পরে পায়ের কাছে বসিয়া উৎপলের পদসেবা করিতে লাগিল]

উৎপল। না, তুমি কাছে এস—অত দূরে থেক না। [স্বর নিদ্রাজড়িত]

পূর্ণিমা। অমন ক'র্‌লে আমি চ'লে যাবো—চুপ ক'রে ঘুমোও—আমিতো কাছেই র'য়েছি।

[কিছুক্ষণের মধ্যে উৎপল গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। পরি উৎপলের পায়ের উপর মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল, এমন সময়ে নেপথ্যে শোনা গেল কে যেন দরদ দিয়া গাহিতেছে।]

গীত।

আজি এমন নীরব রাতি
চাতকিনী কহে কোথা জল ওগো
চকোর খুজিছে সাথী
আজি এমন নীরব রাতি।

দিশেহারা যারা পথ পেতে চায়
সাথীহারা যারা সাথী খোঁজে হায়
কাহারে খুঁজিয়া বসন্ত বায়
করে এত মাতামাতি
আজি এমন নিভৃত রাতি ॥

ওরে ফেলেদে ফেলেদে আজ
তোর সরম ভরম লাজ
আজি মধু রাতে আপনা বিলায়ে
বেছে নে রে চির সাথী
আজি এমন নিশুতি রাতি।

এ মধু যামিনী গেলে
ফিরে আসিবে না কোন কালে
আজি আরতি প্রদীপ জেলে
দে রে হৃদয়-আসন পাতি
আজি এ মধু-মাধবী রাতি ॥

[পূর্ণিমা মৃদুকণ্ঠে ডাকিল]

পূর্ণিমা। উৎপল—উৎপল, ঘুমিয়েছ ?

[উৎপলের নাসিকা গর্জ্জন করিল]

পূর্ণিমা। কি ক'র্‌বো উৎপল, তোমাকে কি ক'রে বুঝিয়ে দেব—কেন তোমায় আত্মদান ক'রতে পার্‌ছি না। তোমায় দেখ্‌লে—তোমার কথা শুন্‌লে—আমার দেহে যে কত বড় ঝড় ব'য়ে যায় সে শুধু আমিই জানি। দিবারাত্র আমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌ছি। ভগবান ! কত পরীক্ষা আমায় ক'র্‌বে, প্রভু, আশীর্ব্বাদ কর—তোমার দেওয়া বিদ্যুৎপ্রবাহে আমি যেন অচেতন না হই।

[অতি ধীরে ধীরে উঠিয়া একটি চাদর উৎপলের গায়ে ঢাকা দিয়া আস্তে আস্তে কক্ষ ত্যাগ করিবার সময় বৈদ্যুতিক আলো নির্ব্বাপিত করিয়া গেল।]

[ক্রোড় দৃশ্য]

নদীতীর।

[আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতেছে। তাহার অনাবিল কিরণ নদীর জলে পড়িয়া এই স্থানটীকে মনোমুগ্ধকর করিয়া তুলিয়াছে। একজন উদাসী বেহালা সংযোগে পূর্ব্বোক্ত গানটি গাহিতেছিল। নিজের গানে সে নিজেই তন্ময়………]

পঞ্চম দৃশ্য।

[কক্ষটী নীল আলোকে উদ্ভাসিত। একটি বাতায়ন উন্মুক্ত, চন্দ্ররশ্মি ভূমিলুণ্ঠিতা পূর্ণিমার মুখে পড়িয়া পূর্ণিমাকে যেন আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। পূর্ণিমা ভূমির উপর ঘুমাইতেছে। অশ্রু গণ্ড বহিয়া নামিয়া গিয়াছে, কিন্তু অশ্রুচিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। ধীরে ধীরে একটি দ্বার খুলিয়া উৎপল প্রবেশ করিল]

উৎপল। তাই তো কোথায় গেল! আমায় ব'ল্লে—আমার কাছে থাক্‌বে; অথচ সে—এই তো, মাটীর ওপর ঘুমিয়ে প'ড়েছে। [নিকটে গিয়া] কি সুন্দর! এত রূপ—এই রূপ পূর্ণিমার, [বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিল] অথচ আমি এই রূপ-সাগরের পাশে ব'সে এক বিন্দুও পান ক'রতে পাব না—একি হয়? কতবার আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা ক'রেছি—পরি আমাকে ভালবাসে কিনা,—মন আমার শতকণ্ঠে উত্তর দিয়াছে বাসে—বাসে। তার ব্যবহারে আমি সে কথা বেশ বুঝ্‌তে পারি; কিন্তু কেন সে আমায় দূরে রাখ্‌তে চায়? [পূর্ণিমার মুখের দিকে চাহিয়া] নাঃ আমি নেহাৎ বোকা, এর দেহে দারুণ বন্যা র'য়েছে—কেবল চক্ষুলজ্জার বাঁধ, সে বাঁধ ভেঙে দিতে পার্‌লে, পরি সব রকমে আমার; আমি সে বাঁধ ভেঙে দেবই।

[উৎপল হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পূর্ণিমাকে স্পর্শ করিল; তাহার চক্ষু দুটী লালসায় ব্যাঘ্রের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। উৎপলের স্পর্শে পূর্ণিমার ঘুম ভাঙিয়া গেল—সে বিকৃত কণ্ঠে বলিল]

পূর্ণিমা। কে? কে?

উৎপল। আমি।

পূর্ণিমা। তুমি কে?

উৎপল। চিন্তে পার্‌ছ না? আমি উৎপল।

পূর্ণিমা। উৎপল— [উঠিয়া আলো জ্বালিল]

উৎপল। তুমি ভয় পেয়েছ বুঝি?

পূর্ণিমা। তুমি এখানে কেন এলে উৎপল? শোও গে যাও।

উৎপল। না—আমি যাব না।

পূর্ণিমা। [কঠোর কণ্ঠে] উৎপল, ভদ্রলোকের ছেলে তুমি; এ সব ইত্‌রোমো তোমার শোভা পায় না। যাও শোও গে যাও।

উৎপল। না যাবো না। তোমার রাগকে আমি ভয় করি না—আমি আজ একটা বোঝাপড়া ক'র্‌তে চাই।

পূর্ণিমা। কিসের বোঝাপড়া উৎপল? কোন বোঝাপড়া আমি তোমার সঙ্গে ক'র্‌তে চাই না!—রাত এখন অনেক আছে, যাও শোও গে যাও।

উৎপল। আমি তোমার জন্যে আজ সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে এসেছি—আর তুমি বোঝাপড়া ক'র্‌তে চাও না? না চাও, আমি নিজেই ক'রবো। আমি স্পষ্ট ব'ল্‌ছি—আমি তোমায় সম্পূর্ণভাবে নিজের ক'রে নিতে চাই। এত রূপ তোমার, আমি শুধু দেখ্‌বো—এ হ'তে পারে না।

পূর্ণিমা। কি হ'তে পারে না উৎপল? আমি তোমায় অনেকবার ব'লেছি—এ দেহ আমি তোমায় দেবনা, দিতে পার্‌বো না। বেশী বাড়াবাড়ি ক'রো না—শোও গে যাও।

উৎপল। না—তা দিতে পার্‌বে কেন? ভালবাসার ছল দেখিয়ে আমায় উন্মাদ ক'রে—পথের ভিখারী ক'রে—আজ ব'ল্‌ছ—আমার কোন কথাই রাখ্‌তে পার্‌বে না—কেমন?

পূর্ণিমা। আমি তোমায় পথের ভিখারী ক'রেছি?

উৎপল। হ্যাঁ—তুমি—তুমি—তুমিই ক'রেছ?

পূর্ণিমা। বেশ, কাল সকালে উঠেই আমার যা কিছু সম্পত্তি আছে—তোমার নামে লিখে দেবো।

উৎপল। তা হ'লে তো ভারী দেবে? আমি তোমার সম্পত্তির জন্যেই তোমার কাছে আসি কিনা? যদি তোমার মনে তাই হ'য়ে থাকে তা হ'লে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ না থাকাই ভাল।

পূর্ণিমা। কেন উৎপল, তুমি যে ব'ল্‌লে—আমিই তোমায় পথের ভিখারী ক'রেছি, আমি তোমার—আমার যা কিছু—সবই তোমার।

উৎপল। কোন কথা শুন্‌তে আমি চাই না। আমি চাই তোমায়—তোমার নিজস্ব যা কিছু সব—তোমার—তোমার প্রাণ, মন, জীবন যৌবন—যা কিছু।

পূর্ণিমা। সবই তো পেয়েছ—কেবল শেষেরটী পাবে না।

উৎপল। আমি সেইটেই চাই— [পূর্ণিমার হাত ধরিল]

পূর্ণিমা। হাত ছাড় উৎপল। ভদ্রলোকের এ সব শোভা পায় না—হাত ছাড়।

উৎপল। না আমি তোমার চক্ষুলজ্জার বাঁধ ভেঙে দেবই—চল চল—

পূর্ণিমা। বাড়াবাড়ি ক'রো না, হাত ছাড়। ছাড়বে না? দরওয়ান, চাকরদের ডাক্‌বো?

[উৎপল বেত্রাহতের ন্যায় পূর্ণিমার হাত ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল]

উৎপল। কী এত স্পর্দ্ধা!! দরওয়ান ডাক্‌বে? বেশ, আমি যাচ্ছি—কিন্তু এই ব্যবহারের জন্যে আজীবন কাঁদ্‌তে হবে তোমায়। যে ব্যথা তুমি আমায় দিলে- এর শতগুণ ব্যথা তুমি পাবে।

পূর্ণিমা। [ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল] উৎপল, একটু দাঁড়াও,—আমি কিছু ভেবে ওকথা তোমায় বলিনি।

উৎপল। না ভাব্‌বে কেন? এখন তুমি বড়লোক দেবনাথ বাবুর অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী; ভাব্‌বার কি সময় আছে তোমার যে ভাব্‌বে! দরওয়ান ডাকার মানে কি? আজ তোমার সঙ্গে আমার সকল সম্বন্ধের অবসান। [প্রস্থানোদ্যত]

পূর্ণিমা। 'তোমার পায়ে পড়ি উৎপল—এত রাতে হিম লাগিয়ে যেয়ো না—আমায় ক্ষমা কর।

উৎপল। বাঃ বেশ অভিনয় ক'র্‌তে পার তো! কিন্তু, ও চোখের জলে ভুল্‌বার সময় আমার ব'য়ে গ্যাছে। ছাড়—পা ছাড়। তোমার রূপ, যৌবন, অর্থ সবই আছে—শীকারের অভাব হবে না।

[উৎপল পরিকে সজোরে ধাক্কা মারিল। পরি দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। উৎপল সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া চলিয়া গেল। পরি মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল]

[মাধবী আসিয়া পরিকে কোলে তুলিয়া লইল]

পূর্ণিমা। মা গো—

মাধবী। দিদি, অমন ক'র্‌ছ কেন?

পূর্ণিমা। মাধবী, লক্ষ্মী বোন্‌টী আমার—আর আমি এখানে থাক্‌বো না—থাক্‌তে পার্‌বো না—তোরা আমায় ক'ল্‌কাতা থেকে নিয়ে চল্, নিয়ে চল

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[রমেন্দ্রনাথের কক্ষ। রমেন্দ্র ও শৈলজা]

শৈলজা। আজ্ঞে, মামাবাবু, আপনি বৃথা উতলা হ'চ্ছেন—সে যখন আপনার অবাধ্যতা ক'রে চ'লেই গেছে—তখন আপনার উচিত হ'চ্ছে—তাকে ত্যাজ্যপুত্র ক'রে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া।

রমেন। হুঁ। [তামাকু সেবন করিতে লাগিলেন]

শৈলজা। এ বিষয় আপনার আর দেরী করাই উচিত নয় মামাবাবু। আপনার তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে আপনি স্নেহ, মায়া, মমতার চেয়ে বেশী মনে করেন—কর্ত্তব্যকে।

রমেন। আর কিছু ব'ল্‌তে চাও শৈল—

শৈলজা। আজ্ঞে আর বেশী কিছু ব'ল্‌বার নেই মামাবাবু। আপনি বিজ্ঞ পণ্ডিত, আপনাকে বেশী কি ব'লবো—শাস্ত্রে বলে—

"দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং পুত্রোশ্চোত্তরদায়কঃ,
সসর্পে চ গৃহে বাসঃ মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥"

রমেন। তুমি ভুল ক'রেছ শৈল; পুত্র নয়—শাস্ত্রে বলে ভৃত্য; আর মিত্র শব্দের অর্থ শুধু বান্ধব নয়—আত্মীয়;—তোমারই মত আত্মীয়, বুঝ্‌লে? আমি মূর্খ নই শৈল, যে তোমার ইচ্ছামত সব কাজ ক'রব।

শৈলজা। আজ্ঞে, তা আমি ব'ল্‌ছি না, তবে আমার বলার উদ্দেশ্য যে—উৎপল আপনাকে এক রকম অপমানই ক'রেছে; শুধু তাই নয়—সে আপনাকে অপমান ক'রবার জন্যেই গৃহত্যাগ ক'রেছে। তাই—তাই ব'ল্‌ছিলাম মামাবাবু—

রমেন। শৈল, উৎপল আমাকে ত্যাগ করেনি—অপমানও করেনি। আমাকে অপমান ক'রবার সাহস যদি তার থাক্‌তো তা হ'লেও সে তা ক'রতো না। তোমার প্ররোচনায়—তোমারই কৌশলে মুগ্ধ হ'য়ে আমি তার ওপর অবিচার ক'রেছিলাম। আজ মনে ক'র্‌ছি আমি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রবো। উৎপলকে আমি ত্যাগ ক'রলে—হয়তো তোমার সুবিধা হ'তো, কিন্তু নিজের অসুবিধা ক'রে তোমার সুবিধা করা আমার সুবিধা হ'ল না শৈল।

শৈলজা। আজ্ঞে, আপনি আমায় ভুল বুঝ্‌লেন মামাবাবু—

রমেন। না শৈল, পুত্রাধিক স্নেহে আমি তোমায় পালন ক'রেছিলাম—তাই স্নেহান্ধ হ'য়ে তোমার স্বরূপ চিন্তে পারিনি;—বুঝ্‌তেই পারিনি—যে প্রদীপের নীচেটাই সব চেয়ে অন্ধকার। আজ আমি আমার ভুল শুধ্‌রে নিলাম মাত্র। নূতন ক'রে ভুল ক'রিনি—এ তোমায় নিশ্চিত ব'ল্‌তে পারি। [প্রস্থান]

শৈলজা। যাঃ বাবা, কেঁচো খুঁড়তে শেষে বেরুলো সাপ।

(নির্ম্মলের প্রবেশ)

নির্ম্মল। ঠিক্ তাই হয় শৈলবাবু! পরের মন্দ চেষ্টা ক'র্‌লে, নিজের মন্দ যে আগে হয়—তা বুঝি আপনার জানা ছিল না?

শৈলজা। আরে থামো থামো—কার মন্দ চেষ্টা ক'রেছি বল তো?

নির্ম্মল। কার আবার? আপনার একান্ত শুভার্থী, আপনার অন্নদাতা মাতুল মহাশয়ের—আর তার একমাত্র পুত্র উৎপলের—

শৈলজা। খবরদার নির্ম্মল—যত বড় মুখ নয়—তত বড় কথা। পারো তুমি প্রমাণ ক'র্‌তে যে—আমি উৎপলের ক্ষতি ক'রতে চেষ্টা ক'রেছি?

নির্ম্মল। Certainly. নির্ম্মল সেন যা বলে—তা সে প্রমাণ ক'রতেও পারে। শৈলবাবু, ইংরজীতে একটা কথা আছে—"A man can cheat all persons for some time. Some persons for all time, but not all persons for all times. আজ আমি প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে এখানে এসেছি—আর দেখ্‌বেন সে প্রমাণ?

শৈলজা। Stupid. পৃথিবীতে শৈল যা করে—তার প্রমাণ রাখে না। বেশ, আমি challange ক'রছি—বার্ কর তোমার প্রমাণ?

নির্ম্মল। বেশ,—গজেন্দ্র—গজেন—ভেতরে এস তো?

(গজেন্দ্রের প্রবেশ)

গজেন্দ্র। কি মাষ্টার চিন্তে পার্‌ছ? চুপ ক'রে রইলে যে? আজ আমি কেন এখানে এসেছি জান? আজ সত্যই ব'ল্‌তে এসেছি তোমার মামাবাবুকে তোমার গুণের কথা। চলুন নির্ম্মল বাবু, ব্যবসা যখন ছেড়েই দিয়েছি, আর আপনার কৃপায় যখন মানুষ হ'তে পেরেছি—তখন সব ব'লে—গঙ্গাস্নান ক'রবো।

শৈলজা। নির্ম্মল, নির্ম্মল, তোমার পায়ে পড়ি—আমায় বাঁচাও। মামা যদি আজ তাড়িয়ে দেন—সত্যিই ভাই, আমি অনাহারে ম'র্‌বো। Have mercy upon me. গজেনবাবু, দয়া কর ভাই।

গজেন্দ্র। আমার কাছে ও কাঁদুনি মিছে। শৈলবাবু, আমি নিজের মালিক নিজে নই। নির্ম্মলবাবু যদি ব'ল্‌তে বারণ করেন ব'ল্‌বো না—ব'ল্‌তে বলেন—ব'লবো।

শৈলজা। নির্ম্মল ভাই, আমি ভগবানের নামে শপথ ক'রছি—আর কোন দিন উৎপলের বিরুদ্ধে কোন কাজ ক'রবো না—আর তোমার বোনের সঙ্গে যাতে তার বিয়ে হয়—তাই ক'রবো। তোমাদের দাস হ'য়ে থাক্‌বো।

নির্ম্মল। বেশ, মনে থাকে যেন শৈলবাবু। পিতাপুত্রে মনোমালিন্য করাবার আর যদি চেষ্টা কর—তবে নির্ম্মলও তোমায় ছেড়ে দেবে না। উপস্থিত আমার সঙ্গে এস—উৎপলকে খুঁজে বার ক'র্‌তেই হবে। [প্রস্থান]

(উমা, শোভনা ও রামরূপের প্রবেশ)

রামরূপ। এজ্ঞে মাঠান্—আপুনি কান্নাটি আর করবেন্ না। দাদ্দাবাবু নিশ্চয়ই আসা করবে। আপুনি মুখ্‌কে কিছু দেওয়া করেন—আমি আমরূপ বলা কর্‌ছি।

শোভনা। উঠুন মা, মুখে কিছু দিন।

উমা। না মা, আমি খেতে পার্‌বো না। উৎপল আমার না খেয়ে গেছে; আমায় খেতে ব'লনা মা—তুমি কিছু মুখে দাও।

শোভনা। আপনি না খেলে আমিও খাব না। দাদা আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনাকে খাওয়াতে। না মা কাঁদবেন না।

উমা। উৎপল আমার না খেয়ে গ্যাছে। আজ তিন চার দিন তাকে দেখিনি; তাকে না দেখেও বেঁচে আছি! রামরূপ ফিরে এল—বাছা আমার এলনা।

রামরূপ। এজ্ঞে মাঠান্—রামরূপ তো আর ইচ্ছে করে ফ্যেরা করেক নাই! দুটো বদ্‌মাস্ গুণ্ডোর হাতকে পড়া করেছিলাম; আপুনাকে ত সব বলা করি নাই। দাদ্দাবাবু আসা করবেই—আপুনি কান্নাটি করবেন না—মুখে কিছু দেওয়া করেন।

উমা। তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক—বাছা আমার ফিরে আসুক; আমি তোকে অনেক বক্‌সিস্ ক'রবো।

রামরূপ। এজ্ঞে, বক্‌সিস্ লয়ে কি করবো মাঠান—দাদ্দাবাবু আসাটি করলে এই দিদ্দিবাবুকে আমার দাদ্দাবাবুটিরে বক্‌সিস্ দেওয়া করবেন।

[শোভনার মুখের দিকে চাহিবামাত্র শোভনা সঙ্কুচিত হইয়া গেল]

রামরূপ। আহা! মেয়ে ত' লয়—যেন রাজহংস।

উমা। এত দুখেঃও তোর কথা শুন্‌লে হাসি পায় রামরূপ। তুই যা বাপু।

রামরূপ। এজ্ঞে হাস্‌সিত' পাওয়া করবেই। রামরূপ তো মিথ্যা বলা করে নাই। আমাগোর দাদ্দাবাবুর সাথকে বিয়াটি হওয়া করলে বোঝা করবেন। যখন দাদ্দাবাবু আপুনাকার পাশে দিদ্দিবাবুরে লয়ে বসা করবেন—আহা! মাঠান্, মনে হবেক যে দুগ্‌গো পেরতিমে—দু'পাশে যেন কাত্তিক আর গণ্যাশ।

উমা। না বাপু, তুই আর জ্বালাস্‌নি। বাছা আমার তিন দিন গৃহত্যাগী; কোথায় আছে কে জানে!! অনাহারে, অনিদ্রায় না জানি তার কত কষ্ট হচ্ছে! সে ফিরুক আগে—তবে বিয়ের কথা।

রামরূপ। মাঠান্ জানেনই তো আমি সাদ্দাসিদ্দা নোক—তবে বুদ্ধি কি একেবারে লাই এ মাথাডায়? একটি কাজ করলে মাঠান্ দাদ্দাবাবু ফ্যেরা করবেই—

উমা। কি কাজ রামরূপ ? আমি সব ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি তার জন্যে। বল্ বাবা কি কাজ ?

রামরূপ। এজ্ঞে, খপরের কাগুজে লিখে দ্যেওয়া করেন—'বাবা উৎপল, তুমি আসা কর্‌লেই—নির্‌মল বাবুর বগ্‌নীর সাথ্‌কে তোমার বিয়া হ্যাওয়া করবো' আর— [শোভনা লজ্জায় মাটীর সহিত মিশিয়া গেল] 'বিলম্ব করো না বাপ্‌ধন্!' দেখ্‌বেন মাঠান্—দাদ্দাবাবু ঘরমুখী বলদ্‌টীর মত ছুট্ করে আসা কর্‌বে।

উমা। দূর হ—ভারী বুদ্ধি। যেমন ভাবে কথা ব'ল্‌ছে—তাতে মনে হয় যেন আমরা বিয়ে দেব না ব'লেই সে চ'লে গ্যাছে। তাছাড়া সে তো শোভনাকে দেখেনি যে লিখলেই বুঝবে মেয়ে কে—কেমন।

রামরূপ। [মাথা চুল্‌কাইয়া] এজ্ঞে কথাটি তো ঠিক বলা করেছেন। এজ্ঞে আমার দোষটি ধরা করবেন না। জানেনই তো আমি সাদ্দাসিদ্দা নোক। এই যে দাদ্দাবাবু—

(রমেন্দ্র ও উৎপলের প্রবেশ)

রমেন্দ্র। ওগো, এই নাও তোমার ছেলে—

উমা। কৈ কৈ—উৎপল, বাবা আমার, কোথায় ছিলি এতদিন তোর মাকে ভুলে ?

উৎপল। মা, মা আমার !

[উৎপল উমার ক্রোড়ে মুখ লুকাইল ; উমা মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন]

উৎপল। আমায় ক্ষমা কর মা—আমি তোমাদের নিতান্ত অবোধ সন্তান ; তোমাদের আদেশ আজ থেকে আমি নতশিরে পালন ক'রবো। আমায় ক্ষমা কর মা—আমায় ক্ষমা করুন বাবা—

উমা। সত্যি—সত্যি ব'ল্‌ছিস্—আমাদের কথার অবাধ্যতা করবি না ? যা ব'ল্‌বো শুন্‌বি ?

উৎপল। যা ব'লবে শুনবো!

উমা। ওই মেয়েটিকে তোর বিয়ে ক'রতে হবে।

[উৎপল শোভনার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই লজ্জায় মাতার ক্রোড়ে মুখ লুকাইল। শোভনা পলায়নোদ্যতা হইল]

রামরূপ। এজ্ঞে যাওয়া করবেন না দিদ্দিবাবু—যাওয়া করবেন না। দুদিন বাদেই আপুনাকে এই ঘরকেই থাকা করতে হবে।

[শোভনা আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

সপ্তম দৃশ্য।

[সময় সন্ধ্যা। দেবনাথ বাবুর বাটীর কক্ষ। মাধবী বসিয়া সেলাই করিতেছিল; পুত্র আলোক মাতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল]

আলোক। আমায় একটা মোটর গাড়ী কিনে দিতেই হবে মা।

মাধবী। কোথায় পাব বাবা আমি? তুমি জান তো ধন—তোমার মাসীমার দয়াতেই বেঁচে আছি।

আলোক। না মা, তুমি দাও, তোমার পায়ে পড়ি মা—

মাধবী। দেখ্ আলোক, সত্যি এবার মারবো তোকে। এত বড় ছেলে হ'লি, একটুও কথা বুঝিস্ না তুই—

আলোক। আমায় কিচ্ছু দিতে চাও না তুমি; আমায় একটুও ভালবাস না তুমি—

মাধবী। না বাসি না—যা তুই—কিচ্ছু দেব না তোকে।

আলোক। দাও না মা, পায়ে পড়ি। লক্ষ্মী মা আমার—

[মাধবীর কাঁধে ঝুকিয়া পড়িল। মাধবীর হাতে সূচ বিঁধিয়া গেল; মাধবী ক্রুদ্ধ হইয়া আলোকের মুখে ২।৩টী চপেটাঘাত করিল]

[আলোক দুই চোখে হাত রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল]

আলোক। মাসীমা, মাসীমা,—মা আমাকে মেরেছে, আমায় খেলনা দেয়নি—মাসীমা—

(পূর্ণিমার প্রবেশ)

পূর্ণিমা। কি রে মাধবী, আমার আলোককে মেরেছিস্ কেন? এস বাবা এস। এঃ গালটা যে রাঙা হ'য়ে উঠেছে। ছিঃ মাধবী, এমনি ক'রে মারে?

মাধবী। না দিদি, তুমি জান না—ভারী দুষ্টু হ'য়েছে ও।

পূর্ণিমা। কি দুষ্টুমী ক'রেছে শুনি?

মাধবী। দেখনা দিদি, রোজই তো কত জিনিষ ভাঙ্ছে। আর না আছে পড়াশুনো। কেবলই বায়না আর খেলনা—খেলনা আর বায়না।

পূর্ণিমা। কৈ কিছু ভাঙেনি তো? আর কি খেলনা চায় ও! আলোক, বলতো বাবা কি নেবে?

আলোক। মোটর গাড়ী।

পূর্ণিমা। এই কথা! চল. কাকাকে বলি—তোমাকে স্প্রিংএর মোটর কিনে দেবে।

আলোক। না মাসীমা, আমি ছোট গাড়ী নেব না—একটা বড় গাড়ী; সেই গড়ের মাঠে সাইকেলের দোকানে যে মোটর দাদুর সঙ্গে দেখেছি—তাই নেব—টী টী—প্যাঁক্—প্যাঁক্—ভোঁ — ভরর্ –ভরর্ হুস্

পূর্ণিমা। বেশ, চলতো মাণিক আমার সঙ্গে—তাই দেব তোমায় কিনে।

[পূর্ণিমা ও আলোকের প্রস্থান]

মাধবী। এমন মানুষও হয়! একটুও বিরক্ত নেই—রাগ নেই—সব সময়ই হাসিমুখ; অথচ মনের ভেতর কত দুঃখ, কত কষ্ট—শুধু

দিদি হাসি দিয়েই ঢেকে রেখেছে। (সরোজের প্রবেশ)

কে ? কে ? একি ! জামাইবাবু ! আপনি এখানে কেন ?

[ঘোমটা টানিয়া দিল]

সরোজ। কেন, my love, my sweet heart, my queen of dreams. আজ শুধু তোমার জন্যেই চোরের মত এই ঘরে ঢুকেছি—মাধবী, my darling, তুমি যদি আমার হও, I swear on oath—আমি ভাল হব, মদ খাওয়া ছাড়বো—মাইরি মাধবী—a favour—a favour—I shall be a good boy.

মাধবী। জামাইবাবু, লজ্জা করে না আপনার ? আপনার অমন সুন্দরী স্ত্রী—একদিনও তার দিকে ফিরে চান্ নি। আর—আজ আমায় অসহায়া নারী পেয়ে—আমার ওপর অত্যাচার ক'রতে এসেছেন—লজ্জা করে না আপনার ?

সরোজ। না মাধবী, লজ্জার বালাই বহুদিন খেয়ে ব'সে আছি। চুরি, ডাকাতি, জালিয়াতি কিছুতেই আমার কোন দিন লজ্জা আসেনি। বল মাধবী, my love, তুমি আমার—তুমি আমার হবে ?

মাধবী। মাধবী বেঁচে থকতে কোন দিনই আপনার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রবে না সরোজবাবু ;—ভাল চান্ ত' বেরোন্ এখান থেকে।—

সরোজ। আর ভাল যদি না চাই চাঁদ ? [মাধবীর হাত ধরিল] এস, চল আমার সঙ্গে—

মাধবী। হাত ছাড়ুন সরোজবাবু—নইলে ভাল হবে না।

সরোজ। খারাপটা কি হবে শুনি ?

[মাধবী উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে সরোজের গালে চপেটাঘাত করিল। সরোজ মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিল]

মাধবী। ছুরী দেখিয়ে ভয় দেখাচ্ছেন আমাকে সরোজবাবু ? ভুল—মাধবী সে ভয় করে না। যেদিন সে তার স্বামীকে চিতায় তুলে

দিয়েছিল—সেইদিনই তো মাধবী ম'রেছে—আজ সে মরণের ভয় করে না সরোজবাবু।

সরোজ। দেখ, ও সব oratory ছেড়ে দাও চাঁদ। ও সব অনেক দেখেছি—আজ তোমার সাম্‌নে দুটো পথ; একটা মৃত্যু বরণ—নয়তো আত্মসমর্পণ। বল, কোন্‌টা বেছে নেবে?

মাধবী। মৃত্যু, হ্যাঁ মৃত্যুই আমি বেছে নিলাম!

সরোজ। এই শেষবার—শেষবার তোমায় জিজ্ঞেস্ ক'রছি কি চাও—আত্মসমর্পণ? না মৃত্যু?

[দ্বার খুলিয়া গেল—দেখা গেল পিস্তল হস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে পূর্ণিমা। উদাত্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল]

পূর্ণিমা। বল স্বামী, কি চাও; মাতৃ সম্বোধন—না মৃত্যু?

[পূর্ণিমা সরিয়া আসিয়া সরোজের ললাট লক্ষ্য করিয়া বলিল,]

বল কি চাও? মৃত্যু, না মাতৃ সম্বোধন?

সরোজ। ও—তুমি? বটে—এত স্পর্দ্ধা!

পূর্ণিমা। আশ্চর্য্য হ'চ্ছ, না? হ্যাঁ—আজ তুমি অবাক হ'তে পার। ভাব্‌ছো, যে নিরীহ স্ত্রী, শুধু সহ্য ক'রেই এসেছে আজীবন—অপমান, অত্যাচারের কোন দিনই প্রতিবাদ করেনি—আজ তার এ সাহস এলো কোথা থেকে—কেমন, এই না?

সরোজ। হ্যাঁ, আমাকে ভাল ক'রে চিনেও এ সাহস এলো তোমার? তুমি মনে ক'র্‌ছো খেল্‌না দেখিয়ে ভয় দেখাবে আমাকে? আমার—

পূর্ণিমা। থাম। আজ জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে তুমি—এক পা এগিয়েছ তো মৃত্যু। মনেও ক'রো না—যে স্বামীত্বের দোহাই দিয়ে বেঁচে যাবে তুমি—আর চোখের সাম্‌নে আমি দেখ্‌বো দাঁড়িয়ে—আমারই আশ্রিতার ওপর তোমার পাশবিক অত্যাচার!

সরোজ। বটে! আচ্ছা—দেখ সরোজ চৌধুরী তার ইচ্ছা পূর্ণ ক'র্‌তে পারে কি না?

[পূর্ণিমার হস্ত হইতে পিস্তল কাড়িয়া লইতে গেল]

পূর্ণিমা। আস্ফালন ক'রো না। ফেলে দাও হাত থেকে তোমার ওই শাণিত ছুরিকা। বল, সম্মুখে আজ যে নারীকে দেখ্‌তে পাচ্ছ—সে তোমার কে?

[সরোজ কাঁপিতে লাগিল—তাহার হস্ত হইতে ছুরী পড়িয়া গেল]

পূর্ণিমা। বল, বল, ও তোমার কে?

সরোজ। আমি ব'ল্‌ছি, ব'লছি—ও—ও আমার মা! ও আমার মা!! আমার মা!!!

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[রমেন্দ্রবাবুর বাটীর সম্মুখ আলোকমালায় উদ্ভাসিত ; ভিতরে গান বাজনা চলিতেছে। বহু ব্যক্তি বাড়ীতে আসিতেছে ও বাহিরে যাইতেছে। শানাইয়ে সাহানা বাজিতেছিল।]

(নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ)

প্রথম। বেড়ে বউ।

দ্বিতীয়। চমৎকার।

তৃতীয়। নাকটা একটু মোটা।

চতুর্থ। তা হোক্ ভাই—ও রকম সুন্দরী চোখে আজকাল দেখা যায় না।

প্রথম। রং যেন সদ্য ফোটা গোলাপ।

দ্বিতীয়। সবই ভাল—তবে বড্ড ছেলেমানুষ।

তৃতীয়। তা আমাদের উৎপল তো বুড়ো নয় ?

চতুর্থ। তা হোক্ ভাই, বৌ বেশ হ'য়েছে—বেঁচে বর্ত্তে থাক্।

দ্বিতীয়। কিন্তু, বৌ মানায়নি—এ ব'ল্‌তেই হবে। উৎপল আমাদের মোটাসোটা, লম্বা চওড়া—

প্রথম। তা হোক্ গে, তাতে ক্ষতি কি ? শাস্ত্রে বলে,—

"দৃষ্টা কাচিৎ ভ্রমর ভরতো মঞ্জরী ভিদ্যমানা ?"

দ্বিতীয়। তা যা ব'লেছ ভাই। মেয়ের জাত—বিয়ের জল প'ড়লে বেলুনের মত ফেঁপে উঠে।

তৃতীয়। ঠিক্! ঠিক্! কোন ভাবনা নেই। চল—কিন্তু বাবা—আর তো চলা যাচ্ছে না—ভোজনটা কিছু গুরুচরণ রকমের হ'য়েছে।

দ্বিতীয়। চল—চল হে, রাত অনেক হ'য়েছে। [সকলের প্রস্থান]

(ধীরে ধীরে হরিহর প্রবেশ করিল)

হরিহর। অনিমন্ত্রিত ব্যক্তির উৎসব বাটীতে আসাটা কী লজ্জার কথা! তবু আমায় আস্‌তে হবে—কারণ আমি চাকর। আচ্ছা, আজ কি আমি এখানে শুধু চাকর হিসাবেই এসেছি—হুকুম তামিল্ ক'রতে? না, মা তো আমায় কোনদিনই চাকর ব'লে ভাবেনি—চাকর ব'লে ত' আজ সে আমায় পাঠায়নি! আমায় পাঠিয়েছে—তার পরমাত্মীয় জ্ঞানে উৎপলের নব বধূকে আশীর্ব্বাদ জানাতে। আমার তো দুঃখ ক'র্‌বার কিছু নেই—কিন্তু তবু কেন এ বাধা—কেন এ লজ্জা! এই যে শৈলবাবু

(শৈলজা ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিল)

হরিহর। নমস্কার।

শৈলজা। নমস্কার, চিন্তে পার্‌লাম তো? কি চান?

হরিহর। আজ্ঞে, উৎপলবাবুকে যদি একবার দয়া ক'রে ডেকে দেন, তবে বড় উপকার হয়।

শৈলজা। কি ব'ল্‌বো আপনার নাম?

হরিহর। [ইতস্ততঃ করিয়া] হরিহর।

শৈলজা। পদবী?

হরিহর। ঐ ব'ল্লেই হবে।

শৈলজা। আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

হরিহর। আজ্ঞে—আমি স্বর্গীয় দেবনাথ রায়ের কর্ম্মচারী।

শৈলজা। দেখুন হরিহর বাবু, একটা কথা বলি—মনে কিছু ক'রবেন না। আজ এই শুভদিনে উৎপলের সঙ্গে দেখাটা নাই ক'রলেন।

হরিহর। কেন মশাই; আমি তো কোন অশুভ কথা—

শৈলজা। ছোক্‌রাকে আমরা অনেক ক'রে মাথা ঠিক করিয়েছি—আজ আবার আপনার দর্শন পেলে হয়তো ভাল হবে না। আপনি বরং ফিরে যান্।

হরিহর। আজ্ঞে আমার বিশেষ দরকার; একবার দেখা ক'রেই চ'লে যাবো।

শৈলজা। আচ্ছা—আমাকেই বলুন না

হরিহর। এই—মা আমার—নূতন বৌমার জন্তে উপহার পাঠিয়েছেন তাই—

শৈলজা। বেশ তো, আমার হাতেই দিন না।

হরিহর। আজ্ঞে, আপনি উৎপলবাবুকে দয়া ক'রে ডেকে দিন।

শৈলজা। আমার হাতে দিতে আপত্তি আছে ?

হরিহর। আজ্ঞে, তাঁর হাতে দিতে আদেশ আছে আমার ওপর—

শৈলজা। ও তাই বলুন, পত্র—উপহার নয়—বেশ তাঁর হাতেই দেবেন।

[প্রস্থান]

হরিহর। ওঃ এরা আমার মাকে ভাবে কি! এরা কি-মানুষ? এরা ভাব্‌তেই পারে না যে একজন পুরুষের সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকের কামগন্ধহীন বন্ধন হ'তে পারে; আশ্চর্য্য!

(রামরূপের ভদ্রবেশে প্রবেশ)

রামরূপ। নমস্কার মশয়—এই ঠাঁইকে দাঁড়ায়ে—কেনে কষ্ট করা করছেন—ভিতরকে আসা করেন।

হরিহর। এই যে রামরূপ—একবার উৎপলবাবুকে ডেকে দাওনা?

রামরূপ। কে মশয় আপুনি—আমাকে আমরূপ বলা ক'র্‌ছেন? দেখা করেন—আমি ছিরি আমরূপ মণ্ডল—ছিরি অমেনবাবুর খোস্ ভেরৃত্ত।

হরিহর। রামরূপ বাবু, একবার উৎপলবাবুকে ডেকে দেবেন কি?

রামরূপ। এজ্ঞে, মশয় যে কী বলা করেন—। আপুনি ভদ্দর নোক, আমাগোর দাদ্দাবাবুর খোঁজা কর্‌ছেন—আর আমি ডাকাটি কর্‌ব, না? এজ্ঞে, আপুনি একটু বসা করেন—আমি দাদ্দাবাবুরে আনা কর্‌ছি; কিন্তু আর আমরূপ বলা ক'রে নামটা খাস্তা কর্‌বেন না হুঁ।

[প্রস্থান]

হরিহর। উৎপলের বিয়েতে বেচারার কত আনন্দ। বেচারী চাষাভূষো মানুষ; এদের যে টুকু ভদ্রতা আছে—ভদ্রলোকদের অনেকেরই তা থাকে না। কিন্তু এমন ক'রে আর কতক্ষণ থাক্‌বো?

(উৎপলের প্রবেশ)

উৎপল। ওঃ আপনি? কি মনে ক'রে?

হরিহর। বিশেষ কিছু মনে ক'রে নয় বাবাজী; মা আমার, বৌমার জন্য এই সামান্য উপহার আশীর্ব্বাদ ব'লে পাঠিয়েছেন।

[হরিহর একটি ভেল্‌ভেট্ কেস্ উৎপলের হাতে দিল। উৎপল খুলিয়া দেখিল—বহুমূল্য একটি জড়োয়া নেক্‌লেস্। উৎপল উহা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল]

উৎপল। আপনার মাকে গিয়ে ব'লবেন সরকার মশাই—

[উত্তেজিতভাবে পদচারণা করিতে লাগিল]

হরিহর। কি বাবাজী, অমন ক'র্‌ছ কেন?

উৎপল। তাকে গিয়ে ব'লবেন সরকার মশাই যে সে বড়লোক—তা আমি জানি, তবু—তবু—

হরিহর। আজ্ঞে, তিনি—তিনি নিজের ঐশ্বর্য্য দেখাতে ও উপহার পাঠাননি—তিনি আপনার আর নব বধূর কল্যাণ কামনা ক'রেই পাঠিয়েছেন।

উৎপল। তিনি আমার কত হিতাকাঙ্ক্ষী—তা আমার জান্‌তে বাকী নেই সরকার মশাই—আপনি তাকে এই হার ফিরিয়ে দিয়ে ব'লবেন—

হরিহর। হার ফিরিয়ে নিয়ে গেলে—মার মনে যে বড্ড দুঃখ হবে বাবাজী—

উৎপল। তাতে আমার কি? আমি যা গ্রহণ ক'রতে পারি না—তা আমায় ফিরিয়ে দিতেই হবে। তার দুঃখ হবে—তা হোক্—তাই আমি চাই। তাকে গিয়ে ব'লবেন, যে—তার দেওয়া অলঙ্কার স্পর্শ করিয়ে আমার স্ত্রীর দেহ অপবিত্র ক'রতে পারবো না। [প্রস্থান]

হরিহর। উঃ এতবড় কথাও আমায় শুন্‌তে হ'লো—আমি দাঁড়িয়ে শুন্‌লাম! ভগবান—তোমার বজ্র কি নিভে গ্যাছে! এ শুন্‌বার আগে আমার মৃত্যু হ'ল না কেন?

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[দেবনাথের বাটীর দালান। মাধবী ও পূর্ণিমা।—মাধবী ব্যস্তভাবে আসিয়া পূর্ণিমাকে বলিল,]

মাধবী। দিদি, আর কি নেব? উৎপল বাবুর ছবিটা তো নিয়েছি; দাদুর ছবিও নিয়েছি, আর কি নেব?

পূর্ণিমা। আমার ছবিটা—যেটা বড় ঘরে টাঙ্গানো আছে—সেটাও নে।

মাধবী। সেটা নিয়ে কি হবে দিদি? তুই কি ঠিক ক'রেছিস্ আর এখানে আস্‌বি না?

পূর্ণিমা। না, শুধু আস্‌বো না নয়—আমার চিহ্নও রেখে যাবো না।

মাধবী। না কেন দিদি? তবে এত বড় বাড়ীতে থাক্‌বে কে?

পূর্ণিমা। জানি না।

মাধবী। তবে বাড়ীর আসবাব পত্র এত যত্ন ক'রে গুছিয়ে রেখে যাচ্ছ কেন? কার জন্যে! সত্যি দিদি—আমার কান্না পাচ্ছে।

পূর্ণিমা। এ বাড়ী আমি উৎপলের জন্য রেখে যাচ্ছি মাধবী। সে এই নিয়ে যা ইচ্ছে ক'রতে পারে। বাড়ীর দরজার ডুপ্লিকেট্ চাবি আজ সকালেই তার নামে রেজিষ্টারী ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছি।

মাধবী। সে এ বাড়ী নেবে কেন? সে তো রাগ ক'রে চ'লে গ্যাছে।

পূর্ণিমা। তাকে আমি দিচ্ছিনা মাধবী; এ বাড়ী আমি রেখে গেলাম—তার ভাবী পুত্রের জন্য।

মাধবী। ওঃ এই তো সেদিন বিয়ে হ'ল—এক হপ্তাও হয়নি—এরই মধ্যে ছেলে?

পূর্ণিমা। কিন্তু হবে তো। আমি কল্পনায় সেই শিশুকে দেখ্‌তে পাচ্ছি মাধবি; মনে হ'চ্ছে সে আমার চিরপরিচিত—চির আদরের। মাধবি, সে যেদিন এই পৃথিবীতে আস্‌বে, হয়তো আমি সেই দিন থাক্‌বো না—কিন্তু তুই দেখিস্—সেও উৎপলের মত সুন্দর, দুরন্ত হবে। সে আমায় কোনদিন হয়তো মা ব'লে ডাক্‌তে আস্‌বে না—কিন্তু স্বর্গে বা নরকে যেখানেই থাকি—আমি দূর থেকে নীরবে তার 'মা' ডাক শুন্‌বোই।

মাধবী। দিদি, এ সব তুই কী ব'লছিস্?

পূর্ণিমা। মাধবী, তুই যদি থাকিস্—তাকে দেখিস্—আমার কথা ফল্‌বেই। সেই অনাগত শিশু আমার কত আদরের হ'ত মাধবি!

(হরিহরের প্রবেশ)

হরিহর। মা!

পূর্ণিমা। কি কাকা! আর ত' দেরী নেই কাকা—চলুন। সেটা দিয়ে এসেছেন তো?

হরিহর। মা, সেটা সে ফেরৎ দিয়েছে—আর ব'লেছে—

পূর্ণিমা। কি ব'লেছে কাকা?—

হরিহর। মা—মা—সে ব'লেছে যে তার স্ত্রীকে আপনার দেওয়া গয়না পরিয়ে অপবিত্র ক'র্‌তে পার্‌বে না। মা, উৎপল এত বড় কথা ব'ল্‌লে, ব'ল্‌তে পার্‌লে? একটুও বাধ্‌লো না তার? কি ব'ল্‌বো মা—আজ যদি তার ফুলশয্যার রাত না হ'তো—

পূর্ণিমা। ঠিক্ ব'লেছে কাকা,—যাকে কেউ ভালবাসেনা, যে সংসারে স্বামী-পরিত্যক্তা, আত্মীয়-স্বজনহীনা—সে তো পৃথিবীর আবর্জ্জনা। ভগবান যাকে পৃথিবীর এক কোণে অপবিত্র, অস্পৃশ্য ব'লে মনে ক'রে রেখে দিয়েছেন—মানুষ তাকে অপবিত্র ব'ল্‌বে—এতে দুঃখ ক'রবার কিছু নেই কাকা? চলুন, ট্রেণের সময় হ'য়েছে—আমরা বেরিয়ে পড়ি।

হরিহর। মা—

পূর্ণিমা। আর দেরী নয় কাকা—আজ আমি চ'লেছি আমার ব্রত উদ্‌যাপন ক'রতে—আমায় বাধা দেবেন না কাকা।

হরিহর। কিন্তু মা, উৎপল—

পূর্ণিমা। কাকা, আপনি জানেন না—আমি জানি—এতে তার অপরাধ নেই। আমি তার জীবনে শনি, ধূমকেতু। যাতে আর তার দাম্পত্য জীবনে বাধা না হই, আমি তাই ক'রতে চাই; আমায় বাধা দেবেন না কাকা। আমার জীবনের সকল সাধ—সকল আশাই পূর্ণ হ'য়েছে। কোন কামনা—কোন বাসনা আমার নেই। আজ আমার মনের ভেতর কে যেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ছে "আনন্দ ভোগে নেই—তৃপ্তি, ভোগে নেই—আছে ত্যাগে—আছে আত্ম-বিসর্জ্জনে।" আমি আজ চ'লেছি সেইখানে—যেখানে আমি আমাকে ভুলে—দীনের সেবা, আতুরের পরিচর্য্যা ক'রে নিজেকে ধন্য ক'রতে পার্‌বো। আমায় বাধা দেবেন না কাকা—আমায় উৎসাহ দিন—আশীর্ব্বাদ করুন—বাধা দেবেন না।

মাধবী। তবে চল দিদি।

[কুলিরা বাক্স প্যাঁটরা নীরবে বহিয়া লইয়া গেল—ঠিক এই সময়ে বাহিরে কে গাহিতে লাগিল]

[নেপথ্যে] কবে তুমি আস্‌বে ব'লে
আমি রইবো না ব'সে
আমি চ'ল্‌বো বাহিরে
আর সময় নাহি রে॥

[প্রস্থানের সময় পূর্ণিমা মৃদু হাসিল, করজোড়ে প্রণাম করিয়া বলিল]

পূর্ণিমা। জন্মভূমি ! আমরা আজ তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি—ক্ষমা ক'রো। দাদু—তোমার আত্মা যদি এখানে থাকে—তবে দেখো—তোমার নাত্‌নী তার প্রতিজ্ঞা ভোলেনি ভোলেনি।

তৃতীয় দৃশ্য।

[সুসজ্জিত কক্ষ। উৎপল ও শোভনা উপবিষ্ট]

উৎপল। তোমাকে তো সব ব'ল্লাম—এর পর, যদি তুমি আমায় ভালবাসতে পার—বেসো। জীবনের সঙ্গিনী ব'লে যাকে গ্রহণ ক'রেছি—তার কাছে নিজের সমস্ত দোষ, সমস্ত অপরাধ স্বীকার করাই ভাল; লুকোচুরি করা উচিত নয়। সোনা, এবার বল আমায় ভালবাস কি না ?

শোভনা। বুঝ্‌তে পারি না।

উৎপল। বুঝ্‌তে পার না, কেন পার না সোনা ? আচ্ছা, আমায় ভালবাস্‌বে তো ?

শোভনা। চেষ্টা ক'র্‌বো।

উৎপল। চেষ্টা ক'রবে ? কেন সোনা—আর কাউকে ভালবাস কি তুমি ?

শোভনা। বাসি।

উৎপল। [উৎকণ্ঠিত হইয়া] কাকে ভালবাস সোনা ?

শোভনা। মাকে, বাবাকে, দাদাকে, চাঁপা ঝিকে, শিউরতন দারওয়ান জ্যেঠাকে—

উৎপল। থাক্ থাক্ — আর ব'ল্‌তে হবে না। নাঃ তুমি বড্ড ছেলেমানুষ।

শোভনা। কিন্তু বড় হব তো ? তুমি রাগ ক'রো না ; আমার যদি দোষ হয়—শিখিয়ে নিও তুমি।

উৎপল। আচ্ছা, তা না হয় নেব, কিন্তু তুমি আমায় ভালবাস কি না, ব'ল্‌তেই হবে।

শোভনা। তোমায় ব'ল্লাম ত'—বুঝ্‌তে পারি না। যাদের ভালবাসি ব'লে ব'ল্লাম, তোমায় দেখ্‌লে, তাদের মত সকলের সাম্‌নে ত' ছুটে যেতে পারি না। তোমায় দেখ্‌লে আমার লজ্জা লজ্জা বোধ হয়, বুকের ভেতরটা যেন বেশী দুর্‌দুর্ করে ; কিন্তু তোমায় দেখ্‌তে ইচ্ছে করে ; তবু চোখ চাইতে পারি না। তুমি আমায় আদর ক'রে ডাক্‌লে—আমার যেন ঘুম আসে ; কিন্তু ভয় হয় পাছে কেউ শুনে ফেলে। তুমি যখন আমার হাত ধরো, তখন যেন আমি কেমন হ'য়ে যাই। কেন যে কী হ'য়ে যাই তা কে জানে ! তুমি হয়তো রাগ ক'রবে, কিন্তু আমি সত্যি ব'ল্‌ছি—আমি বুঝ্‌তে পারি না।

উৎপল। তাহ'লে আমায় দেখ্‌তে ইচ্ছে হয় ?

শোভনা। হয়, তবে দূর থেকে—কাছে আস্‌তে সাহস হয় না। কি জানি তুমি আমার আসাটা পছন্দ কর কি না !

উৎপল। এই কথা সোনা ! সোনা আমার, কত যে ভালবাসি তোমায় !

শোভনা। বাবা বলেন—যারা শুধু মুখে বলে ভালবাসি—তারা সত্যি হয়তো বাসে না। শূন্য ঘটি, জলভরা ঘটির চেয়ে, বেশী বাজে। যাদের প্রাণ ভালবাসার জলে ভর্ত্তি থাকে—তারা কথা ব'লবার অবকাশ পায় না—তারা শুধু নিঃশব্দেই ভালবাসে—নিজের কাজ ক'রে যায়।

উৎপল। সত্যি কি তাই? সত্যি কি তারা নিঃশব্দে নীরবে থাকে? তবে—তবে সত্যিই কি পরি আমায় ভালবাসতো? সত্যিই কি সে আমার অগাধ ভালবাসার মর্ম্ম বুঝেছিল?

শোভনা। মুখে ব'ল্লে অনেক কথা শোনায় ভাল; যেমন থিয়েটারের acting শোনা, কিন্তু ভেতর অন্তঃসার শূন্য কদ্বেলের মত। কি জানি, ছেলেমানুষ, উপমা কি দিতে পারি!—বায়স্কোপ দেখা, রেডিও শোনা—এই সব—তুমিই বলনা—আসল মানুষ কত দূরে চ'লে যায়—হয়তো থাকেই না, কিন্তু সুরের রেশ্ শেষ অবধি থাকে—চিরদিনের মত অঙ্কিত হ'য়ে। অত ভাব্‌ছ কি তুমি—মুখটা অত ভার ক'রছ কেন? ও! বুঝেছি, ভাব্‌ছ ছোট মুখে বড় কথা, না?

উৎপল। না সোনা—আমি তা ভাব্‌ছি না। আমি ভাব্‌ছি—যার কথা একটু আগে তোমায় ব'ললাম—সেও কোন দিন আমায় বলেনি—সে আমায় ভালবাসে; কিন্তু আমি তাকে বহুবার ব'লেছি। আমার মনে হ'য়েছিল সে আমায় ঘৃণা করে, আমায় তাচ্ছিল্য করে—কিন্তু হয়তো আমার ভুল।

শোভনা। মানুষ যদি বোকা হয় তবে সে শীঘ্রই ভুল বুঝ্‌তে পারে; কিন্তু যারা পণ্ডিত, লেখাপড়া শেখে—তারা বোঝে দেরীতে। আমার কথা শোন—আমার মনে হয়, তিনি সত্যিই তোমায় ভালবাস্‌তেন্। তিনি যা ক'রেছিলেন—তা তোমারই ভালর জন্যে। যদি পার তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ো—এ আমার অনুরোধ।

উৎপল। কিন্তু তার কাছে গেলে—তাকে ভালবাস্‌লে—রাগ ক'রবে না তুমি?

শোভনা। রাগ ক'রবো কেন? একই আকাশে ত চন্দ্র সূর্য্য ওঠে; এক বৃন্তে ত' দুটী ফুল হয়। এত নীচ মনে ক'রছ কেন আমায়? আমিও হিন্দুর মেয়ে—বাঙালীর মেয়ে। স্বামীর জন্য আমার সুখের কিছু ভাগ দেওয়া কি এত কঠিন মনে কর?

উৎপল। কিন্তু সে যদি আমায় আবার অপমান করে?

শোভনা। না, তিনি তা ক'রবেন না। তিনি সত্যি তোমায় ভালবাস্‌তেন, তুমি ভুল বুঝেছ। লক্ষীটি, তুমি তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ো!

উৎপল। ভেবে দেখি।

[নেপথ্যে রামরূপ]

রামরূপ। দাদ্দাবাবু, আসা ক'রবো কি?

উৎপল। আয় না—নেকামী ক'রছিস্‌ কেন?

(রামরূপের প্রবেশ)

রামরূপ। দাদ্দাবাবু, পিওন আসা করছে, সইটি দেওয়া করেন।

[উৎপল পকেট হইতে পেন বাহির করিয়া সহি করিল ও পরে একটি ছুরী বাহির করিয়া সূতা কাটিয়া দুইটী চাবি ও একটি পত্র বাহির করিয়া পড়িল]

(উৎপল ও শোভনা উভয়েই পত্র দেখিতে লাগিল—উৎপল পড়িল)

"আমার অনুরোধ, শোভনাকে ভালবেসো। আমার বাড়ীর চাবি দুটী পাঠালাম—দয়া ক'রে গ্রহণ ক'রো। তোমায় আমার বাড়ী দান ক'র্‌ছি না, কারণ এরূপ দান তুমি গ্রহণ ক'র্‌বে না। এ বাড়ী আমার অনাগত পুত্রকে, আমি আমার স্মৃতিস্বরূপ দান ক'রলাম। এই চাবি দুটী তোমার স্ত্রীর হাতে দিও ও ভগ্নীকে "বলিও সে যেন ঐ বাড়ীতে গিয়া

আমার বাড়ীটী পবিত্র করে। আমার কোন দ্রব্যস্পর্শে, তুমি বা তোমার স্ত্রী অপবিত্র হবে ব'লে মনে ক'র্‌তে পার, কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত ব'ল্‌তে পারি তোমার পুত্র বা তাহার মাতা আমার দেওয়া কোন দ্রব্যই অপবিত্র মনে ক'রবে না, কারণ মা যাহাই হউক না কেন, মা সন্তানের মা-ই থাকে। সন্তান মাকে ঘৃণা ক'রবে না—বিদায়। কোনদিন তোমায় আর বিরক্ত ক'রব না—আমি চ'ল্‌লাম বহুদূরে—খোঁজ কোরো না।"

উৎপল। সোনা— [দুই হাতে নিজের কেশাকর্ষণ করিতে লাগিল]

শোভনা। অমন ক'রছ কেন ?

উৎপল। সে আমার ওপর অভিমান ক'রে চ'লে গ্যাছে—একবার ক্ষমা চাইবার অবকাশও দিলে না! কি নিষ্ঠুর! এমন ক'রে—ওঃ সোনা—আমি কি পাগল হ'য়ে যাবো ? সে আমায় এত বড় সাজা দিয়ে চ'লে যাবে ? সোনা—সে চ'লে গেল—অভিমান ক'রে চ'লে গেল—আমায় একবার ব'লেও গেল না! কি করি—পরি,—পরি! আমি কী এতই পাপী! তুমি কি আমায় ক্ষমারও অযোগ্য মনে কর।

শোভনা। অমন ক'রোনা—আমার কথা শোন—তুমি সে বাড়ীতে একবার যাও—সেখানে গেলে তার সন্ধান হ'তে পারে তো ?

উৎপল। ঠিক ব'লেছো, তাই যাই। কোথায় যাবে তুমি পরি, আমি তোমায় ফিরিয়ে আন্‌বোই। সোনা—সে চ'লে গেল,—অভিমান ক'রে চ'লে গেল! আমি চ'ল্‌লাম—তাকে আমায় ফেরাতেই হ'বে।

শোভনা। আর দেরী ক'রো না। আমার জন্যেই তিনি যে দেশছাড়া হবেন—তা হ'তেই পারে না। চল, চল—আর দেরী ক'রো না—তাকে ফেরাতেই হবে তোমায়।

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

[দেবনাথের পরিত্যক্ত প্রাসাদ-সম্মুখ। সময় অপরাহ্ন। বাটীর দ্বারে তালা লাগান রহিয়াছে। সরোজ ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে কদর্য্য রোগের চিহ্ন বর্ত্তমান। তাহাকে দেখিলেই মনে হয় তাহার দেহের অব্যক্ত যন্ত্রণা হইতেছে।]

সরোজ। আর পারি না—এ যন্ত্রণার চেয়ে মৃত্যু ভাল ছিল। আমার পাপের বোঝা আর যে বইতে পার্‌ছি না। ভদ্রলোকের ছেলে—ভিক্ষে চাইতেও পারি না। আমায় দেখ্‌লে লোকে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়—কারও দয়া হয় না। দাতব্য চিকিৎসালয়ে ঔষধ মেলে—পথ্য তো মেলে না। উঃ আর যে পারি না—আর কত যন্ত্রণা দেবে ঈশ্বর! না না—ও নাম ক'রবো না—ও নাম আমি ক'রবো না। ও নাম ক'রবার অধিকার আমার নেই। দেখি আজ আমি আমার স্ত্রীর কাছে দয়া পাই কি না—Bell তাড়িয়ে দিলে—গজেন সঙ্গ ত্যাগ ক'রেছে। কিন্তু কি ক'রে এ মুখ দেখাবো তাকে! চিরদিনই তো তার ওপর অত্যাচার ক'রে এসেছি! [বাটীর নিকটে গিয়া] এ কি! বাড়ী বন্ধ কেন? এত আশা, এত কষ্ট সবই কি বিফল হ'লো! বোধ হয় বাইরে গ্যাছে—এই দরজায় ব'সে থাকি; এলে একবার তার কাছে ক্ষমা চাইব—দয়া তার হবেই; সে যে দেবী—সে যে দেবী।

(উৎপলের প্রবেশ, পশ্চাতে রামরূপ)

উৎপল। দরজা খোল রামরূপ, আমি একবার ভেতরে যাবো।

রামরূপ। এজ্ঞে দাদাবাবু।

উৎপল। এই বাড়ী আমার কত পরিচিত; এই বাড়ীতে তার সব স্মৃতি বিজড়িত। এই বাড়ীতেই সে থাক্‌তো—এই বাড়ীতেই তার আর

আমার প্রথম পরিচয়; তবু আজ ভেতরে যেতে সাহস হয় না। আজ যেন, এর প্রতি ইটখানা হাহাকার ক'রছে। পূর্ণিমা, পরি— এত সাজা তুমি আমায় দিলে! আমার অপরাধের কি মার্জ্জনা ছিল না?

[রামরূপ ছুটিয়া আসিয়া বলিল]

রামরূপ। দাদাবাবু, দ্বারকে একটা কুঠ্‌ঠে বসা রইছে। সেও বলা করছে "মাপ কর, মাপ কর"।

উৎপল। কই কই সে— [সরোজের নিকটে গিয়া] কে তুমি? এমন ক'রে ব'সে র'য়েছ কেন? কা'কে চাও?

সরোজ। আমি, আমি—আমার সাজা দেখে বুঝ্‌তে পার্‌ছো না— আমি কে? আমার সবই ছিল—নিজের দোষে সবই হারিয়েছি। তুমি যাও—আমার ছায়া মাড়িও না। ওঃ কি যন্ত্রণা, এ যন্ত্রণা যেন শত্রুরও না হয়?

উৎপল। তোমায় যেন চিনেছি—তুমি—তুমি সরোজ নয়? পরির স্বামী—

সরোজ। সে দেবী, আমি কি তার স্বামী হ'তে পারি? আমাদের লৌকিক বিয়ে হ'য়েছিল। কিন্তু আমি তার প্রতি মার্ ধোর্‌ই ক'রেছি—অত্যাচারই ক'রেছি; স্ত্রী ব'লে একদিনও কাছে আসিনি; সে নীরবে সব অত্যাচার সহ্য ক'রেছে—কোনদিন অনুযোগও করেনি। তুমি তো তাকে জান; সে সুন্দরী ছিল—পূর্ণিমার চাঁদেরই মত—পরীর-ই মত; কিন্তু পাপান্ধ আমি একদিনও সে রূপ দেখিনি।

উৎপল। আজ এখানে কেন ভাই?

সরোজ। আমি একবার তাকে দেখ্‌বো—তার কাছে ক্ষমা চাইবো। আমি যে কত অত্যাচার তার ওপর ক'রেছি—

উৎপল। অনুতাপ ক'রে কি হবে ভাই? সে আর আস্‌বে না। আমিও এসেছিলাম ক্ষমা চাইতে—কিন্তু সে আর আস্‌বে না।

সরোজ। আস্‌বে না—আস্‌বে না? কেন্ আস্‌বে না? বল—সে কি বেঁচে নাই? ভগবান্—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতেও দেবে না! তবে আর কেন—আর কেউ আমায় দয়া ক'রবে না—আমায় মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও। আর পারি না—এ যন্ত্রণার হাত হ'তে মুক্তি দাও প্রভু!

উৎপল। কে ব'ল্‌লে তোমায় কেউ দয়া ক'র্‌বে না—কে ব'ল্‌লে তুমি নিরাশ্রয়। তোমার স্ত্রী পূর্ণিমা আজ যে আমায় রেখে গ্যাছে তোমারই সেবা ক'রতে। ওঠ ভাই, আমি তোমার সেবা ক'রবো; তোমায় ভাল ক'রবার চেষ্টা ক'রবো।

[হাত ধরিয়া সরোজকে উঠাইল ও সরোজের হাত নিজের কাঁধে লইয়া সরোজকে দাঁড় করাইল]

সরোজ। কে তুমি? তুমি কি দেবতা? কেন তুমি আমার জন্য এত ক'রবে? আমি যে মহাপাপী—

উৎপল। তবু—তবু তো তুমি পরির স্বামী? তোমার সেবা ক'রে আমার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে চাই ভাই। রামরূপ দরজা খুলে দে। সরোজ, ভাই—এ বাড়ী তোমার।

[রামরূপ এতক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে উৎপলকে দেখিতেছিল, এবার সে কথা কহিল]

রামরূপ। দাদাবাবু—কোল্‌কে পিঠ্‌কে চড়ায়ে তোমাগোর এত বড়ডা কর্‌লাম—আজ বুঝ্‌ছি তুমি মানুষ লও—দ্যাব্‌তা। আজ বোঝা কর্‌লাম—দ্যাব্‌তারে বুকে করা কর্‌তাম—মানুষে লয়। একটু দাঁড়া কর দাদাবাবু—আজ আমি তোমার ছিরি চরণের ধুল্লাটা মাথায় লই।

[রামরূপ নতজানু হইয়া উৎপলকে প্রণাম করিল]

পঞ্চম দৃশ্য।

[Railway waiting room.]

[শ্রান্তভাবে ও রুক্ষবেশে হরিহর প্রবেশ করিলেন—হাতে একটি ব্যাগ। ব্যাগটি টেবিলের উপর রাখিয়া অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িলেন। বাহিরে রেলের ঘণ্টা, হুইসেল্ শোনা গেল। ফেরীওয়ালারা ডাকিতে লাগিল, Calcutta hotel Babu, Calcutta hotel. টীস্‌ম্যান্, Amrit Baza, Odvance, Basumati, Cold drink বাবু, আইস্ লেমনেড্]

(নির্ম্মল ও উৎপল প্রবেশ করিল)

নির্ম্মল। রাজনগরের গাড়ী ছাড়তে এখনো ২॥ ঘণ্টা দেরী, অত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন ?

উৎপল। কেন ? কি ব'ল্‌বো নির্ম্মল, আমি তোমায় বুঝিয়ে দিতে পার্‌বো না—কেন। আজ তিন মাস সে ক'ল্‌কাতা ছেড়ে গিয়েছে—বেঁচে আছে কি না—ভগবানই জানেন। কোথায় আছে জানি না ; তবে রাজনগরে তাদের জমিদারী, হয়তো সেখানে যেতে পারে এই যা আশা।

নির্ম্মল। সে গেল কেন ?

উৎপল। আমার ওপর অভিমান ক'রে। ভাই, আমি তাকে চিন্‌তে পারিনি—তার ওপর অবিচার ক'রেছি। নির্ম্মল, তার দাদু ম'র্‌বার সময় তাকে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন ;—আমি আমার প্রতিজ্ঞা সুন্দর পালন ক'রেছি। আমি তাকে গৃহত্যাগিনী ক'রেছি।

নির্ম্মল। তার এ রকম চ'লে যাওয়ার কারণ, বোধ হয় আমার ভগ্নির সঙ্গে তোমার বিয়ে, না ?

উৎপল। না ভাই, আমার বিবাহে সে যে কত খুসী হ'য়েছিল,—এক মা ছাড়া বোধ হয় তত খুসী আর কেউ হ'তে পারেনি। সে যদি

সংযমী না হ'তো—তবে হয়তো তোমার বোন্‌কে বিয়ে ক'রতাম না নির্ম্মল।

[হরিহর এতক্ষণে মুখ তুলিলেন]

হরিহর। উৎপলবাবু, নমস্কার।

উৎপল। কে? কাকা, আপনি এখানে কেন? এত রুক্ষ বেশ, মুখ শুক্‌নো?

হরিহর। কাকা ব'লে আমায় লজ্জা দেবেন না উৎপলবাবু; আমি সরকার মশাই, সরকার মশাই ব'লে ডাকুন—তাতেই আমি খুসী হ'ব।

উৎপল। কাকা, আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমি আপনাদের ওপর অবিচার ক'রেছি, অত্যাচার ক'রেছি। আজ আমার জীবনের ওপর দারুণ ঘৃণা জন্মেছে। আপনি হয়তো বিশ্বাস ক'রবেন না, আমি আজ যে কত অনুতপ্ত, তা শুধু নিজেই জানি। প্রতিদিন আমার যে কী ক'রে কাট্‌ছে—তা ভাষায় প্রকাশ ক'রতে পারি না। আপনার পায়ে ধ'রছি—আপনি ব'লে দিন, কোথায় সে—কোথায় গেলে তার দেখা পাবো?

হরিহর। মাদারীপুরে। তবে—দেখা পাবেন কিনা জানি না। আমি আজ এসেছি; ক'ল্‌কাতা থেকে একজন বড় ডাক্তার নিয়ে যেতে।

নির্ম্মল। দেশ তো তাঁর রাজনগর—মাদারীপুরে গেলেন কেন? সেখানে তো ভীষণ বন্যা—দুর্ভিক্ষ।

হরিহর। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তনাদ, গৃহহীনের করুণ ক্রন্দন—এই সুদূরেও তাঁর মর্ম্ম স্পর্শ ক'রেছিল।—মা আমার থাকৃতে পার্‌লেন না, নিজেকে ভুলে, মা আমার সেবাই কর্ত্তে লাগ্‌লেন। অনাহারে, অনিদ্রায় মা'র আমার কতদিন কাট্‌লো—তবু এত অত্যাচারেও মা'র আমার রূপ ফেটে প'ড়তো, সে যে কি সৌম্য, কি শান্ত, কি সুন্দর—

উৎপল। কাকাবাবু, আমি আজই সেখানে যাবো, বলুন ট্রেণ কখন ?

হরিহর। রাত নয়টায় বাবাজী।

উৎপল। নির্ম্মল ভাই, তুমি বাড়ী যাও—সেখান থেকে তোমার বোন্‌কে নিয়ে রাত আটটায় এখানে এসো। সেও আমার সঙ্গে যাবে। আর মা'কে ব'লো—তিনি যদি আস্‌তে চান্—তাঁকেও নিয়ে এসো—দেরী ক'রোনা ভাই।

নির্ম্মল। বেশ, আমি যাচ্ছি ; কিন্তু তুমি যাবে কোথায় ?

উৎপল। আমি যাবো চিকিৎসকের খোঁজে। তাকে আমায় বাঁচাতেই হবে—যত টাকা লাগে লাগুক—তাকে বাঁচাতেই হবে। চলুন কাকা, বেরিয়ে পড়া যাক্।

হরিহর। তুমি যাবে ? না আমি তোমায় বাধা দেবো না। যদি মা'কে ফিরে পাই—আর—আর যদি না পাই, তবু শেষ সময় তোমায় দেখ্‌লে সে শান্তিতে যেতে পার্‌বে। চল বাবাজী।

[সকলের প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[সময় সন্ধ্যা। গ্রাম্য নদীতে একটি ক্ষুদ্র তরী বাহিয়া কে চলিয়াছে—কোথায় কে জানে—আরোহীর বুকে যেন ব্যথার বোঝা—চক্ষে জল, কণ্ঠে করুণ সঙ্গীত]

গীত।

আজি চ'লেছি সেই সুদূরে
নাইকো যে দেশ জানা—
নাইকো সেথা জীবন-মরণ
নাইকো বাধা মানা ॥
ওপারের ওই তীরের কাছে
বন্ধু আমার দাঁড়িয়ে আছে
কোন্ সুরে তার বাঁশী বাজে
নাইকো আমার জানা ॥

কাটিয়ে আজ তীরের বাঁধন,
চ'ল্‌ছে আমার তরী ভেসে
ব্যর্থ ব্যথার বাঁধন ছিঁড়ে
পুণ্য পারের পরশ আশে ॥
আর ডেকোনা আমায় ফিরে
চ'ল্‌ছি আমি বহু দূরে
ওপারের ওই কনক তীরে
নাইকো আনাগোনা ॥

সপ্তম দৃশ্য।

[মাদারীপুরের আশ্রম। পূর্ণিমা শায়িতা, মৃত্যুর করাল ছায়া তাহার মুখকান্তি ম্লান করিয়াছে, তবু তাহার স্বাভাবিক হাসি বিলুপ্ত হয় নাই। মাধবী ও আলোক নিকটেই বসিয়া রহিয়াছে—নৈরাশ্য তাহার মুখচ্ছবিতে পরিস্ফুট]

পূর্ণিমা। সকলকে খাইয়েছিস্ মাধবী, কারও কোনও কষ্ট হয়নি তো?

মাধবী। হ্যাঁ দিদি! তুমি কেমন আছ?

পূর্ণিমা। বেশ আছি, খুব ভাল; বুঝি এত ভাল আর কোন দিন ছিলাম না মাধবি। খেয়েছিস্ বোন্? [মাধবী কথা বলিল না] ছিঃ ভাই, খেয়ে নাও, আত্মাকে কি কষ্ট দেয়?

মাধবী। দিদি, আমি খেতে পার্‌বো না,—আমায় ক্ষমা কর দিদি; তোমার এ অবস্থা দেখে কি খাওয়া যায়?

পূর্ণিমা। মাধবি, আমার পূজোর ফুল?

মাধবী। এই যে দিদি— [মাধবী একটি ফুলের মালা দিল]

পূর্ণিমা। তাঁর ছবিখানা আমার সাম্‌নে এনে দে দিদি, আমি দেখ্‌বো—

[পূর্ণিমার সম্মুখে মাধবী উৎপলের চিত্র আনিয়া দিল]

একটু ধর না মাধবী—আমি উঠে ব'স্‌বো—

[মাধবীর সহায়তায় বহুকষ্টে পূর্ণিমা উঠিয়া বসিল। কম্পিত হস্তে সেই মালাটি চিত্রের গলায় পরাইয়া দিল ও পরক্ষণেই অবসন্নভাবে বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল]

মাধবী। কি দিদি, কি হ'লো? অমন ক'রে শুয়ে প'ড়লে কেন?

পূর্ণিমা। না মাধবী, মাথাটা যেন বড্ড ঘুরে উঠ্‌লো;—সবই যেন আঁধার হ'য়ে আস্‌ছে—মাধবি?

মাধবী। কি দিদি?

পূর্ণিমা। ক'টা বাজ্‌লো ভাই? দিন কি শেষ হ'য়ে এল?

মাধবী। না দিদি, সাড়ে চারটা। এখনও দু' ঘণ্টা দেরী আছে।

পূর্ণিমা। সে এল না মাধবী—সে এল না। তবে বোধ হয় সে আমায় ক্ষমা ক'রতে পারেনি—তবে বোধ হয় দেখা হ'ল না।

মাধবী। উৎপল বাবুর কথা ব'ল্‌ছো? তাঁকে তো খবর দেওয়া হয়নি দিদি!

পূর্ণিমা। হয়নি? ওঃ, আমিই তো খবর দিতে বারণ ক'রেছিলাম না? মাধবি, তুই খেয়ে নিলি না কেন? হয়তো আজ আর খাওয়া হবে না তোর!

মাধবী। দিদি—

পূর্ণিমা। তোকে ছেড়ে যাচ্ছি মাধবি—তুই আমায় ভুলে যাবি না তো? সবাই আমায় ভুলে যাবে, কিন্তু মাধবী, তুই হয়তো ভুলে যাবি না। আমার জীবনে সকলেই আমায় ভুল বুঝেছিল—কিন্তু তুই?—আমার বুকটা এমন ধড়ফড় ক'রছে কেন মাধবি? কি যেন একটা ভারী পাথর বুকটায় চেপে ব'সেছে যে! আমার সাম্‌নে যেন কত আলো জ্বলে উঠে এক সঙ্গে নিভে গেল। মাধবী কই তুই? এ কী হ'লো?

মাধবী। কি হ'লো দিদি? জল দেবো—একটু খাবে?

পূর্ণিমা। হ্যাঁ মাধবী, জল—জল দেনা ভাই। নাঃ—আর একটিবার তাকে দেখ্‌তে চাই।

[মাধবী ধীরে ধীরে মুখে জল দিল]

থাক্‌তে পার্‌লে না তো? আস্‌তে হ'ল তো? রাগ ক'রে কি থাক্‌তে পারো তুমি? বল—বল তুমি আমায় মাফ ক'রেছ, বল—নৈলে ও পা ছাড়বো না তোমার।

মাধবী। আবার প্রলাপ সুরু হ'লো! কাকা তো এখনও এলেন না? কি করি?

পূর্ণিমা। আমি চ'ল্লাম, তুমি দুঃখ ক'রো না—দুঃখ ক'রো না। এমনই কত লোক আসে যায়! ছিঃ পুরুষ মানুষ তুমি। বৌকে ভালবেসো—অযত্ন ক'রো না। মেয়ে মানুষ দোষ ক'রলে স্বামীকে শিখিয়ে নিতে হয় যে—

মাধবী। দিদি! দিদি—

পূর্ণিমা। আবার রাগ ক'রলে—না না, এত রাত্রে একলাটী কিছুতেই যেতে দেবো না তোমায়—কিছুতেই না—কিছুতেই না—

(রমেন্দ্র, উৎপল, উমা, হরিহর, শোভনা ও ডাক্তার প্রবেশ করিলেন)

[উমা পূর্ণিমার মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। রমেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে মাথার নিকট দাঁড়াইলেন। উৎপল ও হরিহর ব্যাকুলভাবে নিকটে আসিলেন। শোভনাও উমার পশ্চাতে দাঁড়াইল]

মাধবী। কাকা—ডাক্তারবাবুকে বলুন শীঘ্র দেখ্‌তে।—মাঝে মাঝে প্রলাপ ব'ক্‌ছে—গা যেন হিমের মত ঠাণ্ডা।

[ডাক্তার পরীক্ষা করিলেন]

ডাক্তার। Hopeless, যা হোক্—শেষ চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্—

[Injection প্রস্তুত করিতে লাগিলেন]

মাধবী। দিদি, দিদি—উৎপলবাবু এসেছেন—বৌ এসেছেন, চেয়ে দেখ দিদি—

[পূর্ণিমা ব্যাকুলভাবে চতুর্দিকে চাহিল, পরে কম্পিতহস্তে সকলকে অভিবাদন করিল]

পূর্ণিমা। এসেছ—এসেছ—আমি তো তোমায় খবর দিইনি!—বৌকে এনেছ? আমি তাকে একবার দেখ্‌বো; ভয় নেই—তাকে ছুঁয়ে অপবিত্র ক'রবো না—দূর থেকেই দেখ্‌বো।

[ডাক্তার Injection দিল]

উমা। তুমি ছুঁলে আমার পুত্রবধূ অপবিত্র হবে না মা—তোমার পায়ের ধূলো নিয়ে সে পবিত্র হোক্।

উৎপল। তোমায় কি ব'ল্‌বো! ব'ল্‌বার আমার কিছু নেই। তুমি আমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে আজ ম'রতে ব'সেছো—তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার ভাষা আমার নেই; তবু আজ সকলের সাম্‌নে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। তোমার আত্মত্যাগে আমার চোখ ফুটেছে। আজ আমি সমস্ত নারীজাতিকে দেবীর আসনে বসাতে পেরেছি। পরি, পরি—তুমি আমায় ক্ষমা কর—ক্ষমা কর।

পূর্ণিমা। ছিঃ। ও কথা ব'লো না—ও কথা ব'লো না। তুমি আমায় ক্ষমা ক'রো। মাধবী, এঁরা রেল থেকে এসেছেন—এঁদের জল খাবারের ব্যবস্থা কর।

উমা। না মা, তুমি ভাল হ'য়ে ওঠ—তার পর সে ব্যবস্থা হবে। শোভনা, তোমার দিদির পায়ের ধূলো নাও।

পূর্ণিমা। না ভাই, তুমি কাছে এসো আমার—আমি তোমায় দেখ্‌বো—আর তো দেখ্‌তে পাব না।

[শোভনা পদধূলি লইয়া নিকটে আসিল]

পূর্ণিমা। কেন তোমায় বিদেয় ক'রে দিয়েছিলাম, এবার বুঝেছ উৎপল? মাধবি—

মাধবী। কি দিদি?

পূর্ণিমা। সেই হারটা বালিশের নীচে আছে—দে তো ভাই—

[মাধবী পূর্ণিমাকে সেই জড়োয়া হার দিল—পূর্ণিমা কম্পিত হস্তে সেই হারটি শোভনাকে পরাইয়া দিল]

শোভনা। আজ আমরা তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি দিদি।

পূর্ণিমা। না—আর তো আমি ফিরে যাব না ভাই—আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না—ঐ ওপারের আবাহনী গান শুনতে পাচ্ছি! শোভনা, বোনটি আমার—

উৎপল। [কম্পিতকণ্ঠে] পূর্ণিমা—পরি—

[নেপথ্যে পূর্ব্বদৃশ্যের গানটি পথিক গাহিতে লাগিল, "আজ চ'লেছি সেই সুদূরে........"]

পূর্ণিমা। আমায় যদি সত্যি ভালবাস উৎপল, তবে শোভনাকে ভালবেসো। আমি আজ চ'লেছি—এ দেহে আর আমি থাকবো না—কিন্তু সত্যি যদি আমায় ফিরে পেতে চাও—তবে শোভনাকে ভালবেসো—তারই মুখে তুমি আমার দেখা পাবে।

উৎপল। পরি! আমি তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব; পরি—

পূর্ণিমা। মা—এদের দু'জনকে আমার সামনে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিন—আমি দেখবো।

[উমা শোভনাকে উৎপলের পাশে লইয়া গেলেন]

মাধবী, আমায় বসিয়ে দে—আমি দেখবো—আমি দেখবো—আমার চিরবাঞ্ছিতের শুভ মিলন—আমি দেখবো—

[ডাক্তার ও রমেন্দ্রবাবু নাড়ী দেখিয়া মাধবী ও উমাকে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহারা পূর্ণিমাকে বসাইয়া দিল—পূর্ণিমা অনিমেষ নয়নে উভয়কে দেখিতে লাগিল। পরে উৎপলের উদ্দেশ্যে নমস্কার করিল। চক্ষের কোণ হইতে দুই ফোঁটা আনন্দাশ্রু গণ্ড বাহিয়া নামিয়া গেল। চক্ষুর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে শঙ্কিত হইয়া রমেন্দ্রনাথ বলিলেন—

রমেন। It's vague look Doctor. আপনি examine করুন ডাক্তারবাবু, examine করুন—

ডাক্তার। Expired, so sorry.

[সকলের বক্ষ হইতে রুদ্ধ নিঃশ্বাস ও চাপা ক্রন্দন গুমরিয়া উঠিল। উৎপল ছুটিয়া আসিয়া পরির দেহের পার্শ্বে বসিয়া পড়িল—সঙ্গীত ক্রমশঃ নিকটে আসিল]

উৎপল। পরি,—পরি আমার— [মূর্চ্ছা]

রমেন। মা, আমি চিরদিন তোমায় ভুল বুঝেছিলাম—আজ তুমি সে ভুল ভেঙ্গে দিয়ে গেলে। আজ আমি বুঝেছি—তুমি মা মানুষ ছিলে না—তুমি ছিলে—'দেবী'—'দেবী'—

সমাপ্ত